ড. আয়েয আল করনী

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

[আলেমে দীন, লেখক, অনুবাদক, মুহাদ্দিস ও খতীব]

পিতা: মাওলানা মুহাম্মাদ এমদাদুল্লাহ রহ.

মাতা: মুসাম্মাত হালীমা খাতুন

পিতামহ: হাজী আবু তাহের আনসারী রহ.

জন্ম: ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ ইং

পিতামহ ছিলেন সিরাজগঞ্জ-বগুড়ার মাদরাসাশিক্ষার পথিকৃৎ। তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বহু মাদরাসা। সেগুলোর মধ্যে সিরাজগঞ্জের বেতুয়া মাদরাসা, আলিমপুর মাদরাসা, দত্তবাড়ী মাদরাসা ও বাগবাটী মাদরাসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পিতা মাওলানা এমদাদুল্লাহ ছিলেন খতীব, মুহাদ্দিস ও হাকিমী চিকিৎসক। তিনি শিক্ষকহিসাবে প্রায় আজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন সিরাজগঞ্জের খুকনী দারুল উলুম মাদসারায়।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীমের লেখাপড়ার হাতেখড়ি খুকনী দারুল উলুমেই। আর সমাপ্তি ঢাকা'র ফরিদাবাদ মাদরাসায়। ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় দাওরায়ে হাদীসে মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করার মাধ্যমে।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লিখছেন এবং (আরবী-উর্দু থেকে) অনুবাদ করছেন। মাঝখানে কিছু বইপুস্তক সম্পাদনাও করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক।

হুদহুদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তাঁর কিছু বই–

* ইতিহাসের সূর্যোদয়
* নারীসমাজের ভুল ও প্রতিকার
* জীবন উপভোগ করুন (Enjoy Your Life)
* পরকাল (Life After Life)
* মৃত্যুর বিছানায়
* আমি যেভাবে পড়তাম
* হে আমার ছেলে
* প্রিয় বোন, হতাশ হয়ো না

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম বর্তমানে জামালুল কুরআন মাদরাসা, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-এর মুহাদ্দিস এবং পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদের খতীব।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হোসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
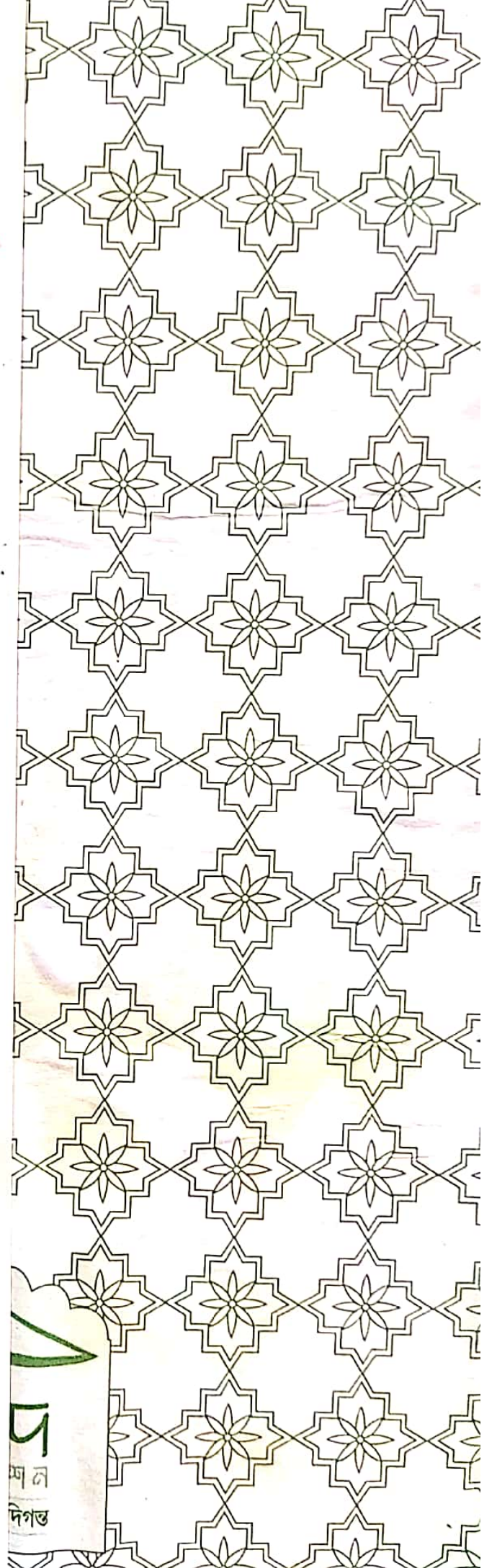
প্রিয় বোন! হতাশ হয়ো না
La Tahzan
For Smart Muslimah

মূল

ড. আয়েয আল করনী

সৌদিআরব

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস, জামালুল কুরআন মাদরাসা

গেন্ডারিয়া, ঢাকা

লা তাহযান ফর স্মার্ট মুসলিমাহ

প্রিয় বোন! হতাশ হয়ো না

ড. আয়েয আল করনী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

প্রকাশক

হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩৬৭৫৫৫৫

প্রকাশনা

৪৪ (চৌচল্লিশ)

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০১৭

প্রচ্ছদ

শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ

আফতাব আর্ট প্রেস

২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

বাঁধাই

খিদমাতুল মুসলিমীন বাঁধাই ঘর

মূল্য

৩৫০ টাকা মাত্র

সূচি

বহুমূল্য মুক্তা ২০১

প্রবালে মুক্তা ২২০

হীরকখণ্ড

আমাদের আরজ

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, একটি বই আপনার জীবন বদলে দিতে পারে? ইসলামের প্রথম যুগে সব বইই লেখা হত জীবন বদলানোর জন্য। অন্যকোন উদ্দেশ্যে যে বই হতে পারে, অন্তত ইসলামের প্রথম যুগে এমন ধারণা ছিল না। আখলাকের উন্নতির জন্য লেখা হত বই।

কিন্তু বর্তমান যুগের ধারণা ভিন্ন রকম। আজকের অনেক বই জীবন বদলাতে সাহায্য করে; তবে উল্টোভাবে। আলোর পথ থেকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়। বই পড়ে ক্রমশ চরিত্রের অধঃপতন ঘটতে থাকে।

এজন্য আজ অনেক লেখককে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। জীবনকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ধাঁচে বইপুস্তক লিখতে হচ্ছে। বহু লেখক ইতোমধ্যে অনেক বই মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেগুলোর কোন কোনটি যথেষ্ট সফল হয়েছে।

ড. আয়েয আল করনী এমনই এক মেহনতী লেখক। মুসলমানদের চারিত্রিক অধঃপতন রোধ করার জন্য অনবরত লিখে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তাঁর কয়েকটি বই বিক্রির ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তাঁর এমন বইগুলোর মধ্যেও 'লা তাহযান' ও 'আস্‌আদ ইম্রাআতিন ফিল আলাম' বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। দুটি বইই বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে।

আমরা এর আগে মাওলানা মামুনুর রশীদের মাধ্যমে 'লা তাহযান' নামক গ্রন্থটি অনুবাদ করিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। আল-হামদু লিল্লাহ পাঠকের সাড়া আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। আমরা পাঠকের কাছে কৃতজ্ঞ।

এবার লেখকের দ্বিতীয় সাড়া জাগানো বইটির অনুবাদ করা হল। পাঠকের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এর অনুবাদের কাজটি আল-হামদু লিল্লাহ, আমার হাতেই সম্পন্ন হয়েছে।

ড. আয়েয আল করনী'র একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একটি বইয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক অবলম্বন করার মাধ্যমে এক অভিনব সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেন, যা সাধারণত অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। এই বইটিও তেমনই সমৃদ্ধ। এতে তিনি কুরআনের আয়াত, নবী আলাইহিস সালামের হাদীস, বুযুর্গদের বাণী, বিভিন্ন প্রবাদ, ঐতিহাসিক ও আধুনিক কাহিনীমালা, শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কবিতাসহ অনেক কিছুই উল্লেখ করেছেন। এজন্য সাহিত্যামোদী পাঠকের আকৃষ্ট হওয়ার মত প্রচুর উপদান রয়েছে এতে।

আমরা অনুবাদে বইটির সমস্ত উপাদান হাযির করতে চেষ্টা করেছি। তবে কিছু কবিতার অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছি। কেননা, কবিতার অনুবাদ যদি গদ্যের মাধ্যমে করা হয়, তা হলে ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আর যদি পদ্যে অনুবাদ করা হয়, তা হলে কবিতার সূক্ষ্ম বক্তব্য আরও সূক্ষ্ম হয়ে যায়। তা ছাড়া কবিতার কাব্যানুবাদ করার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, সেটা অধমের কাছে অনুপস্থিত। তবে এ কারণে পুস্তকটির কোন আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আজকের এই যুগে নারীসমাজের সংশোধনের পথ অনেক রুদ্ধ হয়ে গেছে। পারিবারিকভাবে দীন শিক্ষার ব্যবস্থা আজ অনেক দুর্বল। তা ছাড়া অধিক হারে জীবিকা উপার্জনের কাজে নারীসমাজের অংশগ্রহণ ইসলামী সমাজব্যবস্থার কোমর ভেঙে দিচ্ছে। যে মা ঘরে বসে নিজের ছেলেমেয়েকে দীন-দুনিয়ার বহু বিষয়ে পারদর্শী করে তুলত, সেই মা এখন সন্তানকে গৃহপরিচারিকা অথবা টেলিভিশনের কার্টুনের কাছে সোপর্দ করে সারা দিন ক্লিনিক, শপিংমল, ব্যাংক, গার্মেন্টস ইত্যাদিতে পড়ে থাকে। এভাবে নতুন প্রজন্মের চরিত্র গঠনের কাজ মুখ থুবড়ে পড়ছে।

বক্ষ্যমাণ পুস্তকটি যদি কোন নারী অধ্যয়নের আওতায় রাখেন এবং এর পরামর্শগুলো অনুশীলন করেন, তা হলে অবশ্যই তার জীবন সুবিন্যস্ত হয়ে উঠবে এবং তার পরিবারও পরিপাটি হয়ে উঠবে। একজন পুরুষ যদি বইটি পড়েন, তা হলে তিনিও নিজের জীবন ও পরিবারকে সুশৃঙ্খল করার অনেক তথ্য পাবেন।

বইটির উপস্থাপন ও অঙ্গাসজ্জা সুন্দর করার জন্য হুদহুদপরিবার অনেক মেহনত করেছে; কিন্তু তার সাফল্য বিচার করবেন পাঠকসমাজ। যদি বইটি সার্বিকভাবে পাঠককে খুশী করার মত সুন্দর হয়ে থাকে, তা হলে প্রথমত দোআর মধ্যে আমাদেরকে শরীক করার আবেদন থাকবে এবং দ্বিতীয়ত আপনি উপকৃত হলে অপরকে আমাদের বই পড়ার পরামর্শ দেওয়ার আবদার থাকবে।

যান্ত্রিক যুগ যেমনইভাবে অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে, তেমনইভাবে ভুলের সম্ভাবনাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে, এজন্য ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া মোটেও বিচিত্র কিছু নয়। যদি কোন ভুলত্রুটি হৃদয়বান কোন পাঠকের নজরে পড়ে, তা হলে সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করা হবে তাঁর ঈমানী দায়িত্ব। এ ছাড়াও যদি কোন পরামর্শ থাকে, তা হলে আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার করজোর অনুরোধ থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে কোন ভালো কাজ আমরা ততটুকুই করতে পারি, যেটুকু আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য মঞ্জুর করেন। এজন্য এই ক্ষুদ্র খেদমত যদি মাওলায়ে কারীমের দরবারে কবুল না হয়, তা হলে আমাদের যাবতীয় আয়োজন ব্যর্থ। কাজেই তাঁর আলীশান দরবারে আবেদন করছি, হে আল্লাহ! হে রহমান!! হে রহীম!!! তুমি আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে নজর দিয়ো না। তুমি নিজের রহমত ও মেহেরবানীর দিকে লক্ষ করে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ খেদমত কবুল করে নাও। এই কিতাব বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেক মুসলমান নারীর হাতে পৌঁছে দাও। তাদেরকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করার তৌফীক দান করো। এর মর্মবাণী অনুশীলন করার মাধ্যমে তাদেরকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুসজ্জিত করার সামর্থ্য দান করো।

ওগো মাওলায়ে করীম! তুমি আমাদেরকে আখেরাত সামনে রেখে যাবতীয় কাজ করার তৌফীক দান করো। ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আসাকের, ইবনুল জাওযী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম নববী, ইবনে কাসীর, ইবনে হাজার আসকালানী, বদরুদ্দীন আইনী, খতীব বাগদাদী, ইমাম যাহাবী, জালালুদ্দীন সিয়ুতী প্রমুখের মত প্রচুর পরিমাণে ইলমে দীনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার

সামর্থ্য দাও এবং আমাদেরকে তাঁদের মত কবুল করে নাও। হাশরের ময়দানে তাঁদের সারিতে আমাদেরকে জায়গা দান করো। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
২০/১২/১৪৩৮ হি. (১২/০৯/১৭ ইং)

অর্পণ

ওইসব মুসলিম নারীর হাতে–

যারা

আল্লাহ ﷻ-কে নিজের রব

ইসলামকে নিজের ধর্ম

মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিজের রসূল

বিশ্বাস করে, দিলের গভীর থেকে এবং

একথার উপর গর্ব ও স্বস্তি অনুভব করে।

ওইসব মুসলিম বোনদের হাতে–

যারা

সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলতে এবং হকের পয়গাম পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ওইসব মা শিক্ষিকাদের হাতে–

যারা

হক কথার মেহনত করতে, হক কায়েম করতে এবং নিজের আত্মার তাযকিয়া করতে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

যারা

সন্তানের যত্ন করেন তাকওয়ার বুনিয়াদের উপর; সুন্নতের বুনিয়াদের উপর এবং তাদের চোখে প্রিয় করে তোলেন উত্তম আখলাককে।

অর্পণ করছি ওইসব পেরেশান ও চিন্তাক্লিষ্ট মাস্তুরাতের হাতে–

যারা

মুবারকবাদ, সুসংবাদ; পেরেশানী ও দুঃচিন্তা থেকে মুক্তি, আল্লাহ ﷻ-এর অনুগ্রহ, মহাপ্রতিদান, মাগফেরাত ও মার্জনার অপেক্ষায়।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি সমগ্র কায়েনাতের রব। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর আহলে বাইত ও সমুদয় সাহাবীর উপর এবং তাদের উপর, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর অনুগত্য করবে।

এই পুস্তকটি মূলত একজন মুমিন নারীকে দীনী সৌভাগ্য এবং আল্লাহ ﷻ-র ফযল ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আপ্লুত করার জন্য লেখা হয়েছে। এই পুস্তক চিন্তাক্লিষ্ট ও নিরাশ অন্তরে আশা ও উচ্ছাস জাগ্রত করে। মুসলিম নারীদেরকে দুঃখবেদনা থেকে মুক্তির পথ দেখায়। তাদের হতাশা দূর করে সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস যোগায়। যাতে প্রভাতী বায়ুর শীতল ঝটকার সাথে আশার সূর্যও উদিত হয়। এই পুস্তক ভাবনান্যুক্ত ভগ্ন হৃদয়া এবং দুঃচিন্তায় আক্রান্ত নারীকুলকে সব ধরণের দুঃখ ও অস্থিরতা থেকে মুক্তির পথে আহ্বান করে।

এই পুর্স্তক তাদের সুস্থ বিবেক, প্রশস্ত হৃদয় ও পবিত্র মনকে চিন্তা-ফিকির করতে আহ্বান করে। তাদেরকে ডেকে ডেকে বলে, সবর করো এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখো; আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, আল্লাহ ﷻ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের জন্য যথেষ্ট। রব্বুল আলামীন তোমাদের অভিভাবক, সহায়ক, তত্ত্বাবধায়ক। আশার আঁচল তাঁর সাথে বেঁধে রাখো এবং তাঁর উপরই ভরসা করো।

বোনগো! তুমি এই পুস্তকটি অধ্যয়ন করো। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কুরআনের নির্বাচিত আয়াত, সহীহ হাদীস, সোনালী কথামালা, শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, হৃদয়স্পর্শী কবিতামালা, সুস্থ ভাবনা ও নানান অভিজ্ঞতা। পুস্তকটি অধ্যয়ন করো এবং দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য ও দূর-দূরান্তের আশঙ্কা দিলদেমাগ থেকে বের করে দাও। হেকমতের এই ভাণ্ডার অধ্যয়ন করো। এটা তোমার মস্তিষ্ক থেকে সন্দেহ ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা সাফ করে দিবে এবং প্রেমের বাগান, সৌভাগ্যের পুষ্পকানন, ঈমানের নগর ও উদ্যোমের বসুন্ধরায় প্রবেশ করাবে। এতে

সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ ﷻ তোমাকে উভয় জাহানের সুখ, সাফল্য ও কামিয়াবী দান করবেন এবং ফযল, করম ও এহসানের মাধ্যমে ভাগ্যবান করবেন। নিঃসন্দেহে আসমান-জমীনের ওই মালিক বড়ই অনুগ্রহশীল, দানশীল ও ক্ষমাশীল।

আমি তোমাদের সামনে ইলম ও হেকমতের এমন খাযানা পেশ করছি, যার মধ্যে রয়েছে মূল্যবান হীরা-জহরতের খুবসুরত জেওর। রয়েছে সত্য ও সততার এমনসব মণিমুক্তা, যেগুলোর মোকাবেলায় সোনারূপার অলঙ্কার মূল্যহীন। এগুলো সেই অমূল্য অলঙ্কার, যা তোমার আখলাক-চরিত্রের সৌন্দর্যকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিবে। আর এ কারণেই আমি এই পুস্তকের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের নাম রেখেছি বিভিন্ন গয়না-অলঙ্কারের নামে।

যখন তোমাদের কাছে এমন মহামূল্য ভাণ্ডার রয়েছে, তখন আর তোমাদের দুনিয়ার কৃত্রিম, বানোয়াট ও অসার বস্তুরাজির কোন জরুরত নেই। এই মহামূল্য হীরা-জহরত দ্বারা তোমরা নিজেদের আখলাক-চরিত্র সাজিয়ে নাও; জীবনের আনন্দঘন বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে সেগুলো পরিধাণ করো। ইনশা আল্লাহ তোমরা দুনিয়ার ভাগ্যবতী নারীদের মধ্যে গণ্য হবে।

সৌভাগ্যের রহস্য ইলম ও মারেফাত এবং তালীম ও তারবিয়াতের পরিচ্ছন্নতার মধ্যে নিহিত। রোমানটিক নভেল আর কাল্পনিক গল্পমালা, যেগুলো পাঠককে বাস্তবতার জগৎ থেকে অনেক দূরে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায় এবং সেখানে সে কল্পনার সুরভিময় গোলাপকাননে দৃষ্টিনন্দন পানপাত্রে মুখ লাগিয়ে নেশাচুর ও দেওয়ানা হয়ে যায়; কিন্তু পরিণামে সে নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও হীনমন্যতার শিকার হয়। তার ব্যক্তিসত্তা অচল, অথর্ব হয়ে পড়ে এবং তার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই ধরণের বইপুস্তক আখলাকের জন্য হলাহলের পর্যায়ে; বরং তার চেয়েও মারাত্মক। যেমন, আগাথাক্রিস্টি'র গোয়েন্দাবিষয়ক নভেল– যেগুলো অন্যায়, রাহাজানী, চুরি, ধোঁকাবাজী ও বানোয়াটী শিক্ষা দেয়। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প' শিরোনামে ধারাবাহিক বইপুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর অধীনে নবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন নভেল প্রকাশ করা

হয়েছিল। আমি সেগুলো ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করেছি। শেষে আমি ফল বের করেছি এই যে, এগুলোর মধ্যে হিমালয়সম বহু ভুল আর আহম্মকী কথাবার্তা রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে কিছু কিছু পুস্তক এমনও আছে, যেগুলো সাহিত্যমান ও রচনাশৈলীর সৌন্দর্যের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আরনেস্ট হামিংওয়ে'র লেখা 'দি ওল্ডম্যান এন্ড দ্যা সী'। এমন আরও কিছু উপন্যাস আছে, যেগুলোর মধ্যে চারিত্রিক অধঃপতন, অশ্লীলতা, হীনমন্যতা ও সাহিত্যমানের দুর্বলতা এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

হেদায়েতপ্রাপ্তা মুমিন নারীসমাজের কর্তব্য হচ্ছে সেইসব ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা, যেগুলো আমাদের ইলম ও সাহিত্যবিষয়ক উত্তরাধিকার। যেমন, তানতাবী, নজীব কিলানী, মানফালূতী, রাফেয়ী ও তাদের মত অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যিক, যাদের লেখার মধ্যে পবিত্রতা আছে; যাদের অন্তর জীবিত এবং যারা মনের ভিতরে ইসলামী জাগরণের পয়গাম রাখেন। আমি এমন কথাই লিখছি। কারণ, আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেন আমার পুস্তক বৈদেশিক প্রভাব, বিকৃতি এবং অনর্থক ও অসার কথাবার্তার দুর্বলতা থেকে পবিত্র থাকে। আল্লাহ মাফ করুন! এমন কতজন আছে, যারা সাহিত্যের নামে বিষাক্ত বিষয়বস্তুর শিকার। আরও কত জন আছে, গল্প, নভেল ও নাটক যাদের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে।

যা হোক, আল্লাহ ﷻ-র কিতাবে বর্ণিত কাহিনী, নবীজী ﷺ-র মুখে বর্ণিত ঘটনাবলি, ইসলামী ইতিহাসের নেককার শাসকবর্গ ও উলামা-সুলাহা'র শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবালির চেয়ে উত্তম ও উন্নত গল্প-কাহিনী আর কী হতে পারে।

তোমাদের সৌভাগ্য ও কামিয়াবী ওইসব বস্তুর মধ্যে, যেগুলো তোমাদের কাছে দীন, হেদায়েত, আকীদা এবং পূর্বপুরুষের ইলমী উত্তরাধিকারের সুরতে বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র বরকত ও সৌভাগ্য এইসব বস্তুর মধ্যেই অনুসন্ধান করো।

—আয়েয আল করনী।

স্বাগতম

স্বাগতম, হে পরহেযগার, এবাদতগুযার, সিয়াম-সালাতের পাবন্দ, স্বনির্ভর ও আশাবাদী বোন!

স্বাগতম, হে সম্মানীতা, বুদ্ধিমতী ও পর্দনশীন নারী!

স্বাগতম, হে হেদায়েতপ্রাপ্তা, সচেতন, ইলম অন্বেষী ও পড়াশোনার আগ্রহ লালনকারিণী সাহিত্যপ্রেমী!

স্বাগতম, হে সত্যভাষী, সত্যপ্রেমী, ওয়াফাদার, আমানতদার ও সত্যবাদিনী মুমিনা!

স্বাগতম, হে ধৈর্যশীলা, প্রতিদানের আশাবাদী, অধিক তওবাকারিণী এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারিণী নেক বান্দী!

স্বাগতম, হে যাকেরা, শাকেরা ও দায়িআ নারী!

স্বাগতম, হে আসিয়া, মারইয়াম ও খাদীজার অনুসারিণী!

স্বাগতম, হে বিশ্বজয়ীদের জননী, মহানায়কদের প্রতিপালিকা!

স্বাগতম, হে উচ্চ মূল্যবোধের ঠিকানা, তাহযীবী মিরাসের মোহাফেয!

স্বাগতম, হে আল্লাহ ﷻ-র সীমান্ত হেফাজতকারিণী, হারাম বিষয় বর্জনকারিণী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না খাতুন!

হাঁ তোমার খুবসুরত মুচকি হাসি অন্যদের কাছে বন্ধুত্ব ও উষ্ণতা ছড়িয়ে দিক।

হাঁ, তোমার পবিত্র কথাবার্তা, আন্তরিক মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টির এবং দুশমনী ও শত্রুতা বিলুপ্তির কারণ হোক।

হাঁ, তোমার মকবূল সদকা ফকীর-মিসকীনের সাহায্য করুক, অভুক্তদের উদর পূর্তি করুক এবং দরিদ্রকে সন্তুষ্ট করুক।

হাঁ, তোমার কিছু মুহূর্ত কুরআনের তেলাওয়াতে, কুরআন নিয়ে ভাবনায়, কুরআন অনুযায়ী আমলের প্রত্যয় ও তওবা-এস্তেফারে অতিবাহিত হোক।

হাঁ, বেশি বেশি যিকির, আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা, অধিক দোআ ও তওবায়ে নাসূহার পাবন্দী।

হাঁ, ইসলামী কায়দায় সন্তান প্রতিপালন, তাদেরকে সুন্নতে নববী শিক্ষাদান এবং দুই জাহানের কামিয়াবীর দিকে নির্দেশনা তোমার কাছে কাম্য।

হাঁ, সতীত্ব ও পর্দা অবলম্বনের হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ ﷻ, এটাই নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

হাঁ, চাই নেককার নারীদের সহচার্য ও বন্ধুত্ব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেন; দীনের জন্য মহব্বত করেন এবং উন্নত মূল্যবোধ পছন্দ করেন।

হাঁ, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়, পড়সীদের প্রতি অনুগ্রহ ও এতীমদের দায়িত্বগ্রহণ তোমার কর্তব্য।

হাঁ, উপকারী গ্রন্থ-পুস্তক পড়া, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন এবং উত্তম লিটারেচার ও সাহিত্য থেকে ফায়দা লাভ করা চাই।

নিজের জীবনকে অনর্থক কাজে বরবাদ করা, প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হওয়া এবং বেকার বিষয়াদি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

সম্পদ সঞ্চয়ের পিছনে পড়ে নিজের সুস্থতা, স্বস্তি, দিনের আরাম ও রাতের শান্তি বরবাদ করা উচিত নয়।

অন্যদের ভুলত্রুটি, অন্যায়-অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়।

মনের চাহিদার পিছনে পড়া, মনের প্রতিটি কামনা পুরা করা এবং তার পিছনে লেগে থাকা উচিত নয়।

বেপরোয়া ও বেকার লোকজনের সাথে যুক্ত হয়ে খেলতামাশায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

শরীর ও ঘরদোরের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া এবং ঘর নোংরা ও এলোমেলো করে রাখা উচিত নয়।

হুক্কা, সিগারেট, তামাক ও মদপানের মত খবীস অভ্যাস থাকা উচিত নয়।

বিগত বিপদাপদ, আকস্মিক ঘটনাবলি, অসহনীয় স্মৃতি ও ভুলত্রুটি স্মরণ করা এবং সেগুলোর মধ্যে মগ্ন থাকা উচিত নয়।

আখেরাতের জওয়াবদিহি ও তার প্রস্তুতি থেকে গাফলত এবং হিসাব-কিতাবের ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়।

হারাম কাজে সম্পদ ব্যয়, অপচয় এবং এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অলসতা উচিত নয়।

কয়েকটি ফুটন্ত গোলাপ

প্রথম গোলাপ

মনে রাখবে, তোমাদের রব বড় মেহেরবান। যে তাঁর কাছে মাফ চায়, তিনি তাকে মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি তার তওবা কবুল করেন।

দ্বিতীয় গোলাপ

কমজোর ও দুর্বলদের সাথে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করো, সুখী হতে পারবে। অভাবীদের অভাব পূরণ করো, সুস্থতা লাভ হবে। শত্রুতা ও বিদ্বেষ লালন কোরো না। ভালো থাকতে পারবে।

তৃতীয় গোলাপ

আশাবাদী থাকো। আল্লাহ ﷻ তোমার সঙ্গে আছেন। ফেরেশতারা তোমার জন্য মাগফেরাতের দোআ করছেন। আর জান্নাত তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

চতুর্থ গোলাপ

নিজের অশ্রু মুছে ফেলো। প্রতিপালকের ব্যাপারে সুধারণা লালন করো। ভাবনা পিছনে রাখো। আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতসমূহ স্মরণ রাখো।

পঞ্চম গোলাপ

মনে কোরো না যে, অন্যরা দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত পেয়ে গেছে। জমীনের উপরে এমন কোন মানুষ নেই, যার সমস্ত খাহেশ পুরো হয়ে থাকে এবং সে সব ধরণের পেরেশানী থেকে নিরাপদ।

ষষ্ঠ গোলাপ

উন্নত মনোবৃত্তি লালন করো। খেজুরের বরকতময় গাছের মত হও, যা কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। তার দিকে পাথর ছুড়ে মারলে সে তরতাজা ফল নিক্ষেপ করে।

সপ্তম গোলাপ

তুমি কি কোথাও শুনেছ যে, দুঃখ ও বেদনা অতীতের ক্ষতি এবং চিন্তাচেতনার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে পারে? তা হলে দুঃখবেদনা কেন?

অষ্টম গোলাপ

ফেতনা ও পেরেশানীর অপেক্ষায় থেকো না; বরং আল্লাহর কাছে কল্যাণের আশা রাখো এবং নিরাপত্তা, স্বস্তি ও সুস্থতার প্রত্যাশায় থাকো।

নবম গোলাপ

নিজের অন্তর থেকে ঘৃণার আগুন নিভিয়ে ফেলো এবং প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে মাফ করে দাও, যে তোমাকে কখনও কষ্ট দিয়েছে।

দশম গোলাপ

উযু, গোসল, মেসওয়াক, খোশবু ও শৃঙ্খলা সমস্ত রোগব্যধি ও পেরেশানীর পরীক্ষিত ওষুধ।

একগুচ্ছ কলি

প্রথম কলি

মৌমাছির মত জীবন অতিবাহিত করো, যে শুধু খোশবুদার ফুল ও তাজা পাপড়ির উপর গিয়ে বসে।

দ্বিতীয় কলি

তোমার কাছে এমন সময় নেই যে, তুমি অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়াবে এবং তাদের ভুল গণনা করবে।

তৃতীয় কলি

যখন আল্লাহ ﷻ তোমার সঙ্গে আছেন, তখন কীসের ভয়? যখন আল্লাহ ﷻ তোমার বিপক্ষে, তখন আর কীসের ভরসা?

চতুর্থ কলি

হিংসার আগুন মানুষের মাটির দেহ জ্বালিয়ে দেয়। আর অতিরিক্ত ঈর্ষা ও মর্যাদাবোধ হচ্ছে নৈরাশ্যের অঙ্গার।

পঞ্চম কলি

আজকের প্রচেষ্টার ফল কাল পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি আজকে খুইয়ে ফেলবে, সে কালকেও খুইয়ে ফেলবে।

ষষ্ঠ কলি

খেলাধুলা, অনর্থক আলোচনা ও বিতর্কের মজলিস নিরাপদে এড়িয়ে যাও।

সপ্তম কলি

তোমার আখলাক নিষ্কণ্টক ফুলবাগিচার চেয়ে উত্তম।

অষ্টম কলি

নেক কাজ করো এবং একে নিজের সৌভাগ্য মনে করো। নেক কাজ তোমাকে আনন্দে উদ্বেলিত করবে।

নবম কলি

মানুষের বিষয়াদি স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করো। হিংসুকদের মৃত্যু হোক এবং দুশমনরা বিস্মৃত হওয়ার যোগ্য।

দশম কলি

এমন লজ্জত হারাম, যার পরিণাম লজ্জা, লাঞ্ছনা, দুঃখ ও শাস্তি।

১. নাযুক শ্রেণি জুলুম- অত্যাচারের মুখোমুখি

যখন তুমি কুরআনের আয়াত ও নবীজী ﷺ-এর হাদীস অধ্যয়ন করবে, তুমি এমনসব আয়াত ও হাদীস পেয়ে যাবে, যেগুলোর মধ্যে নারীর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের মধ্যে আল্লাহ ﷻ একজন মুমিনার প্রশংসা করেছেন এভাবে—

> আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর উপমা পেশ করেন। যখন সে দোআ করল, হে আমার রব! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও এবং ফেরাউন ও তার কর্মকাণ্ড থেকে মুক্তি দাও। আর আমাকে মুক্তি দাও জালেম সম্প্রদায় থেকে। [সুরা তাহরীম: ১১]

এই আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে একটু ভাবো, কীভাবে আল্লাহ ﷻ এই মহান নারী আসিয়াকে মুমিন নর-নারীর জন্য একটি তরতাজা উপমা বানিয়ে পেশ করেছেন এবং কীভাবে আল্লাহ ﷻ তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে যাহেরী ও বাতেনী উভয় বিচারে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আসিয়া ওইসব নারীর জন্য আদর্শ, যারা জীবনে হেদায়েত অনুসন্ধান করেন এবং যারা আল্লাহ ﷻ-র অনুমোদিত পন্থায় জীবন সাজাতে চান। আসিয়া কী পরিমাণ সচেতন ও কী পরিমাণ হেদায়েতপ্রাপ্তা ছিলেন যে, তিনি প্রতিপালকের নৈকট্যের আবেদন করেছেন আগে; জান্নাতের মধ্যে ঘর বানানোর আবেদন করেছেন পরে। তিনি ফেরাউনের মত অপরাধী, দাম্ভিক ও নাফরমান কাফেরের আনুগত্য থেকে মুক্তির দোআ করেছেন এবং তিনি ফেরাউনের

সেবকসেবিকা ও প্রাসাদের আরাম-আয়েশকে লাথি মেরেছেন। কামনা করেছেন নিজের প্রতিপালকের কাছে জান্নাতের মধ্যে সুন্দর ও মনোহর একটি বাড়ি। এমন বাড়ি, যেখানে ঘন বাগ-বাগিচা ও নদীনালা থাকবে। থাকবে ক্ষমতার উৎস রাজাধিরাজের ছত্রছায়ায় সততার সম্মান। নিঃসন্দেহে তিনি একজন মহান নারী ছিলেন, যার ঈমান ও এখলাস তাঁকে জালেম ও অত্যাচারী স্বামীর সামনে হক কথা বলার সাহস যুগিয়েছে।

আল্লাহ ﷻ-র রহমতের জন্য আশাবাদী হও এবং তখনও, যখন তুফান ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত থাকবে।

২. নেয়ামতের বিশাল ভাণ্ডার তোমার কাছে

আমার বোন! নিশ্চিতভাবে সমস্যার সাথে সমাধানও আছে। অশ্রুর পর মুচকি হাসিও আছে। চিন্তার মেঘ সরে যাবে। আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশে আলোকিত হবে অন্ধকার রাত এবং শেষ হবে মসিবতের সিলসিলা। বিশ্বাস করো, তোমাকে সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। যদি তুমি মা হয়ে থাক, তা হলে তোমার সন্তানাদি দীনের ধারক-বাহক হবে; মিল্লাতে ইসলামিয়া'র সহায়ক ও মদদগার হবে। তবে হাঁ, এসব হবে তখন, যখন তুমি তাদের প্রতিপালন করবে সঠিক বুনিয়াদের উপর। তারা তোমার জন্য রাতের শেষ প্রহরের সেজদায় দোআ করবে। যদি তুমি একজন দয়াবতী ও মায়াবতী মা হও, তা হলে তোমার জন্য সন্তানাদি বিরাট নেয়ামত সাব্যস্ত হবে। তোমাদের জন্য এই মর্যাদা আর গর্বই যথেষ্ট যে, মানবতার মহান শিক্ষক, রসুলে আকরাম মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ-এর মা একজন নারীই ছিলেন।

আল্লাহ ﷻ-র রাস্তার দাঈ হওয়ার মত পূর্ণ যোগ্যতা তোমার মধ্যে আছে। তুমি নিজ সমাজের বোনদেরকে উত্তম উপদেশ, হেকমত ও চিত্তাকর্ষক আলোচনার মাধ্যমে কালিমায়ে তাইয়েবার দিকে দাওয়াত দিতে পার। সুন্দর আলোচনা ও উত্তম আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে তুমি একটি আদর্শ কায়েম করতে পার। একজন নারী সুন্দর আখলাক ও সুন্দর আমলের মাধ্যমে এমন কিছু করতে পারে, যা বিভিন্ন রকম বক্তৃতা, লেকচার ও ক্লাসের মাধ্যমে সম্ভব নয়। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, কোন মুমিন নারী কোন মহল্লায় অন্যদের পড়সী হয়ে বাস করেছে তো সমাজে তার সুন্দর আখলাক, দীনদারী, পর্দা, গাম্ভীর্য,

পড়সীদের সাথে উত্তম আচরণ এবং স্বামীর খেদমত ও আনুগত্যের চর্চা ব্যাপক হয়েছে। এভাবেই সে অন্যদের জন্য আদর্শে পরিণত হয়েছে। তখন তার ব্যাপারে সবাই ভালো মন্তব্য করত। এভাবেই তার চরিত্রের খোশবু ছড়িয়ে পড়ত এবং সমাজের লোক তাদের আলোচনায়, ওয়াজের অনুষ্ঠানে এবং বিদ্যালয়ের ক্লাসে তার উদ্ধৃতি দিত।

অচিরেই ফুল ফুটবে। দূর হয়ে যাবে দুঃখবেদনা এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে আনন্দের জোয়ার।

৩. তুমি মুমিন, এই মর্যাদাই তো অনেক

ঈমান ও ইসলাম রক্ষা করতে গিয়ে তোমার উপর দিয়ে যেসব বিপদাপদ অতিবাহিত হয়, এক আল্লাহ ﷻ-র এজাযত অনুযায়ী সেগুলো তোমার গুনাহের কাফ্ফারা। তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। হাদীসে যেমন বর্ণিত আছে–

যদি কোন নারী নিজ প্রতিপালকের আনুগত্য করে; পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে; নিজের ইজ্জত হেফাযত করে, তা হলে সে তাঁর রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এগুলো তাদের জন্য সহজ, আল্লাহ ﷻ যাদের জন্য সহজ করে দেন। এই নেক কাজগুলো বাস্তবায়ন করো, তা হলে তুমি তোমার রবকে রহীম ও করীম পাবে। তিনি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে খুশি ও সৌভাগ্য দিয়ে ধন্য করবেন। যেখানেই থাক, শরীয়তের সঙ্গে থাকো এবং আল্লাহ ﷻ-র কিতাব আর রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত মজবুত করে ধরে রাখো। তুমি একজন মুসলিম নারী। এটাই মর্যাদাহিসাবে অনেক বড় কিছু এবং ফখর করার মত। যেসব নারী কাফেরদের দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাদের অবস্থা অন্য রকম। তারা হয়তো খ্রিস্টান, ইহুদী অথবা কমিউনিস্ট। তাদের ধর্ম ও জীবনপদ্ধতি ইসলাম থেকে ব্যতিক্রম। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তোমাকে মুসলিমহিসেবে কবুল করেছেন এবং তোমাকে আখেরী রসুল মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে পয়দা করেছেন, যাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছেন খাদীজা, আয়েশা ও ফাতেমা رضي الله عنهن। তুমি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য, কেননা, তুমি পাঁচ

ওয়াক্ত সালাত আদায় কর; রমযান মোবারকের সিয়াম পালন কর; বাইতুল্লাহর হজ কর এবং শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক নিজের চেহারা ঢেকে রাখ। মুবারকবাদ তোমাকে! কেননা, তুমি আল্লাহ ﷻ-কে প্রতিপালক, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

> তোমার দীনদারীই সোনারূপা; তোমার আখালাকই হচ্ছে তোমার অলঙ্কার এবং তোমার আদব-কায়দাই হচ্ছে তোমার ধন-সম্পদ।

৪. মুমিন ও কাফের নারী সমান নয়

নিশ্চিতভাবে তুমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে, যখন তুমি এখানে যেকোন এক পক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে– এক হচ্ছে মুসলিম দুনিয়ায় মুমিন নারীর দিকে; আরেক হচ্ছে কাফেরদের দেশে কাফের নারীর দিকে।

একজন মুসলিম নারী ইসলামী দুনিয়ায় ঈমানদার, সিয়াম-সালাতের পাবন্দ, পর্দানশীন ও স্বামীর অনুগত। সে তার রবকে ভয় করে; পড়সীদের উপর দয়া-অনুগ্রহ করে এবং সন্তানাদির উপর মেহেরবানী করে। এরা আল্লাহ ﷻ-র কাছে মহাপ্রতিদান পাবে বলে মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। এরা নম্র ও শান্ত।

কোন কাফের দেশের একজন কাফের নারী এর উল্টো। প্রদর্শনীসর্বস্ব, জাহেলিয়াতের ধারক ও বেকুফ। সব জায়গায় সে নিজেকে মেলে ধরে। ফলে কোথাও তার মূল্য ও সম্মান নেই। মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, শরাফত ও কদর বলতেও কিছু নেই। এই উভয়ের তুলনা করো। এই দুইয়ের মধ্যে আসলে তুলনা ও পরিমাপ করার সুযোগই নেই। তারপরও শুধু বাহ্যিক অবস্থাও যদি তুলনা কর, তা হলে তুমি আল্লাহ ﷻ-র শোকর আদায় করবে। কেননা, দেখবে যে, তার চেয়ে তুমি অনেক ভাগ্যবতী, উত্তম ও উন্নত।

মনোবল হারিয়ো না; পেরেশান হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। [৩ : ১৩৯]

> সমস্ত মানুষ বসবাস করে– কেউ রাজপ্রাসাদে; কেউ ঝুঁপড়িতে। তোমার কী ধারণা, এদের মধ্যে সুখী কে?

৫. অলসতা ও ব্যর্থতা– অন্তরঙ্গ বন্ধু

আমি তোমাকে উপদেশ করছি, তুমি নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখো। অলসতা ও মন্থরতাকে কাছে ঘেঁষতে দিয়ো না। নিজের ঘর ও পারিবারিক পাঠাগার হেফাযত করো। নিজের ফরয কর্তব্য ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করো। সালাত আদায় করো; তেলাওয়াত করো অথবা উপকারী গ্রন্থ-পুস্তক অধ্যয়ন করো। উপকারী অডিও শোনো। পড়সীদের সাথে খোশগল্প করো; তবে তাদের সাথে এমনসব কথা বলো, যেগুলো তাদেরকে আল্লাহ ﷻ-র সাথে পরিচিত করে। তা হলে দেখবে, আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছায় সৌভাগ্য, আনন্দ, স্বস্তি ও হৃদয়ের প্রশস্ততা হাসিল হচ্ছে।

সাবধান! সাবধান!! অবসর ও বেকার বসে থাকবে না। কেননা, এতে তুমি দুঃখবেদনা, দুঃচিন্তা, পেরেশানী, শকসন্দেহ ও ওয়াসওয়াসায় পড়ে যাবে এবং সার্থক কাজে লিপ্ত হওয়া ছাড়া এ থেকে মুক্তির আর কোন পথ নেই।

বাহ্যিক চেহারা ও আকৃতি খুবসুরত করার দিকে তুমি বিশেষ মনোযোগ দাও। ঘর পরিপাটি করা, ড্রইং রুম সাজিয়ে রাখা এবং স্বামী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে উত্তম ব্যবহারের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দাও। হাসির রেখা টেনে খোশ মেজাযের সাথে তাদেরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করো এবং অন্তরের মধ্যে তাদের জন্য প্রশস্ততা সৃষ্টি করো।

গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি তোমাকে উপদেশ করছি। কেননা, গুনাহ দুঃখবেদনা ও পেরেশানীর কারণ হয়ে থাকে। বিশেষত ওইসব গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করো, যেগুলোর মধ্যে সাধারণত নারীসমাজ লিপ্ত হয়ে থাকে। বেগানা পুরুষদেরকে দেখা, বেগানা পুরুষদের সঙ্গে নির্জনে বসা, অভিসম্পাত, গীবত, অশ্লীল কথাবার্তা, স্বামীর কৃতঘ্নতা, তাঁর হক আদায়ে অনীহা এবং তার সদ্ব্যবহার অস্বীকার– এগুলো এমন গুনাহ, নারীসমাজ যেগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকে। তবে যাদের উপর আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ রহমত রয়েছে, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ ﷻ-র গযব থেকে বাঁচো, যাঁর শান অত্যন্ত উঁচু। তাকওয়া অবলম্বন করো। কেননা, তাকওয়াই সৌভাগ্য ও হৃদয়ের আলো দান করে।

যখন পেরেশানীর মুখোমুখি হও এবং একের পর এক পেরেশানী চেপে বসতে থাকে, তখন কালিমায়ে তাইয়েবার যিকির করো– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

৬. অনেকের চেয়ে তুমি উত্তম

দুনিয়ার উপর একটি ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। দেখবে, হাসপাতালে অসংখ্য রোগী পড়ে আছে, যারা অনেক ব্যথাবেদনার শিকার এবং বছরের পর বছর থেকে এই মসিবতে লিপ্ত আছে। এদিকে জেলখানার দিকে তাকাও, সেখানে হাজার হাজার লোক শিকের আড়ালে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো বন্দীহিসেবে অতিবাহিত করছে। তাদের জীবন বরবাদ হয়ে গেছে এবং তাদের সুখ হারিয়ে গেছে। মানসিক হাসপাতালে অসংখ্য রোগী আছে, যারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তাদের বিবেক কোন কাজ করে না, এজন্য তাদেরকে পাগল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে কি এমন অনেক গরীব-মিসকীন নেই, যারা তাঁবু ও ঝুঁপড়ির মধ্যে বসবাস করে এবং খাওয়ার জন্য রুটির একটি টুকরা সহজে পায় না? দুনিয়াতে কি এমন নারী নেই, যার ছেলেমেয়ে একসাথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মায়ের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করেছে? এমন নারী কি নেই, যার দৃষ্টিশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা যার শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অথবা যার হাত-পা বিকল হয়ে গেছে, অথবা যার মস্তিষ্কের ভারসাম্য খতম হয়ে গেছে, কিংবা ক্যান্সারের মত যার দূরারোগ্য কোন অসুখ হয়েছে?

কিন্তু তোমার শরীর স্বাভাবিক আছে এবং তোমার স্বাস্থ্য ভালো আছে। তুমি সহীহ-সালামতে খুশি ও স্বস্তির সাথে জীবন যাপন করছ। তুমি এসব নেয়ামতের জন্য আল্লাহ ﷻ-র সামনে সেজদায়ে শোকর আদায় করো এবং নিজের সময় এমন কোন কাজে নষ্ট কোরো না, যেগুলোতে আল্লাহ ﷻ অসন্তুস্ট হন। টেলিভিশনের ওইসব চ্যানেল

খুলে বোসো না, যেগুলোতে বেহুদা, অশ্লীল ও আহম্মকী প্রোগ্রাম পরিবেশন করা হয়, যেগুলো রূহকে অসুস্থ করে তোলে; যেগুলোর কারণে দুঃখ ও পেরেশানী বৃদ্ধিই পায় এবং যেগুলোর কারণে মানুষ এমন অলস হয়ে পড়ে যে, সে নিজের কাজ আঞ্জাম দিতেও হিমশিম খায়। হাঁ, সেগুলোর পরিবর্তে দীনী বক্তৃতা, কন্‌ফারেন্স, চিকিৎসাবিষয়ক প্রোগ্রাম, মুসলিম উম্মাহর সংবাদ, অথবা এজাতীয় কোন পরিবেশনা দেখতে পার। বেকার, অনর্থক ও অশ্লীল প্রোগ্রাম দেখা থেকে বিরত থাকো, যেগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়, যেগুলোর কারণে শরম, লজ্জা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও দীনদারী নষ্ট হতে থাকে।

জালেমদের আখেরাতের জন্য ছেড়ে দাও। যেখানে আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোন বিচারক থাকবে না।

৭. জান্নাতে নিজের বালাখানা নির্মাণ করো

দেখো, মানুষের কত প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে গেছে। তারা কি নিজের সঙ্গো ধনসম্পদ নিয়ে গেছে? খুবসুরত দালান নিয়ে গেছে? বিরাট পদমর্যাদা সঙ্গো নিয়ে গেছে? সোনারূপার ভাণ্ডার নিয়ে গেছে? নিয়ে গেছে কি তারা গাড়ির বহর আর উড়োজাহাজ? না; কিছুতেই নয়। পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ছেড়ে গেছে তারা। শুধু কাফন জড়িয়ে তাদেরকে কবরে দাফন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে জিজ্ঞাস করা হয়েছে নানান প্রশ্ন– তোমার রব কে? তোমার নবী কে? তোমার ধর্ম কী? সুতরাং সেই দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং দুনিয়ার ধনসম্পদের জন্য দুঃখ ও আফসোস কোরো না। কেননা, এগুলো তুচ্ছ এবং ধ্বংস হওয়ার মত বস্তু। বাকি থাকবে শুধু নেক আমল। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক অথবা নারী– শর্ত হচ্ছে সে মুমিন, আমি দুনিয়াতে তাকে পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করাব। এবং (আখেরাতে) এমন লোকদেরকে তাদের প্রতিদান তাদের উত্তম আমল মোতাবেক প্রদান করব। [১৬ : ৯৮]

অসুখ একটি আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। সুস্থতা একটি অলঙ্কার, যার মূল্য দিতে হয়।

৮. নিজ হাতে চূর্ণ কোরো না নিজের হৃদয়

এমনসব জিনিস পরিত্যাগ করো, যেগুলো তোমার সময় নষ্ট করে দেয়। রুচিহীন বিষয়বস্তু সম্বলিত পত্রপত্রিকা, নগ্ন ছবি, বাজে চিন্তাচেতনা, অশ্লীল সাহিত্য, কুরুচিপূর্ণ গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি। তোমার জন্য আবশ্যক মুফীদ ও উপকারী জিনিসপত্র গ্রহণ করা। যেমন, ইসলামী পত্রপত্রিকা, উপকারী বইপুস্তক, দরকারী বিষয়বস্তু এবং এমনসব প্রবন্ধ-নিবন্ধ, যেগুলো মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ফায়দা দেয়। একথা বলছি, তার কারণ, কিছু কিছু বইপুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ মানুষের মাথায় শকসন্দেহ সৃষ্টি করে এবং অন্তরে অস্বস্তি ও বক্রতা জন্ম দেয়। এগুলো ধর্মহীন তামাদ্দুন ও অপসংস্কৃতির বিষফল, যা অমুসলিম বিশ্ব থেকে আমাদের এখানে আমদানী করা হয়েছে এবং সেগুলো পুরো মুসলিম বিশ্ব গ্রাস করে ফেলেছে।

মনে রেখো, আল্লাহ ﷻ-র কাছে রয়েছে গায়বের ধনভাণ্ডারের চাবি এবং তিনিই একমাত্র সত্তা, যিনি দুঃখ, বেদনা, অস্বস্তি ও পেরেশানী দূর করতে পারেন। তিনি চিরঞ্জীব এবং তিনি দোআ শ্রবণকারী। তাঁর সামনে দোআর হাত মেলে ধরো এবং বার বার ও সবসময় এই দোআ করতে থাকো–

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،

وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দুঃচিন্তা ও পেরেশানী থেকে; অপারগতা ও অলসতা থেকে। তোমার কাছে পানাহ চাই কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার ও মানুষের প্রভাব থেকে।

যখন তুমি এই শব্দগুলো আওড়াতে থাকবে এবং চিন্তা করতে থাকবে এগুলোর অর্থ নিয়ে, তখন দেখবে, দুঃখ ও পেরেশানী দূর হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছায় তোমার অবস্থা উন্নত হতে থাকবে।

প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ ﷻ-র যিকির, প্রতি মিনিটে উত্তম ফিকির এবং প্রতি ঘণ্টায় কোন উত্তম আমলের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করো।

৯. তোমার সবকিছু রবের হাতে

সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—

> তাদের রব জওয়াবে বললেন, আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমল বরবাদ করব না, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী। [৩:১৯৫]

আল্লাহ ﷻ যেমনইভাবে পুরুষদের কাছে ওয়াদা করেছেন; তেমনইভাবে নারীদের কাছেও ওয়াদা করেছেন। তিনি যেমনইভাবে পুরুষদেরকে প্রশংসা করেছেন; তেমনইভাবে নারীদেরও প্রশংসা করেছেন—

> নিশ্চয়ই যেসব পুরুষ ও নারী মুসলিম, মুমিন, অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে মাথানতকারী, সদকা প্রদানকারী, সিয়াম পালনকারী, নিজের লজ্জাস্থান হেফাযতকারী এবং আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফেরাত ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। [৩৩:৩৫]

এই আয়াত একথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, নারী পুরুষের সাথী, তার বন্ধু ও জীবনের অংশীদার এবং তার প্রতিদান আল্লাহ ﷻ-র কাছে সুরক্ষিত। সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যক পরিবার ও সমাজে এমন কর্মকাণ্ডের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, যেগুলো আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির মাধ্যম।

তুমি সমাজে একটি সুন্দর আদর্শ কায়েম করো এবং উম্মতের নতুন প্রজন্মের জন্য আলোর মিনার ও উন্নত নমুনা হয়ে যাও।

নিজের জন্য মারইয়াম, আসিয়া, খাদীজা, আয়েশা ও ফাতেমার উত্তম আদর্শকে আনুগত্যের মডেল হিসেবে গ্রহণ করো। (আল্লাহ ﷻ তাঁদের সবার উপর রাজী ও সন্তুষ্ট হোন।) এঁরা দুনিয়ার নির্বাচিত নারী, যাঁরা পবিত্র মুমিনা ছিলেন। দিনের বেলায় সিয়াম পালন করতেন এবং রাতের বেলায় সালাত পড়তেন। আল্লাহ ﷻ তাঁদের প্রতি রাজী ও খুশি এবং তিনি তাদেরকে মহাপ্রতিদানে পুরস্কৃত করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো এবং তাদের জীবনচরিত অবলম্বন করো। আল্লাহ ﷻ তোমাকে কল্যাণ, সুস্থতা, স্বস্তি ও সুখ দান করুন।

এতীমের অশ্রু মুছে দাও। আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুখের ব্যবস্থা করবেন।

১০. তুমি সর্বাবস্থায় ফায়দার মধ্যে রয়েছ

তুমি শুধু আল্লাহ ﷻ-র কাছেই প্রতিদান ও সওয়াবের আশা করো। যদি তোমার উপর দুঃখবেদনা, অস্বস্তি ও পেরেশানীর পাহাড় ভেঙে পড়ে, তা হলে বিশ্বাস করো যে, এগুলো গুনাহের কাফ্ফারা। যদি তোমার কোন সন্তান মারা যায়, তা হলে জেনে রেখো, সে আল্লাহ ﷻ-র কাছে তোমার জন্য সুপারিশকারী। যদি তোমার কোন অসুখ হয় অথবা কোন কষ্টে পড়ো, তা হলে বিশ্বাস রাখো, এর কারণে আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে এর সওয়াব সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও রোগ-ব্যধির জন্য প্রতিদান রয়েছে। বিপদাপদে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য মহাপ্রতিদানের অঙ্গীকার আছে। আল্লাহ ﷻ-র কাছে কোন বস্তু নষ্ট হয় না এবং আল্লাহ ﷻ তা হেফাযত করেন। আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রতিদান ও সওয়াব হেফাযত করা হয় এবং নিশ্চিতভাবে তা পরকালে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

> সালাত হৃদয় প্রশস্ত করে; দুঃখ দূর করে।

মুক্তার মালা

১. যেসব নেয়ামতে ডুবে আছ সেগুলোর শোকর আদায় করো

যখন সূর্য উদিত হয়, তখন একটু চিন্তা করো। আজকের এই সূর্য এমন হাজারও ব্যক্তির উপর উদিত হয়েছে, যারা বিভিন্ন দিক থেকে পেরেশান; কিন্তু তুমি অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে ডুবে আছ। এমন অসংখ্য নারীর উপর আজকের সূর্য উদিত হয়েছে, যারা ক্ষুধার্ত রয়েছে; অথচ তোমার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার আছে। এই সূর্য এমন হাজারও নারীর উপর উদিত হয়েছে, যারা জেল ও কয়েদখানায় বন্দী আছে; পক্ষান্তরে তুমি আযাদ ও স্বাধীন। এই সূর্য আজ এমন হাজারও মাস্তূরাতকে আলো দিচ্ছে, যারা বিপদ ও বালামসিবতে নিমজ্জিত; অথচ তুমি আছ স্বস্তি ও সৌভাগ্যের সাথে। কত নারী আছে, যাদের কপোলদ্বয় অশ্রুসিক্ত, অন্তর দুঃখবেদনায় ক্ষতবিক্ষত! কত মেয়ে আছে, যাদের কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে আর্তচিৎকার; কিন্তু তুমি আছ সুখসাচ্ছন্দ্যে এবং তোমার ঠোঁট দুটিতে লেগে আছে মুচকি হাসির ঝিলিক। আল্লাহ ﷻ শোকর আদায় করো। কেননা, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর দয়া ও মেহেরবানী তোমার উপর সীমাহীন।

আসো। একটু বসে নিজের জরিপ করো। হিসাব-নিকাশ করে দেখো–

তোমার কাছে জিনিসপত্র, সম্পদ ও নেয়ামত কী পরিমাণ আছে?

তোমার কাছে কী পরিমাণ আনন্দ ও আরাম-আয়েশের উপকরণ আছে, যেগুলো থেকে সুবিধা নিচ্ছ?

সৌন্দর্য, সম্পদ, সন্তান, বড়দের ছায়া, বাড়িঘর, বিলাসিতার জিনিসপত্র, সূর্যের আলো, মিঠা পানি, খাবার ও ওষুধ– কী নেই তোমার?

সুতরাং খুশি থাকো; হাস্যোজ্জ্বল থাকো এবং সমস্ত দুঃচিন্তা ভুলে যাও।

কয়েকটি টাকা খরচ করে ফকীর-মিসকীনদের দোআ ও মহব্বত হাসিল করো।

২. পীড়াদায়ক প্রাচুর্যের চেয়ে সুখকর সামান্য ভালো

তোমার জীবনের সেই অংশ অত্যন্ত মূল্যবান, যার মধ্যে আনন্দ, খুশি ও অন্তরের স্বস্তি শামিল রয়েছে। সেই জীবন অত্যন্ত দামী, যা অল্পেতুষ্টির সাথে অতিবাহিত হয়। জীবনের যে অংশ লোভ-লালসা ও দুনিয়া অনুসন্ধানের ধান্ধায় অতিবাহিত হয়েছে, তা বেকার। সেটা তোমার সুস্থতা, স্বস্তি, সৌন্দর্য ও কমনীয়তার জন্য ক্ষতিকর। অল্পেতুষ্টির জীবন আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন, সেটাই তুমি গ্রহণ করো। আল্লাহ ﷻ-র তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকো এবং তার নির্ধারিত কিসমতের উপর রাজী থাকো। ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হও। প্রজাপতির মত হও, যা খুবই হাল্কা-পাতলা; কিন্তু দেখতে খুবই খোশনমা ও খুবসুরত। অন্যের বস্তু নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে বেরায়; এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গমন করে; এক বাগান থেকে অন্য বাগানে ঘুরে বেরায়। অন্যথায় মৌমাছির মত হও। সে শুধু ফুলের পরিচ্ছন্ন রসই চোষে। যে রস সুস্বাদু ও আরোগ্য দানকারী। মৌমাছি যখন গাছের ডালে বসে, তখন সেটাকে ভেঙে ফেলে না। সে সুস্বাদু শরবত পান করে; কিন্তু কোনপ্রকার কষ্ট দেয় না। মহব্বতের সাথে রস সংগ্রহ করে এবং সম্প্রীতির পরিচয় দেয়। আনন্দ ছড়ায় এবং খুশি বিলি করে। কেমন যেন মৌমাছি একটি জান্নাতী সৃষ্টি, যা আসমান থেকে জমীনে নেমেছে সম্প্রীতির মিঠাই বিতরণ করার জন্য।

> আল্লাহ ﷻ তওবাকারীদের পছন্দ করেন। কেননা, তারা আল্লাহ ﷻ-র দিকে ফিরে আসে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর শোকর আদায় করে।

৩. দেখো মেঘমালার দিকে জমীনের দিকে নয়

উন্নত সাহস অবলম্বন করো। উপরের দিকে উঠতে থাকো এবং সবসময় আশাবাদী থাকো; ব্যর্থতার চিন্তা কখনও মাথায় এনো না। নিরাশার কথা মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। তোমার জানা থাকা উচিত যে, জীবনের মুহূর্ত আর মিনিটগুলোর সম্মিলিত রূপই হচ্ছ তুমি। পিঁপড়ার মত পরিশ্রম করো এবং সবর, ধৈর্য ও অবিচলতা অবলম্বন করো। নিজের প্রচেষ্টায় সবসময় লেগে থাকো এবং তওবাও করতে থাকো। যদি একবার গুনাহ হয়ে যায়, তা হলে শতবার তওবা করতে থাকো। কুরআন মাজীদ মুখস্ত করো। যদি একবার ভুলে যাও, তা হলে বার বার ইয়াদ করো– দুইবার, চারবার, দশবার...। গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, তুমি কোন পর্যায়ে নিজেকে নিরাশ ও ব্যর্থ মনে কোরো না। কেননা, ইতিহাস শেষ হরফ জানে না এবং বিবেক কোন বস্তুর পরিসমাপ্তি অনুমোদন করে না; বরং এসলাহ ও সংশোধনের অবকাশ থাকে সবসময়। তাজরেবা করা, ঠোকর খাওয়া এবং নিজের ভুলত্রুটি থেকে সবক গ্রহণ করা– ইনসানের সাথে সংযুক্ত বিষয়। জীবন একটি দেহের মত। যদি তাতে কোন রোগ দেখা দেয়, তা হলে অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে। একইভাবে জীবন একটি এমারতের মত। যদি এমারত জীর্ণ হয়ে পড়ে, তা হলে সেটা মেরামত, সংস্কার ও পরিপাটি করা সম্ভব এবং তাতে রং-রওগন লাগিয়ে নতুন রূপ দেওয়া যেতে পারে।

ব্যর্থতার চিন্তা দিল থেকে বের করে দাও। অসুখের ভাবনা মস্তিষ্ক থেকে ঝেড়ে ফেলো। পেরেশানী ও মসিবতের ব্যাপার চিন্তা করা বাদ দাও। আল্লাহ ﷻ বলেন–

আল্লাহর উপর ভরসা রাখো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। [৫:২৩]

গুনাহ বর্জন করা একটি জেহাদ; গুনাহের উপর অটল থাকা সত্যের সাথে বিদ্রোহের শামিল।

৪. ঈমানের সাথে কুড়ে ঘর কুফরের সাথে প্রাসাদ থেকে উত্তম

একজন মুমিনা ঝুঁপড়ির মধ্যে বাস করে এবং স্রষ্টার এবাদত করে। পাঞ্জেগানা সালাত আদায় করে। রযামান মাসের সিয়াম পালন করে। সে ওই অমুসলিম নারীর চেয়ে উত্তম, যে বিলাসবহুল অট্টালিকায় বাস করে এবং তার কাছে চাকর-বাকর আর সুখ-সাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। এক মুমিন নারী, যে তাঁবুতে বাস করে, জবের রুটি খায়, মাটির কলসি থেকে পানি পান করে; কিন্তু তার কাছে কুরআন কারীম, তাসবীহ আছে, সে ওই নারী থেকে হাজার মর্তবায় উত্তম, যে সুউচ্চ বালাখানায় মখমলের বিছানায় ঘুমায়। তবে হতভাগী নিজের স্রষ্টাকে চেনে না; নিজের মাওলাকে ইয়াদ করে না এবং প্রিয় নবীর এত্তেবা করে না। তোমার জানা থাকা উচিত যে, সৌভাগ্যের হাকীকত কী এবং প্রকৃত সুখ কোথায়? সুখের অর্থ সেটা নয়, যা বেশিরভাগ মানুষ বোঝে। বেশিরভাগ মানুষ একে সংক্ষিপ্ত ও সীমিত অর্থে ব্যবহার করে থাকে। তারা সুখের পরিমাপ করে ডলার, রিয়াল, রূপি ও টাকার মাধ্যমে। তারা দামী লেবাস, বিছানা, খাবার-দাবার, খুবসুরত বাড়ি, চকচকে গাড়ি এবং এ জাতীয় জিনিসপত্রের মধ্যে তালাশ করে। কক্ষণও নয়; কক্ষণও নয়, প্রকৃত সুখ হচ্ছে অন্তরের সুখ, হৃদয়ের স্বস্তি ও রূহানী সাচ্ছন্দ্য। প্রকৃত সুখ দিল ও দেমাগের স্বস্তি ও প্রশান্তি। এক মুমিনার জন্য নেক আমল, উত্তম চরিত্র, অল্পেতুষ্টি, অটুট দৃঢ়তা এবং পরিমাণমত জীবনোপকরণের উপর সন্তুষ্টি ও স্বস্তি যথেষ্ট।

> সেই ব্যক্তি কীভাবে সুখী ও সুস্থ থাকতে পারে, যে আল্লাহ ﷻ-র কোন বান্দা বা কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়?

৫. কামিয়াব জীবনের জন্য সময়সূচি বানিয়া নাও

কোন ভালো পুস্তক পড়ো, অথবা কোন ভালো অডিও লেকচার শোনো। আল্লাহ ﷻ-র কিতাবের তেলাওয়াত শোনো। সম্ভাবনা আছে যে, কোন একটি আয়াত তোমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করবে; তোমার হৃদয়কে জাগ্রত করে দিবে; তোমাকে হেদায়েতের নূর দিয়ে আলোকিত করবে এবং তোমার অন্তরে যেসব শকসন্দেহ আছে, তা খতম হয়ে যাবে। এরপর রসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত জানার জন্য হাদীসের সংকলন, যেমন, রিয়াজুস সালেহীন পড়ো। এর মধ্যে রূহানী রোগব্যধির প্রকৃত চিকিৎসা পাবে এবং অনেক মাসআলার সমাধান পেয়ে যাবে। এই কিতাব থেকে যে জ্ঞান তুমি লাভ করবে, তা তোমাকে ভুলত্রুটি থেকে হেফাযত করবে এবং তোমার অনেক সমস্যার সমাধান করে দিবে। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের অধ্যয়ন তোমার বিভিন্ন রোগব্যধির চিকিৎসা। তোমার স্বস্তি হচ্ছে ঈমান, তোমার চোখের প্রশান্তি হচ্ছে সালাত আর তোমার হৃদয়ের নিরাপত্তা হচ্ছে কিসমতের উপর সন্তুষ্টি। তোমার হৃদয়ের স্বস্তি রয়েছে অল্পেতুষ্টির মধ্যে এবং তোমার চেহারার সৌন্দর্য রয়েছে হাস্যোজ্জ্বল চেহারার মধ্যে। তোমার আব্রুর হেফাযত পর্দার মধ্যে এবং হৃদয়ের প্রশান্তি আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের মধ্যে।

মযলুমের বদদোআ ও মাহরুমের অশ্রু থেকে বাঁচো।

৬. আমাদের আনন্দ তাদের থেকে ভিন্ন

তোমাকে কে বলেছে যে, নষ্ট মিউজিক, আখলাক বিনাশী গান, কুরুচিপূর্ণ নাটক এবং অশ্লীল ফিল্ম সুখ ও আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে? একথা তোমাকে যে বলেছে, সে সরাসরি মিথ্যা বলেছে। এসব উপকরণ দুর্ভাগ্যের কারণ; অনিষ্টের মাধ্যম এবং দুঃখবেদনা, অস্থিরতা ও পেরেশানীর দরজা। যেমন, সেইসব ব্যক্তি স্বীকার করেছেন, এই ঘন আঁধারের ভিতরে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা এগুলো থেকে তওবা করে সঠিক পথ অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তুমি এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার জীবন থেকে বাঁচো, যা অনর্থক, অহেতুক ও বেকার এবং যা আল্লাহ ﷻ-র সীরাতে মুস্তাকীম থেকে সরিয়ে দেয়। কুরআন কারীমের দিকে আগমন করো। এই গ্রন্থ তেলাওয়াত করে আল্লাহ ﷻ-র ভয় হাসিল করো এবং এই কিতাব পাঠ করে উপকৃত হও। উন্নত উপদেশ, শিক্ষণীয় বক্তৃতা, উপকারী দানসদকা ও খাঁটি তওবার দ্বারা জীবন সাজাও। আসো, আধ্যাত্মিক মজলিস ও আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের মাধ্যমে ঈমান তাজা করো। আল্লাহ ﷻ-র দিকে ফিরে আসো, যাতে তোমার দিল স্বস্তি, সাহস ও নিরাপত্তায় ভরে ওঠে।

> সুস্থ হৃদয় শিরক, ধোঁকা, প্রতারণা, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থাকে।

৭. চড়ে বসো মুক্তির তরীতে

আমি চলচ্চিত্রের কয়েক ডজন নায়ক-নায়িকা, নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকার গল্প পড়েছি, যারা অনর্থক, বেহুদা ও বেকার কাজে জীবন বরবাদ করেছে। যাদের কিছু মারা গেছে; আর কিছু এখনও জীবিত আছে। আমি বলেছি, হায় আফসোস! কোথায় মুসলিম-মুসলিমা, মুমিন-মুমিনা, সাচ্চা নারী-পুরুষ; রোযাদার, এই মূল্যবান ও সংক্ষিপ্ত জীবন কি এমনই অনর্থক ও বেহুদা কাজের মধ্যে ব্যয় করার জন্য? আমাদের জীবন কি শুধু এজন্যই যে, তা পাপ ও অসার কাজে ক্ষয় করা হবে? তোমার কাছে কি এই জীবন বাদে আর কোন জীবন আছে? এই দিনগুলো ছাড়াও কি তোমার কাছে আরও দিন আছে? তুমি কি আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছ যে, তোমার মৃত্যু হবে না?

কক্ষণও নয়। আল্লাহ ﷻ-র কসম! এগুলো সব মিথ্যা। জল্পনা-কল্পনা আর ব্যর্থ তামান্না ও আরজু। নিজের হিসাব-নিকাশ করো এবং নিজের জীবনের একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরী করো। কঠিন পরিশ্রম করো। ভুলত্রুটি থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো এবং হকের কাফেলায় যোগ দিয়ে মুক্তির তরণীতে সওয়ার হয়ে যাও।

একজন বুদ্ধিমতী নারী ঊষর মরুভূমিকে দৃষ্টিনন্দন পুষ্পকাননে পরিণত করে।

৮. সৌভাগ্যের চাবি হচ্ছে সেজদা

সৌভাগ্য নামক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, আর প্রতিদিনের আবশ্যিক কর্মসূচির প্রথম কাজ হচ্ছে ফজরের সালাত। তুমি দিনের শুভসূচনা ও কাজকর্মের যাত্রা ফজরের সালাতের মাধ্যমে করো। এতে তুমি আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত নিরাপত্তা, তাঁর হেফাযত, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর যিম্মাদারী ও তাঁর আশ্রয়ে এসে পড়বে এবং সব ধরণের অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে সুরক্ষিত থাকবে। সর্বপ্রকার ফযীলত ও খায়েরের নির্দেশনা পাবে। তোমার থেকে সবধরণের মন্দ বিষয় ছিনিয়ে নেওয়া হবে। সেই দিনে কোন খায়র ও বরকত নেই, ফযরের সালাতের মাধ্যমে যার সূচনা হয় না। সেই দিনটিতে আল্লাহ ﷻ সজীবতা দান করেন না, ফজরের সালাতের মাধ্যমে যার প্রভাত হয় না। এটা কবুল হওয়ার প্রথম আলামত এবং সাফল্য নামক গ্রন্থের নামও এ-ই। ইজ্জত, দৃঢ়তা, সাফল্য, সৌভাগ্য, বিজয় ও সহায়তার এটাই নিদর্শন। মুবারকবাদ তার জন্য, যে (জামাতের সাথে) ফজরের সালাত পড়ে এবং সুসংবাদ সেই নারীর জন্য, যে ফজরের সালাতের এহতেমাম করে। তার চোখ শীতল হোক, যে ফজরের সালাত আদায় করে এবং এই সালাত হেফাযত করে।

ব্যর্থতা, দুর্ভাগ্য ও হতাশা ওই ব্যক্তির জন্য, যে ফজরের সালাত বরবাদ করে দেয়।

> অনর্থক বিতর্ক, অসার কথাবার্তা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও স্বস্তি নষ্ট করে দেয়।

৯. জানবায বাহাদুর জন্ম দিয়েছেন যারা

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সামনে সাহস ও হিম্মত করে বিতর্ককারিণী এবং আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসাকারিণী নারীর মত হও, যাঁর ছেলেকে হাজ্জাজ কয়েদ করেছিলেন এবং তিনি কসম করে বলেছিলেন, আমি তোমার ছেলেকে অবশ্যই হত্যা করে দিব। উত্তরে এই নারী বলেছিলেন, তুমি যদি তাঁকে হত্যা না-ও কর, তা হলেও সে কোন একদিন মারা যাবে।

এই নারীর মত হও, আল্লাহ ﷻ-র উপর যার অটল বিশ্বাস ছিল। যখন তার মুরগী খোপের ভিতর গিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে যেত, তখন তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমার মুরগীর খোপ হেফাযত করো। তুমি সর্বোত্তম হেফাযতকারী।

আসমা বিনতে আবু বকর رضي الله عنها-র মত ঈমানী শক্তির উৎসে পরিণত হও। যখন তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে শহীদ করার পর তাঁর লাশ শূলিতে চড়ানো হয়েছিল, তখন তিনি এই ঐতিহাসিক বাক্য বলেছিলেন, অবশেষে এই শাহসোয়ার আর কতদিন উপরে চড়ে থাকবে?

না হয় খানসা رضي الله عنها-র মত হও, যাঁর চারটি ছেলে আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়। তাঁদের শাহাদতের উপর তিনি বলেছিলেন, সেই আল্লাহ ﷻ-র শোকর, যিনি আমাকে তাঁর রাস্তায় শাহাদত লাভকারীদের মা হওয়ার মর্যাদা নসীব করেছেন।

এসব মহান নারীদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করো এবং তাদের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের উপর দৃষ্টিপাত করো।

প্রভাত বায়ু থেকে নম্রতা, মেশক থেকে খোশবু এবং পাহাড় থেকে দৃঢ়তা ও অবিচলতার বৈশিষ্ট্য শিক্ষা করো।

১০. এই নীচু জমীনে আসমান হয়ে থাকো

সৌন্দর্যের বেলায় তুমি সূর্যের চেয়েও উর্ধ্বে; সুগন্ধির ক্ষেত্রে উদ, মেশক ও গোলাপের চেয়েও উত্তম; ইজ্জত ও আব্রুর ক্ষেত্রের চাঁদের চেয়েও উঁচু ও উন্নত এবং মায়া, মমতা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে মুসলধারার বৃষ্টির চেয়েও বেশি। ঈমানের সাথে নিজের সৌন্দর্য হেফাযত করো। অল্পেতুষ্টির মাধ্যমে হেফাযত করো আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি; হেজাবের মাধ্যমে পবিত্রতা ও সতীত্ব। তোমার অলঙ্কার সোনা, রূপা, হীরা ও জহরত থেকে বানানো নয়; বরং তোমার অলঙ্কার হচ্ছে শেষরাতের দুই রাকাত সালাত; আল্লাহ ﷻ-র উদ্দেশ্যে পালনকৃত রোযা ও গোপন সদকা, যার খবর আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কেউ জানে না। তোমার অলঙ্কার তপ্ত অশ্রু দিয়ে চেহারার উযু, যা গুনাহখাতা ধুয়ে ফেলে। বন্দেগীর বিছানায় দীর্ঘ সেজদা এবং আল্লাহ ﷻ থেকে শরম ও লজ্জা, যখন শয়তান খারাপ কাজের উৎসাহ দেয় এবং পাপের দিকে আকর্ষণ করে।

মূল্যবান ও খুবসুরত লেবাস হচ্ছে তাকওয়ার লেবাস। এই লেবাস পরিধান করো, তা হলে নিঃসর্ন্দেহে তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী হয়ে যাবে, চাই তোমার বাহ্যিক লেবাস মামুলী, ফাটা ও পুরোনোই হোক না কেন।

ইজ্জত-আব্রুর গাউন পরিধান করো। কেননা, তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিতা নারী, যদিও বাহ্যত তোমার পায়ে জুতো নেই।

খবরদার! কাফেরা, ফাজেরা, সাহেরা ও আব্রু বিক্রেতা নারীদের বাহ্যিক জাঁকজমক দেখে তোমার চোখ যেন ধাঁধায় না পড়ে। কেননা, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হতে চলেছে।

সেই আগুনে শুধু তাদেরকেই দগ্ধ করা হবে, যারা হতভাগা। [৯২:১৫]

তুমি জীবনের প্রতিটি মোড়ে আঁধারের মুখোমুখি হবে। নিজের মধ্যে হেদায়েতের মশাল জ্বেলে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

১. তোমার মর্যাদা সুউচ্চ ও সম্মানিত

হে মুসলিমা, সাদেকা, হে মুমিনা, আরেফা! হে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধানকারিণী! সবুজ শ্যামল খেজুর গাছের মত জীবন অতিবাহিত করো, যা অনিষ্ট থেকে ঊর্ধ্বে; যেকোন প্রকারের কষ্ট দেওয়া থেকে দূরে থাকে। তার উপর পাথরের বর্ষণ হয়, আর সে মিষ্টি খেজুর বর্ষণ করে। শীত কাল হোক, অথবা গ্রীষ্ম কাল, সবসময় সে সবুজ থাকে। তার সবকিছু কার্যকর ও উপকারী। হীনমন্যতা থেকে নিজের মর্যাদা বুলন্দ রাখো এবং ছোট বড় প্রত্যেক অপবিত্র বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখো। সেইসব বিষয় থেকে নিজেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখো, যেগুলো তোমার শরম ও লজ্জার অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়।

তোমার কথাবার্তা হওয়া চাই যিকির, নীরবতা হওয়া চাই ফিকির এবং দৃষ্টি হওয়া চাই উপদেশপূর্ণ বে-নজির। এতে তুমি প্রকৃত সুখ ও স্বস্তি পাবে এবং যেখানে যাবে, লোকজন তোমাকে স্বাগত জানাবে। তারা তোমার প্রশংসায় থাকবে পঞ্চমুখ এবং তারা তোমার জন্য দোআ করবে।

আল্লাহ ﷻ-র দয়া ও অনুগ্রহে বালা-মসিবতের বাদল সরে যাবে; আতঙ্কের ভয়ানক দৈত্য গায়েব হয়ে যাবে এবং হীনমন্যতা সৃষ্টিকারী চেতনার বিক্ষিপ্ততা খতম হয়ে যাবে। সুখের নিদ্রায় হারিয়ে যাও, কেননা, মুমিনদের দোআ তোমার সঙ্গে আছে। আবার জাগ্রত হও, কেননা, তোমার প্রশংসায় সংগীত গাওয়া হচ্ছে।

তখন তুমি অনুভব করতে পারবে যে, প্রকৃত সুখ কোনকিছু হাসিল করার মধ্যে নিহিত নয়; বরং প্রকৃত আনন্দ আল্লাহ ﷻ-র এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে। অন্তরের আনন্দ নতুন পোশাকের মধ্যে নয়; মানুষের গোলামী করার মধ্যে নয়; এবং মানুষের সামনে উপস্থিত থাকার মধ্যেও নয়; বরং প্রকৃত সুখ রয়েছে রব্বে কারীমের এবাদত ও বন্দেগীর মধ্যে।

নিজের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। অবস্থা বদলায়; তবে মন্থর গতিতে। পথিমধ্যে কঠিন প্রস্তর দেখা দিবে; কিন্তু সেটা গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। খবরদার! রাস্তার অসুবিধা যেন তোমাকে পরাজিত না করে।

২. নেয়ামত স্বীকার করো, হক আদায় করো

শোকর ও আনুগত্যের সাথে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ থেকে উপকৃত হও। পানি দিয়ে পিপাসা নিবারণ করো। উযু ও গোসল করো। সূর্য থেকে আলো ও তাপ গ্রহণ করো। চাঁদের কিরণ ও তার সৌন্দর্য থেকে চোখ শীতল করো। গাছগাছালি থেকে ফল ও নদীনালা থেকে পরিতৃপ্তি হাসিল করো। সমুদ্র পরিদর্শন করো এবং সবুজ শ্যামল মাঠে পায়চারী করো। এরপর মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ আল্লাহ ﷻ-র শোকর আদায় করো; আল্লাহ ﷻ এই যে তোমার উপর বিশাল অনুগ্রহ করেছেন, তা থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হও।

তবে সাবধান! আল্লাহ ﷻ-র কোন নেয়ামত অস্বীকার কোরো না। সে কেমন হতভাগা, যে

> ‘আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত অনুভব করে; কিন্তু তারপরও অস্বীকার করে।’ [১৬:৮৩]

খবরদার! কৃতঘ্নতা থেকে বিরত থাকো। গোলাপের কাঁটার দিকে দেখার আগে গোলাপের সৌন্দর্য অবলোকন করো। সূর্যের তেজস্বিতার অভিযোগ করার আগে তার আলো থেকে উপকার নিয়ে নাও। রাতের কৃষ্ণতার বদনাম করার আগে তার স্থিরতা ও নীরবতা কল্পনা করো। তুমি এসব বস্তুর উপর নেতিবাচক ও হতাশাজনক দৃষ্টি কেন নিক্ষেপ কর? রহমতকে লা’নতে কেন পরিণত কর? যেমন, বলা হয়েছে-

তুমি কি ওইসব লোকের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কৃতঘ্নতায় পরিণত করে থাকে। [১৪:২৮]

তুমি এসব নেয়ামত সৌন্দর্যের সাথে গ্রহণ করো এবং এগুলোর জন্য শোকর আদায় করো।

অন্যায় থেকে ন্যায়ের দিকে প্রত্যাবর্তন, দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ সফর; তবে এর গন্তব্য অত্যন্ত সুন্দর।

৩. তওবা ও এস্তেগফার : রিযিকের চাবি

এক রমণী বয়ান করেছেন–

আমার স্বামীর এন্তেকাল হয়ে গেল। তখন আমার বয়স ত্রিশ বছর। আমি তখন পাঁচটি সন্তানের মা। পুরো দুনিয়া আমার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি রাতদিন কাঁদতে থাকলাম। এমন কি আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল এবং আমার দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিল। আমি হতাশা, হীনমন্যতা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে গেলাম। নিজেকে হতভাগাদের মধ্যে গণনা করতে থাকলাম। আমার সন্তানরা ছিল ছোট এবং আমদানী দিনযাপনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। আমি সেই অর্থও কিছু কিছু খরচ করতে থাকলাম, যেগুলো আমার বাবা আমার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। একদিন আমি কামরায় বসে রেডিও চালু করে দিই। তখন কুরআন মাজীদ প্রচারের প্রোগ্রাম চলছিল। তখন আমার কানে যে কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়, সেগুলো হচ্ছে–

রসুলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে এস্তেগফার করে, আল্লাহ ﷻ তার জীবনের সমস্ত দুঃচিন্তা দূর করে দেন। তিনি তাকে সব ধরণের সংকট থেকে মুক্ত করে দেন।' একথা শোনার পর থেকে আমি খুব বেশি করে তওবা ও এস্তেগফার করতে লাগলাম এবং ছেলেমেয়েকেও তওবা-এস্তেগফার করার তাগিদ দিলাম। আল্লাহ ﷻ-র কসম! মাত্র ছয় মাস যেতে না যেতেই আমাদের পুরনো কিছু জায়গার ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ এল এবং আমরা কয়েক

লাখের বিরাট অংক পেয়ে গেলাম। আমার ছেলে প্রদেশের প্রথম ছেলে, যে পুরো কুরআন মাজীদ হিফজ করল এবং সে মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। বরকত ও কল্যাণ দ্বারা আমার ঘর ভরে গেল। আমি আরাম-আয়েশ ও আনন্দে জীবনযাপন করতে লাগলাম। আমার সবকটি ছেলেমেয়ে ভাগ্যবান ও নেককার। দুঃখবেদনা, সংকট, অভাব ও হতাশা দূর হয়ে গেছে। এখন আমি নিজেকে খোশনসিব মনে করি।

যদি তুমি নিজেকে নৈরাশ্যের কাছে সোপর্দ কর, তা হলে তুমি কিছুই করতে পারবে না এবং কখনও সৌভাগ্য ও কামিয়াবী লাভ করতে পারবে না।

৪. দোআ বিপদাপদ দূর করে দেয়

আমার একজন আবেদ যাহেদ ও নেককার বন্ধু আছেন। তার স্ত্রীর কেন্সার হয়েছিল। তাঁর ছেলে তিনজন। তারা নৈরাশ্যের শিকার হয়ে গিয়েছিল। পুরো দুনিয়া তাদের কাছে অন্ধকার হয়ে পড়েছিল। কোন আলেমে দীন তাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন স্ত্রীর জন্য রাতে তাহাজ্জুদের এহতেমাম করেন। শেষরাতের দোআ ও এস্তেগফারের সাহায্য নেন এবং কুরআন মাজীদ পড়ে যমযমের পানিতে দম করেন। তিনি বরাবর এই আমল করতে থাকেন। আল্লাহ ﷻ তার দোআ কবুল করার জন্য দরজা খুলে দেন। যমযমের পানি দিয়ে তিনি স্ত্রীকে গোসল দিলেন এবং যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তাঁকে পান করাতে থাকলেন। ফজরের সালাতের পর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে এশরাক পর্যন্ত যিকির করতে লাগলেন। মাগরিবের পরও এশা পর্যন্ত একসাথে যিকিরের পাবন্দী করতে থাকলেন। চলতে থাকল তাদের তওবা, এস্তেগফার ও দোআর এহতেমাম। আল্লাহ ﷻ তাদের দোআ শুনলেন এবং যে অসুখ ছিল, তা দূর করে দিলেন।

আল্লাহ ﷻ তাঁকে সুস্থ করে দিলেন। তার তক ও জুলফি আগের চেয়ে সুন্দর করে দিলেন। তওবা, এস্তেগফার ও তাহাজ্জুদ তাদের জীবনের একটা অনুষঙ্গা হয়ে গেল।

সুবহানাল্লাহ, সমস্ত তারীফ ও প্রশংসা তাঁর জন্য, যিনি রোগব্যধি থেকে শেফা দান করেন। সুস্থতা ও সামর্থ্য দান করেন। তিনি ছাড়া আর কোন মা’বুদ নেই। তিনি ছাড়া আর কোন পালনকর্তা নেই।

হে আমার বোন! যখন তুমি অসুস্থ হবে, তখন তাঁর দিকেই রুজু করো এবং দোআ, তওবা ও বেশি বেশি এস্তেগফার করো। তোমার জন্য বড় সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ ﷻ তোমার দোআ শুনছেন এবং কবুল করছেন। বিপদাপদ দূর করছেন এবং অনিষ্ট প্রতিরোধ করে দিচ্ছেন।

> একটু চিন্তা করো, তিনি কে, যিনি বিপদগ্রস্তের ডাক শোনেন, যখন সে তাঁকে ডাকে। [২৭:৬২]

অতীত ও বর্তমান জরিপ দাও। জীবন হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমষ্টি। মানুষের উচিত অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন কামিয়াব করা।

৫. নিরাশা এক, আশা হাজার

এক যুবককে লোহার শিকের আড়ালে জেলখানায় ভরে দেওয়া হয়। সে ছিল তার মায়ের একমাত্র সন্তান। মায়ের আশা-ভরসার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। এই ঘটনায় মায়ের রাতের ঘুম এবং দিনের স্বস্তি উড়ে যায়। এই ঘটনায় তিনি ততটুকুই কান্নাকাটি করেন, যতটুকু তার সাধ্যে ছিল। এরপর আল্লাহ ﷻ তাঁকে একটি কালিমার আশ্রয় নেওয়ার তৌফীক দেন। তা হল 'লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। এটা হচ্ছে সেই বরকতময় কালিমা, যাকে জান্নাতের বৃক্ষ বলে অবিহিত করা হয়েছে। যুবকের মা এই বরকতময় কালিমা বার বার জপতে থাকেন। কিছু দিন পরই, যখন তিনি নিজের সন্তানের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। দরজা খুলে মা দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই যুবক ছেলে। মায়ের অন্তর খুশিতে ভরে ওঠে। এ ছিল আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা ও তাঁর কাছে সবকিছু সোপর্দ করার নতীজা। এটা ছিল তাঁর দোআসমূহের ফল, যেগুলো তিনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে করছিলেন।

তোমার জন্য আবশ্যক হচ্ছে যে, তুমি 'লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশি বেশি পড়তে থাকবে। এটি একটি মহান কালিমা। এর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে সৌভাগ্য ও কামিয়াবীর রহস্য। বার বার এটা জপতে থাকো। এর মাধ্যমে দুঃখ ও পেরেশানী দূরে ঠেলে দাও। আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে খুশি ও আনন্দের তোহফা এবং দুঃখ পেরেশানী থেকে মুক্তির পরোয়ানা হাসিল করো।

খবরদার! কখনও নিরাশ হয়ো না এবং হতাশা কাছে আসতে দিয়ো না। কেননা, প্রত্যেক সংকটের পর প্রশস্ততা রয়েছে এবং প্রত্যেক দুরাবস্থার পর খোশহালী রয়েছে। সুতরাং আশার চাদর কখনও হাত থেকে ছুটতে দিয়ো না। এটা সবসময় হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে হতে থাকবে। এটা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা অনর্থক। আল্লাহ ﷻ-র কসম! আল্লাহ ﷻ বান্দার তাওয়াক্কুল ও সুধারণা মোতাবেক ফায়সালা করে থাকেন। তাঁর কাছেই চাও। কেননা, তাঁর কাছেই সবকিছু আছে। তাঁর রহমতের এন্তেযার করতে থাকো। কেননা, তিনিই সব জটিলতা দূর করে রাস্তা সমান করে থাকেন।

দুঃখকষ্টকে আলোচ্যবিষয় বানিয়ো না। কেননা, এতে তোমার ও সৌভাগ্যের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হবে।

৬. তোমার ঘর মহব্বত ও ইজ্জতের প্রাসাদ

সম্মানিতা বোন! ঘরের আশ্রয়ে থাকো। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরের চৌকাঠ অতিক্রম কোরো না। তোমার সৌভাগ্যের রহস্য ঘরের আঙিনার চার দেয়ালের সুপ্ত।

> (তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করো। [৩৩:৩৩])

তুমি এই সুদৃঢ় কেল্লার মধ্যে অবস্থান করেই নিজের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাব হেফাযত করতে পার। সেইসব নারী মূল্যহীন, যারা বিনা প্রয়োজনে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়। তাদের উদ্দেশ্য শুধু নতুন ফ্যাশন ও নতুন ডিজাইন পরিদর্শন। তারা বিভিন্ন শপিং মল ও সুপার মার্কেটে শুধু নতুন ও আধুনিক প্রসাধনী সামগ্রী অনুসন্ধান করার জন্য যায়। এই চরিত্রের নারীদের সামনে দীনের কোন গুরুত্ব নেই; দীনের দাওয়াতের গুরুত্বও নেই; হেদায়েতের পয়গাম অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জযবা নেই; এমন কি তাদের মধ্যে ইলম ও মারেফত এবং ইসলামী তাহযীব হাসিলের সংকল্পও নেই। এরা বরং সময় অপচয় ও সম্পদ নষ্টকারী নারী। এদের তামান্না ও আরজু শুধু মজাদার খাবার, আর অত্যাধুনিক দামী কাপড়চোপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

খবরদার! নিজের ঘরের খেয়াল রাখবে। কেননা, এই ঘরই তোমার আরাম-আয়েশের উৎস এবং আশ্রয় কেন্দ্র। নিরাপত্তা ও স্বস্তির জায়গা। সুস্থতা ও নির্জনতার আশ্রম। এটাই শান্তির ঠিকানা, যা মানুষকে অন্যায়

বিচরণ থেকে বিরত রাখে। নিজের ঘরকে মহব্বত, মমতা, আনন্দ, বরকত ও বখশিশের ভাণ্ডারে পরিণত করো।

নিজের পেরেশানী অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না; তবে সেই চিন্তাবিদ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করতে পার, যিনি ফিকির ও খেয়ালের মাধ্যমে, হিম্মত বৃদ্ধিকারী কথাবার্তার মাধ্যমে, উপদেশ ও পরামর্শের মাধ্যমে তোমার দুঃখ ও বেদনায় শরীক হবেন। যিনি তোমার দুঃখকে আনন্দে, পেরেশানীকে আয়েশে এবং নৈরাশ্যকে সৌভাগ্যে বদলে দিবেন।

৭. অনর্থক কথাবার্তা বলার সময় কোথায়?

অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না। অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়ে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট কোরো না। কেননা, এমন কথাবার্তা অন্তরের সংকীর্ণতা ও অপরিচ্ছন্নতার কারণ হয়। যেসব বিষয়ে মানবসমাজে মতবিরোধ পাওয়া যায়, কাউকে সেগুলোর পক্ষপাতী বানানোর জন্য চেষ্টা কোরো না। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অল্প কথায় খুব সাদাসিধাভাবে ব্যক্ত করে দাও। গলা ফেঁড়ে, চেঁচামেচি করে নিজের কথা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অনর্থক। অন্যদেরকে সমালোচনার লক্ষবস্তু বানিয়ো না এবং তাদের অন্তরে নিজের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি কোরো না। কেননা, এতে তুমি নিজের স্বস্তি হারিয়ে ফেলবে। এসব বিষয় থেকে পরহেয করো।

তোমার যা বলা দরকার, তা নরম ও মধুমাখা স্বরে ভদ্রতা রক্ষা করে বলে ফেলো। এভাবে তুমি অন্যদের অন্তরের উপর শাসন চালাতে এবং তাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করতে পারবে। অন্যথায় গীবত, পেরেশানী, বিরক্তি ও দুঃখবেদনা সৃষ্টি হয়। অন্যদের দোষ অনুসন্ধান, তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং তাদেরকে তিরস্কার করা সওয়াব বরবাদ হওয়া এবং গুনাহের বোঝা ভারী হওয়ার কারণ। এতে অন্তরের স্বস্তিও দূর হয়ে যায়। নিজের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করো। অন্যের দোষের উপর যদি দৃষ্টি পতিত হয়, তা হলে উপদেশ গ্রহণ করো। চেষ্টা করো, যাতে উক্ত দোষ তোমার মধ্যে না পাওয়া যায়। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে পুরোপুরি নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করেননি; বরং আমরা গুনাহগার এবং

ভুলত্রুটির আকর। সুসংবাদ তাদের জন্য, যাদের দৃষ্টি পড়ে নিজের দোষত্রুটির প্রতি এবং অন্যদের ত্রুটিবিচ্যুতি যারা এড়িয়ে যায়।

> যদি ছেলে উঁচু স্থান থেকে পড়ে আহত হয়, তা হলে বুদ্ধিমতী মায়ের কাজ কান্নাকাটি নয়; বরং যখমে মলম ও পট্টি লাগানোয় মনোযোগ দেওয়া।

৮. হৃদয় আলোকিত করো চিরন্তন জীবন পাবে

জীবনের উপর মমতাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। কেননা, জীবন মানুষের জন্য আল্লাহ ﷻ-র উপহার। এই অনন্য ও বেনজির উপহার গ্রহণ করো এবং অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে, খুশি ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করো। ভোরকে তার মিষ্টি আলোর সাথে, রাতকে তার গাম্ভীর্য ও নীরবতার সাথে এবং দিনকে তার উজ্জ্বলতা ও বড়ত্বের সাথে গ্রহণ করো। স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পানি আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসা ও তাঁর শোকরগুযারীর সাথে পান করো। পরিচ্ছন্ন ও নির্মল বাতাসে শ্বাস ফেলতে গিয়ে খুশি ও আনন্দ অনুভব করো। ফুল আর কলির খোশবু গ্রহণ করে নিজের অভ্যন্তরকে খোশবুদার করো। এরপর এগুলোর স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করো। সৃষ্টিরাজির উপর শিক্ষাগ্রহণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করো এবং সৃষ্টিকৌশল নিয়ে ভাবো। জমীন আল্লাহ ﷻ-র একটি বরকতময় উপহার। এ থেকে খুব উপকৃত হও। বসন্তকালের বাগানে প্রস্ফুটিত মোহনীয় কমনীয় ফুল, মনোহর কলি ও নির্মল বায়ুর মধ্যে সূর্যের আলো ও চাঁদের কিরণে রয়েছে আল্লাহ ﷻ-র অজস্র দান। ওগুলো পুরোপুরি উপভোগ করো। এভাবে এসব নেয়ামত ও উপহার তোমার মধ্যে শোকরের জযবা জাগ্রত করবে এবং এবাদত-বন্দেগীর প্রতি উৎসাহ দিবে। এসব দান ও এনআম আল্লাহ ﷻ-র এবাদত ও আনুগত্যের বেলায় সুদৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে তোমার সহায়ক ও মদদগার

হোক। সমস্ত প্রশংসা ও শোকর সেই আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি আমাদের উপর এসব নেয়ামতের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন এবং ফযল ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন।

খবরদার! তোমার দুঃখবেদনা, তোমার হীনমন্যতা ও নৈরাশ্য যেন তোমাকে অকৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত না করে। হে আল্লাহ ﷻ-র প্রশংসাকারিণী এবং তাঁর শোকর আদায়কারিণী! একটি সত্য খুব ভালো করে বুঝে নাও, আল্লাহ ﷻ যিনি স্রষ্টা, তিনিই রিযিকের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে রেখেছেন। এসব নেয়ামত, যা তিনি দিয়ে রেখেছেন, সবকিছুই আমাদেরকে তাঁর এবাদত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে। যেমন, তিনি বলেছেন–

> হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু খাও এবং নেক আমল করো। [২৩:৫১]

> স্বচ্ছলতার সম্পর্ক অন্তরের সাথে; সম্পদের সাথে নয়। বড় অনুগ্রহ তাঁর, যার কাছে কিছুই নেই; কিন্তু সে মমতাভরা শব্দমালা আর আন্তরিক মুচকি হাসির মূল্য সম্পর্কে অবগত। অনেকে বখশিশ ও উপহার দেয়; কিন্তু এমন পদ্ধতিতে দেয় যে, মনে হয় সর্বশক্তি নিয়োগ করে থাপ্পড় মারছে।

৯. সৌভাগ্য ও কল্যাণ কারও পরিপূর্ণ হয় না

তুমি বড় ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে লিপ্ত থাকবে, যদি তুমি ধারণা কর যে, অবস্থা শতভাগ তোমার অনুকূল হয়ে যাবে। এই বিষয়টি শুধু জান্নাতের মধ্যেই সম্ভব হবে। মানুষের ছোটবড় সমস্ত খাহেশ পূর্ণ হবে সেখানে। দুনিয়ার আবহাওয়ায় সমস্ত হাসিআনন্দ সাময়িক।

তুমি যা-কিছু কামনা কর, এখানে তুমি তার সবকিছু পাবে না। এখানে সব বিষয় ঝামেলাপূর্ণ। অসুখ-বিসুখ, বালামসিবত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক বিশাল বৃত্ত, মানুষকে ঘিরে রেখেছে। অভাবের সময় সবর এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের সময় শোকর আদায় করো। খাব ও খেয়ালের দুনিয়ায় ডুবে থেকো না।

রোগমুক্ত স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য ও অভাবমুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য, দুঃখ ও বেদনামুক্ত আনন্দ, দোষমুক্ত স্বামী, ত্রুটিমুক্ত বন্ধুবান্ধব– এমন চিন্তা থেকে নিজের দেমাগ পরিষ্কার করো এবং এসব জিনিসের তামান্না রেখো না। এগুলো পাওয়া সম্ভব নয়।

নেতিবাচক দিক কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কীভাবে ত্রুটি সংশোধন করতে হয়, সেই তালীম হাসিল করো। ত্রুটিবিচ্যুতি, তিরস্কার ও নেতিবাচক মন্তব্য এড়িয়ে চলো। সৌন্দর্য আর ইতিবাচক দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। সুধারণা পোষণ করো। মানুষের ওজর শ্রবণ করো এবং আল্লাহ ﷻ-র সত্তার উপর ভরসা রাখো। কেননা,

নির্ভরযোগ্য মানুষ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কেউ এমন উপযুক্তও নয় যে, নিজের বিষয়াদি তার উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

আল্লাহর বিপক্ষে তারা তোমার কোন কাজে আসবে না। [৪৫:১৯]

নিজের জীবনের অন্ধকার অংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো না। অন্যদিকে আলো রয়েছে। তোমাকে শুধু ওই দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং আলো হাসিল করতে হবে।

১০. মারেফতের বাগানে প্রবেশ করো

সৌভাগ্যের অনেক কারণ আছে। সেগুলোর মধ্যে দীনী অনুভূতি 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অন্যতম। দীনী তালীম মানসিক বিকাশ ও আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির মাধ্যম হয়ে থাকে। নবী ﷺ যেমন বলেছেন, আল্লাহ ﷻ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের উপলব্ধি দান করেন।

সুতরাং তুমি উপকারী সহজ দীনী কিতাবাদি পড়ো। এতে তোমার ইলম, বুঝ, আকল ও উপলব্ধি বৃদ্ধি পাবে। যেমন, রিয়াযুস সালেহীন, ফিকহুস সুন্নাহ ও ফিকহুদ্দলীল এবং সহজ ও প্রাঞ্জল তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাবলি রয়েছে। তোমার কি জানা আছে যে, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তা হল আল্লাহ ﷻ-র কিতাবে আল্লাহ ﷻ-র উদ্দেশ্য জেনে নেওয়া। হাদীস শরীফে নবী ﷺ-এর সুন্নত ও তাঁর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা। কাজেই তোমার জন্য আল্লাহ ﷻ-র কালাম কুরআন মাজীদ সম্পর্কে ফিকির করা জরুরী। বোন ও বান্ধবীদের সাথে সম্মিলিতভাবে এই কিতাব অধ্যয়ন করো। পড়া, পড়ানো, উপলব্ধি করা ও করানোর চেষ্টা করো। সহজভাবে সম্ভব হলে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করো। কুরআনের তেলাওয়াত শোনা এবং কুরআন মোতাবেক আমল করার প্রতি যত্নবান হও। শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা অন্তরের অন্ধকার ও সংকীর্ণতার কারণ। তোমার একটি পারিবারিক পাঠাগার অবশ্যই থাকা চাই। সেটা খুব ছোটই হোক না কেন? তাতে নির্ভরযোগ্য উপকারী গ্রন্থাবলি থাকতে হবে। উত্তম বয়ান ও ওয়াজসমৃদ্ধ ক্যাসেট থাকা চাই। অনর্থক গানবাজনা শুনে সময় অপচয়

কোরো না। টিভি সিরিয়াল দেখা থেকে বিরত থাকা জরুরী। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে এর হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ ﷻ-র মর্জি অনুসারে সময় ব্যবহার করো। সময় অত্যন্ত দামী মূলধন। একে আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাও এবং এর কদর করতে শেখো।

> একজন স্বনির্ভর ব্যক্তির মুচকি হাসি কঠিন থেকে কঠিন সমস্যা আসান করে দিতে পারে।

মূল্যবান মুক্তা

১. ভগ্ন হৃদয় ও অশ্রুসিক্ত আঁখির কথা মনে করো

একজন সাহিত্যিক লিখেছেন–

যদি তুমি মনে কর যে, যামানা তোমার কাছে অঙ্গীকার করেছে যে, তুমি যা চাও, তার সবকিছুই হবে; তোমার জীবনের প্রত্যেক শাখায়, প্রত্যেক ব্যাপারে সেটাই ঘটবে, যা তোমার পছন্দ, অথবা আন্তরিক তামান্না, তা হলে এই ফিকির তোমার মধ্যে এমন অনুভূতি জন্ম দিবে, যা প্রতি মুহূর্তে তোমাকে দুঃখী করে রাখবে। তুমি নিজের উপর শাসন পরিচালনা কর, কিন্তু তুমি সেইসব বস্তু হাসিল করতে পারনি, যেগুলো তুমি কামনা করেছিলে। বিশেষত যখন বিভিন্ন অন্তরায় তোমার দৃঢ়তার পথ রুদ্ধ করে দিবে। কিন্তু তুমি যদি এই বাস্তবতা মেনে নাও যে, যামানার ধারাই হচ্ছে কখনও দান করা, আর কখনও ছিনিয়ে নেওয়া, তা হলে দানের কথা কখনও ভুলবে না। সে তার প্রতিশোধ কোন না কোন সময় উসুল করে নেয়। জীবনের এই তৎপরতা তোমার সাথে বিশিষ্ট নয়। এটা বনী আদমের অদৃষ্ট। চাই সে বালাখানায় থাক, অথবা ঝুঁপড়িতে; চাই সে আসমানের উচ্চতা স্পর্শ করুক, অথবা জমীনের বিছানায় লেপ্টে থাক। সুতরাং নিজের পেরেশানী হালকা করতে চেষ্টা করো। চোখের পানি মুছে ফেলো। কেননা, তুমি একা নও, যাকে যামানার তীর যখম করেছে। জীবনের মানচিত্রে তুমি

একক ব্যক্তি নও, যার সঙ্গে দুঃখবেদনার সূচনা হয়েছে। তোমার সমস্যা, আর তোমার দুঃখ-কষ্ট কোন নতুন কথা নয়।

নিজের গুনাহখাতার কথা স্মরণ করে হতাশার শিকারে পরিণত হয়ো না; বরং সেই নেককাজগুলোর কথাও চিন্তা করো, যেগুলো অন্যায় মুছে দিয়ে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হবে।

২. এরা সুখী মানুষ নয়

ভোগবিলাস, আয়েশের জন্য পানির মত সম্পদ অপচয়কারীদের জীবনের দিকে দুঃখভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ো না। তারা অনুগ্রহের পাত্র; ঈর্ষার পাত্র নয়। যারা নিজের জন্য নির্দ্বিধায় খরচ করে; সুখ পাওয়ার জন্য, প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতিটি তামান্না, প্রতিটি খাহেশ পূরণ করতে চায়– এ ক্ষেত্রে তারা জায়েয ও না-জায়েয, আর হালাল ও হারামের পরোয়া করে না, কখনই তারা সুখী মানুষ নয় এবং ভাগ্যবানও নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা দুঃখবেদনার চোরাবালিতে ধ্বসে যাচ্ছে। কেননা, যারা আল্লাহ ﷻ-র বাতানো পন্থা ছেড়ে দেয় এবং যারা আল্লাহ ﷻ-র নাফরমানী করতে থাকে, তারা কখনই সুখী হতে পারে না। এজন্য কখনও ধারণা করা উচিত নয় যে, অপচয়কারীরা, ভোগবিলাসের জীবন যাপনকারীরা সুখী এবং প্রফুল্ল। কখনও না; কখনও না। মাটির তৈরী ঝুঁপড়িতে বসবাসরত নারী, তাদের চেয়ে বেশি সুখী ও প্রফুল্ল, যারা নরম, কোমল, সাজানো, গোছানো বিছানায় ঘুমায়; কিংখাব, হারীর ও রেশমী উড়না ব্যবহার করে এবং মখমলের কাপড় পরিধান করে বালাখানায় বাস করে। মিসকীন, মুমিনা, আবেদা ও যাহেদা নারী সৌভাগ্যবতী ও প্রফুল্ল ওই হতভাগা নারীদের তুলনায়, যারা আল্লাহ ﷻ-র রাস্তা থেকে বিচ্যুত।

> সৌভাগ্য তোমারই সত্তার মাঝে কোথাও লুকিয়ে আছে। সুতরাং নিজের সত্তাকে চেষ্টা-প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু বানাও।

৩. সর্বোত্তম রাস্তা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র রাস্তা

সৌভাগ্য কী? সৌভাগ্য কি মাল আর সম্পদের নাম? বংশগরিমা, পদ-পদবী কি সৌভাগ্য? এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর হতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে এই রমণীর সুখ নিয়ে ভাবতে হবে।

এক স্বামী তার স্ত্রীকে তর্ক-বিতর্কের মাঝে বললেন, আমি তোমাকে তীব্র সংকটে ফেলে দিব।

স্ত্রী কোমল কণ্ঠে বললেন, তুমি তা পারবে না।

স্বামী বললেন, কেন পারব না?

স্ত্রী জওয়াবে বললেন, যদি সুখ আর প্রফুল্লতা সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হত, তা হলে তুমি তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারতে। যদি প্রকৃত সুখ গহনা-অলংকারের সাথে সম্পৃক্ত হত, তা হলে তুমি তা ছিনিয়ে নিতে পারতে; কিন্তু তুমি আর সারা দুনিয়ার মানুষ কোনকিছুর মালিক নও। আমি খুশি আর আনন্দ পাই নিজের ঈমানের মধ্যে। ঈমান তো আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় আবদ্ধ। আল্লাহ ﷻ ছাড়া হৃদয়ের উপর আর কারও কর্তৃত্ব নেই।

এটাই প্রকৃত সুখ; প্রকৃত সৌভাগ্য। ঈমানের সুখ। এই ঈমানী সুখ আর মজা শুধু সে-ই অনুভব করতে পারে, যার দিলদেমাগ, মগজ ও মস্তিষ্ক আল্লাহ ﷻ-র মহব্বতে টুইটম্বুর। ঈমানদার মানুষই প্রকৃতপক্ষে সুখী। যেই সত্তা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কাছে সৌভাগ্য ও সুখ কামনা

করো এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যে জীবনের আসল স্বাদ অনুভব করতে থাকো।

প্রকৃত সুখ আর আনন্দ লাভে শুধু একটিই পন্থা, দীনের পরিচয় লাভ করা, যা নিয়ে নবী ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন। একবার যে ব্যক্তি এই ঈমানী স্বাদ অনুভব শুরু করে, তার ঝুঁপড়িতে শোয়া বা ফুটপাথে শোয়া– দুই-ই সমান। এমন লোক এক টুকরো রুটির উপর সন্তুষ্ট হতে পারে। এরপরও সে হতে পারে দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ। তবে যে ব্যক্তি এই সরল পথ থেকে ছিটকে পড়বে, তার কাছে মনে হবে যে, তার জীবন দুঃখবেদনায় পূর্ণ। তার সম্পদ বঞ্চনার কারণ। তার আমল বেকার। তার পরিণতি লজ্জা ও অপমান।

সম্পদ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য; জীবন সম্পদ উপার্জনের জন্য নয়।

৪. মুশকিলের কথা বলো মুশকিলকোশা'র কাছে

আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন, 'এমন একটি ঘটনা ঘটল, যা আমাকে সংকটে ফেলে দিল। ফেলে দিল দীর্ঘস্থায়ী পেরেশানীতে। দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তির জন্য সম্ভব সব তদবীর করলাম; যাবতীয় পন্থা পরীক্ষা করলাম; কিন্তু মুক্তির কোন রাস্তা নজরে পড়ল না। আচানক কুরআন মাজীদের এই আয়াতের উপর নজর পড়ল–

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

(যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার জন্য রাস্তা বের করে দিবেন।) তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, তাকওয়াই সবধরণের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। এরপর আমি তাকওয়ার হাকীকত নিয়ে ভাবতে লাগলাম এবং পেরেশানী থেকে মুক্তির রাস্তা পেয়ে গেলাম।'

সুতরাং আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, বুদ্ধিমান লোকদের মতে তাকওয়াই সমস্ত কল্যাণের উৎস। বিপদ আসে গুনাহের পরিণতি হিসেবে; তবে তওবার পানি পেলে তা ধুয়ে যায়। দুঃখ, কষ্ট, পেরেশানী, অস্থিরতা, সংকট ও দূরাবস্থা আমাদের বদ আমলের নতীজা। এর মধ্যে সালাতে ত্রুটি, মুমিন নারীদের গীবত, পর্দার ব্যাপারে উদাসীনতা অথবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বাঁকা রাস্তা অবলম্বন করে, বাধ্যতামূলকভাবে তাকে নিজের ত্রুটির খেসারত দিতে হয় এবং শরীয়তে এলাহী পশ্চাতে রাখার ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

সুখ ও সৌভাগ্যের যিনি স্রষ্টা, তিনি বড় মেহেরবান ও দয়ালু। তা হলে তুমি অন্যের কাছে কীভাবে সুখ কামনা করতে পার? সৌভাগ্য যদি মানুষের এখতিয়ারে থাকত, তা হলে দুনিয়ার বুকে দুঃখী, বঞ্চিত এবং পেরেশান বলতে কেউ থাকত না।

কৃত্রিম হোক অথবা প্রাকৃতিক, নৈরাশ্যের সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখো। নৈরাশ্যের অস্তিত্বই ভুলে যাও। দৃষ্টি শুধু সাফল্যের উপর নিবদ্ধ রাখো। দেখবে, কখনও ব্যর্থতার মুখ দেখতে হবে না।

৫. প্রত্যেক দিন নতুন জীবনের সূচনা করো

আল্লাহ ﷻ থেকে দূরত্ব জীবনের ফল তিতা করে ফেলে। এত ইলম, মেধা, বুঝ, উপলব্ধি, অন্তরদৃষ্টি, শক্তি, সৌন্দর্য ও সত্যের পরিচিতি– সমস্ত সদগুণ বরবাদ হয়ে যায় এবং সবকিছু দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তখন মানুষ ঐশী সামর্থ্য থেকে খালি এবং বরকত থেকে মাহরূম হয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ ﷻ মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কেননা, আল্লাহ ﷻ থেকে দূরত্ব আর বিস্মৃতির পরিণতি বড় ভয়ানক হবে। তুমি একটি রাস্তা দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছ। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত দ্রুতগামী গাড়ি তোমার দিকে ধেয়ে আসছে। তোমার কাছে মনে হচ্ছে যে, গাড়িটি তোমাকে পিষ্ট করে ফেলবে। মেরে ফেলবে। এ সময় খুব দ্রুত নিজেকে বাঁচানোর ফিকির ছাড়া তোমার আর কোন উপায় থাকবে না। আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাবান্দীকে সেই ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য সতর্ক করেন, যার কারণে তারা আল্লাহ ﷻ থেকে দূরত্বের পরিণামে বরবাদ হতে পারে। আল্লাহ ﷻ তাকিদ করছেন, যাতে আমরা সব বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর আশ্রয়ে গমন করি–

> তোমরা আল্লাহর দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী। তাঁর সঙ্গে আর কাউকে ইলাহ সাব্যস্ত কোরো না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। [৫১:৫০-৫১]

আল্লাহ ﷻ-র দিকে প্রত্যাবর্তন মানুষের কাছে কয়েকটি বিশেষ কাজের দাবি করে। নতুন একটি জীবনের সূচনা, জীবনের মূল্যায়ন,

আল্লাহ ﷻ-র সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নেক আমলে পরিপূর্ণতা। এসব কথাই সেই দোআর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে সাইয়িদুল এস্তেগফার বলে–

হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা এবং যতটা সম্ভব, আমি তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকার পালনে বাধ্য। আমি সেই সব গুনাহ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলো আমার পক্ষ থেকে হয়ে যায়। আমি সেইসব নেয়ামতের কথাও স্বীকার করছি, যেগুলো তুমি আমাকে দিয়েছ। আমি নিজের গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। নিশ্চই তুমি সেই সত্তা, যিনি গুনাহখাতা মাফ করে থাকেন।

যখন তুমি কোন কাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে ব্যর্থ হও, তখন এমন চিন্তা কোরো না যে, সংকট সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছ।

৬. নারীসমাজ আকাশের উজ্জ্বল তারকা

একজন নেককার ও পরহেযগার মুমিন নারী স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহারের বেলায় কোন নজির রাখে না। আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য করে এবং সৎকাজে স্বামীর আনুগত্য করে। নবী ﷺ এমন নারীদের প্রশংসা করেছেন এবং এমন নারীকেই আদর্শ সাব্যস্ত করেছেন, যেমনটা পুরুষ কামনা করে। যখন রসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, কেমন নারী সর্বোত্তম স্ত্রী? তখন নবীজী বললেন–

যখন স্বামী তার দিকে তাকায়, তখন সে তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। যখন সে তাকে হুকুম করে, তখন সে হুকুম তামীল করে এবং নিজের ব্যাপারে আর স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর মর্জির খেলাফ এমন কোন পদক্ষেপ নেয় না, যা স্বামী অপছন্দ করে।

যখন আল্লাহ ﷻ এই আয়াত নাযেল করেন–

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

ভয়ানক শাস্তির সুসংবাদ দাও তাদেরকে, যারা সোনারূপা সঞ্চয় করে এবং সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না। [৯:৩৪]

তখন উমর رضي الله عنه (ঘর থেকে) বাইরে এলেন। তাঁর সাথে সাওবান رضي الله عنه-ও ছিলেন। উমর রসুলুল্লাহ ﷺ-র খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর নবী! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের জন্য বড়

শক্ত মনে হচ্ছে। নবীজী ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে মানুষ যা সঞ্চয় করে থাকে, তার চেয়ে উত্তম সম্পদের কথা বলব না? তা হচ্ছে একজন নেককার স্ত্রী। যখন স্বামী তার দিকে দেখে, তখন সে তাকে খুশি করে দেয়। যখন স্বামী তাকে কোন কাজের হুকুম দেয়, তখন সে তার আনুগত্য করে এবং স্বামী অনুপস্থিত থাকলে সে নিজের সম্ভ্রম হেফাযত করে।

নবীজী ﷺ নারীর জান্নাতে প্রবেশের বিষয়টি স্বামীর সন্তুষ্টির সাথে যুক্ত করেছেন। উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোন নারী এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার উপর রাজী ও সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

সুতরাং তুমিও এমনই ভাগ্যবতী স্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করো।

প্রথম কাতারেই জায়গা আছে, শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক আমলে দৃঢ়তা ও পূর্ণতা আরও বাড়াতে হবে।

৭. হারাম আমলের চেয়ে মউত ভালো

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত হাদীসে একটি গল্প আছে। তিন ব্যক্তি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আচানক পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে এবং গুহার মুখে এসে আটকে যায়। তখন তারা তিন জন আল্লাহ ﷻ-র কাছে নেক আমলের দোহাই দিয়ে দোআ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে এই মসিবত থেকে মুক্তি দেন। তাদের মধ্য থেকে দ্বিতীয় জন বললেন, আমার একটি চাচাত বোন ছিল, তাকে আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। অপর বর্ণনায় আছে, আমি তাকে এত বেশি ভালোবাসতাম, যেমন একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালোবেসে থাকে। আমি তাকে নিজের করতলগত করতে চাইলাম; কিন্তু সে আমার নাগালে এল না। একসময় সে কঠিন অভাবের শিকার হয়ে গেল এবং আমার কাছে এল। আমি তাকে নির্জনে আমার সাথে মিলিত হওয়ার শর্তে একশ' বিশ দিনার দিলাম। সে শর্ত পূরণ করল। একসময় আমি তাকে নাগালের মধ্যে পেলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করো। আমার সতীত্ব নাজায়েয পন্থায় বরবাদ কোরো না।

মেয়েটি মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিল এবং প্রথম দিকে সে এই কাজে রাজী ছিল না; কিন্তু সীমাহীন অভাব ও দারিদ্র্য এই সংকটাপন্ন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। তারপরও সে পুরুষ লোকটিকে আল্লাহ ﷻ-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তার অন্তরে তাকওয়ার খেয়াল সৃষ্টি করে; ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত করে। তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে যদি তাকে

চায়ই, তা হলে জায়েয পন্থায় গ্রহণ করুক এবং যেনা থেকে বিরত থাকুক। এই কথা তাকে অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে দেয় এবং সে আল্লাহ ﷻ-র কাছে তওবা করে। এই নেক কাজ তার মুক্তির কারণ হয়ে যায়। এর কারণে গুহার মুখ কিছুটা খুলে যায়। অথচ পাথর গুহার মুখ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল।

মনে রেখো, যদি তুমি হারামের সাথে আপোষ করে চল, তা হলে নিঃচিহ্ন হয়ে যাবে।

৮. আলোকোজ্জ্বল আয়াত

আল্লাহ ﷻ বলেন–

অবশ্যই আল্লাহ সংকটের পর স্বাচ্ছন্দ্য দিবেন। [৬৫:০৭]

হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর করো। (সবরের বেলায়) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো। (শত্রুর মোকাবেলায়) সুদৃঢ় থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পার। [০৩:২০০]

আর সবরকারীদেরকে সুসংবাদ দাও। যাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়লে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। [০২:১৫৫-১৫৬]

তিনিই সেই সত্তা, মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং নিজের রহমত বিস্তার করেন। [৪২:২৮]

সবরকারীদেরকে তাদের অপরিমিত প্রতিদান বুঝিয়ে দেওয়া হবে। [৩৯:১০]

কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া। তোমার সত্তা পবিত্র। নিশ্চয় আমি জুলুমকারীদের একজন। [২১:৮৭]

কুরআনের এই আয়াতগুলো তোমাকে খুশি, স্বস্তির দিকে আহ্বান করছে এবং তোমার রবের উপর নির্ভরশীল হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে। তোমার অন্তর খুলে যাবে। কেননা, এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-র ওয়াদা

রয়েছে। তিনি মাখলুককে আযাব দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং পরীক্ষা করার জন্য, পবিত্র করার জন্য, সভ্য ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য মাখলুকের অস্তিত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ মা-বাবার চেয়েও বেশি মেহেরবান। সুতরাং আল্লাহ ﷻ-র কাছেই তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করো। তাঁর বড়ত্বের ঘোষণা করতে থাকো। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করো। তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে তাঁর শোকর আদায় করো। তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করো এবং তাঁর রসুল ﷺ-এর সুন্নত অনুসরণ করো।

সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকো, তা হলে মনে হবে, অনেক ভালো অবস্থায় আছ।

৯. আল্লাহ ﷻ-র পরিচয় দুঃখবেদনা খতম করে দেয়

সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল ও সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী হচ্ছেন আল্লাহ ﷻ। বান্দা চাওয়ার আগেই তিনি তার আকাক্সক্ষার চেয়ে বেশি দিয়ে থাকেন। ছোট ছোট আমলেরও তিনি মূল্যায়ন করেন এবং বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রতিদান দেন। অনেক গুনাহ তিনি মাফ করে দেন এবং আমলনামা থেকে মুছে দেন।

> জমীন ও আসমানে যা-কিছু আছে, তারা নিজ নিজ হাজত তাঁর কাছেই চেয়ে থাকে। প্রতিমুহূর্তে তিনি বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন। [৫৫:২৯]

তিনি প্রকৃত মালিক, একই সময়ে সবার কথা শোনেন। শুনতে গিয়ে কারও কথা তাঁর জন্য সংকট সৃষ্টি করে না। অসংখ্য বিষয় তাঁর সামনে উপস্থিত হয়; কিন্তু তাঁর কোন ভুল হয় না। আহ্বানকারীদের ডাকে তিনি বিরক্ত হন না; বরং মিনতি ও কান্নাকাটি করে আহ্বানকারীদেরকে তিনি পছন্দ করেন। শুধু তা-ই নয়; তিনি আহ্বানকারীদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং আহ্বান পরিহারকারীদের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি নিজের বান্দাবান্দীর প্রতি খুব খেয়াল রাখেন; যদিও তারা বেশিরভাগ সময় তাঁর থেকে গাফেল থাকে। তিনি বান্দা-বান্দীর দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন; অথচ বান্দা নিজের দোষত্রুটি ঢেকে রাখতে পারে না। তিনি বান্দাদের উপর রহম করে থাকেন; যদিও তারা নিজেদের উপর রহম করে না। আমাদের দিল কীভাবে তাঁর মহব্বতে বিহ্বল না হয়ে পারে, যিনি সমস্ত

/

কল্যাণ ও মঙ্গালের উৎস। তিনি সমস্ত অন্যায় ও বিপদ দূর করে থাকেন। তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে ডাকলে সাড়া দেয় এবং ত্রুটিবিচ্যুতি এড়িয়ে যায়। গুনাহখাতা মাফ করে দেয়; পেরেশানী দূর করে; নৈরাশ্যের সময় সাহায্য করে এবং রহমত ও নেয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়?

আল্লাহ ﷻ সবচেয়ে বড় দানশীল; সবচেয়ে বড় দয়ালু; সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী; সবচেয়ে আশ্রয় দানকারী; সবচেয়ে শক্তিশালী আশ্রয়। তাঁর উপর ভরসাকারীদের প্রতি তিনি খুব খেয়াল রাখেন। বান্দাবান্দীর উপর তিনি মাবাবা'র চেয়েও বেশি মেহেরবান। বান্দার তওবার কারণে তিনি ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন, যার সওয়ারী, খানাপানি ও আসবাবপত্র নিয়ে ঊষর মরুভূমিতে হারিয়ে যায় এবং সেই সময় ফিরে পায়, যখন সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়।

সৌভাগ্য লাভের অবিরাম সাধনায় অর্জন করো বিভিন্ন অভিজ্ঞতা।

১০. মুবারক দিন

একটি বিষয় পরীক্ষা করে দেখো। ফজরের সালাতের পর খুশু-খুযুর সাথে কেবলামুখী হয়ে বসো। দশ বা পনেরো মিনিট। এই সময়ে খুব বেশি করে যিকির ও দোআর এহতেমাম করো। আল্লাহ ﷻ-র কাছে দিনটি বরকতময় হওয়ার জন্য দোআ করো। দিনটি যেন খুবসুরত, মুবারক ও পবিত্র হয়। যেন সৌভাগ্যের কারণ হয়। যেন পুরোপুরি কামিয়াব ও সফল হয় এবং সমস্যা, সংকট ও ভাগ্যের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত থাকে। এমন একটি দিন যেন হয়, যাতে রিযিকের প্রশস্ততা থাকে; খায়র ও বরকত থাকে পর্যাপ্ত। যাতে হিফজ ও নিরাপত্তা থাকে পরিপূর্ণ। এমন একটি দিন, যাতে দুঃখ, বেদনা, পেরেশানী ও দুঃচিন্তার গন্ধ নেই। কেননা, আল্লাহ ﷻ হচ্ছেন সেই সত্তা, যার কাছে খুশি কামনা করা যেতে পারে এবং যার কাছে রিযিকের প্রশস্ততার আবদার করা যায়। চাওয়া যায়, কল্যাণ ও মঙ্গল। তিনি আযমত ও ইয্যতের মালিক।

এই সামান্য সময়ের বৈঠক আল্লাহ ﷻ-র হুকুমে পুরো দিনকে বরকতময়, উপকারী, অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দঘন করে দিতে পারে।

তুমি যদি কাজ থেকে অবসর হয়ে এমনিতেই বসে থাকো, তা হলে তোমার জন্য রয়েছে অতিমূল্যবান পরামর্শ। টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে তুমি কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত শুনতে পারো। রেডিও থেকে প্রচারিত তেলাওয়াত থেকেও তৃপ্ত হওয়া যেতে পারে। নরম, কোমল

ও মিষ্টি কণ্ঠে আল্লাহ ﷻ-র কালাম শুনলে কলব নূর দ্বারা আলোকিত হতে পারে। কুরআনের আয়াত শ্রবণের কারণে অন্তরের উপর আল্লাহ ﷻ-র ভয় ছেয়ে যেতে পারে, যা তোমার অন্তর থেকে গুনাহের ধুলাবালি দূর করে এবং শকসন্দেহের জাল ছিন্ন করে ঈমানের সতেজতা দান করবে। তোমার হৃদয় প্রশস্ত করে আশপাশের পরিবেশ আরও উত্তম বানিয়ে দিবে।

ওইসব বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলো তুমি আঞ্জাম দিতে পারবে না। কাজের পরিধি ততটুকু বাড়াও, যেটুকু তুমি সামাল দিতে পারবে।

নীলকান্ত মণি

১. হেদায়েতপ্রাপ্তা স্ত্রী বরকতময় জীবনের নিশ্চয়তা

স্ত্রীর অন্যতম একটি ফরয হচ্ছে উত্তম থেকে উত্তম, আর আবেগময় পন্থায় স্বামীকে স্বাগত জানানো। যখন তিনি বাহির থেকে আসেন, তখন তার ক্লান্ত শ্রান্ত চেহারা দেখে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। বরং অতিসত্বর তার প্রয়োজনাদি পূরণ করা জরুরী।

পেরেশানী ও বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞেস না করে তাকে স্বস্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যখন তিনি কাপড় বদলে ফেলবেন এবং শান্ত হবেন, তখন নিজেই পেরেশানীর কারণ প্রকাশ করবেন। কিন্তু এমন সময়ও যদি তিনি কোনকিছু না বলেন, তা হলে পেরেশানীর কারণ জিজ্ঞেস করায় কোন অসুবিধা নেই। যখন তাকে অবস্থা জিজ্ঞেস করবে, তখন এমন পন্থা অবলম্বন করবে, যাতে তিনি মনে করেন যে, তার স্ত্রী প্রকৃতপক্ষেই তার জীবনসঙ্গী ও দুঃখের সাথী।

তার পেরেশানীর প্রতি স্ত্রীর যথেষ্ট মনোযোগ আছে। এমন নিখুঁত ও অভিনব পন্থার কারণে তিনিও সীমাহীন প্রভাবিত হবেন।

যদি স্ত্রী অনুভব করেন যে, স্বামী যেসব অসুবিধার মুখোমুখি, তিনি সেগুলো দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবেন, তা হলে বিলম্ব করা উচিত নয়। এমনটি করলে স্বামীর অনেক বড় এক বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

স্বামীর কাছে মনে হবে যে, তার ঘরে মূল্যবান মণিমুক্তা ও হীরাজহরত রয়েছে; রবং দুনিয়ার সমস্ত মূল্যবান জহরত তিনি হাসিল করেছেন।

একথা চিন্তা করে দুঃখবেদনা বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন নেই যে, দুনিয়ার অনেক কাজ তুমি আঞ্জাম দিতে পারনি; বরং তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে, অনেক বড় বড় ব্যক্তি পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় উঠতে পারেননি।

২. আজকের দিনটিই শুধু তোমার

কোন ভাগ্যবান বলেছেন, সেই দিনটি অত্যন্ত বরকতময়, যে দিনটি আমার নিয়ন্ত্রণে; আমি কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণে নই। সেই দিনটি হচ্ছে এমন যে, আমি নিজের চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখি এবং খাহেশ ও চাহিদার গোলাম হয়ে থাকি না।

এসব চমৎকার দিনগুলোর মধ্যে কিছু আছে এমন, যেগুলো আমি সবসময় মনে রাখি এবং কখনও ভুলতে পারি না।

প্রত্যেক ওই দিন, যেদিন আমি নফসে আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণ করি, তার প্রতিক্রিয়ার নাগাল থেকে নিজেকে হেফাযত করতে পারি, এবং শকসন্দেহের পেরেশানী থেকে বাইরে আসতে পারি, সেটা নিশ্চয়ই আমার জন্য কামিয়াব ও সুন্দরতম দিন।

সেই দিনটা কতই না চমৎকার, যেদিন কোন নেক কাজ এই মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে করি যে, মানুষ কাজটি ছেড়ে দিয়েছে অথবা কাজটিকে তারা অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে।

সমাজে এই কাজের সমালোচনা হবে, অথবা এই নেক কাজের খবর কেউ নিবে না। মানুষের তারীফ-প্রশংসার পরোয়া না করে আমি সেই কাজটি করে ফেলি, যার সৌন্দর্য আমার জীবনে অবশিষ্ট থেকে যায়; কিন্তু অন্যকেউ এ সম্পর্কে জানতেই পারে না।

সেই দিনের কী দাম আছে, যেদিন আমার হাত পয়সা দিয়ে ভরা থাকবে; অথচ খালি থেকে যাবে আমার রূহ। এর চেয়ে আমি সেই দিনকে প্রাধান্য দিই, যেদিন আমার পকেট খালি থাকে; কিন্তু আমার অন্তরের উপর কোন প্রকারের বোঝা থাকে না।

ওইসব দিন কতই না সুন্দর, যেদিনগুলোতে বস্তুগতভাবে আমার অংশ বড় নয়; কিন্তু নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আমলের বিচারে সেদিনগুলোতে আমি অনেক কিছু হাসিল করেছি। আল্লাহ ﷻ-র শোকর, এই প্রাপ্তিই আমার সবচেয়ে মূল্যবান মূলধন।

যাকিছু সম্ভব, তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং এসব নেয়ামতের উপর আল্লাহ ﷻ-র শোকর আদায়কারী হও। সজাগ অবস্থায় স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দাও। সেইসব বস্তুর তামান্না ও আকাঙ্ক্ষায় সময় বরবাদ কোরো না, যেগুলো তোমার চেষ্টা ও যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৩. ভেবো না যে, তোমাকে দমানো হচ্ছে

শিরোনামের এই ধারণা খুব উত্তম একটি গুণ, যা পেরেশানী নিয়ন্ত্রণ ও সাফল্য লাভ করার ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত হয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষায় এবং পরিবারের লোকজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের রহস্য এর মধ্যেই নিহিত। কেননা, যেসব মানুষের মস্তিষ্কের দিগন্ত প্রশস্ত এবং বোধ ও উপলব্ধি গভীর, তারা মানুষের রুচি বোঝে; বিবর্তন উপলব্ধি করে; নিজেকে অন্যের স্থানে কল্পনা করে তার অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা করে এবং তার ভিতর-বাহিরের অবস্থা ও অবস্থান অনুমান করে।

দুঃখবেদনা যা-ই থাক না কেন, বোধ ও উপলব্ধিসম্পন্ন লোক সমস্ত বিষয়ের সঠিক ধারণা রাখেন। তিনি জানেন যে, কখনও কখনও সংকটের মুখোমুখি হতে হবে এবং তিনি যেমন চান, তেমন নতীজা লাভ হবে না। কেননা, এটা মানবজীবনের প্রকৃতি। দুনিয়াতে এমন কোন লোক নেই, যে তার জীবনের সমস্ত চাওয়া পূরণ করতে পেরেছে। অনেক মানুষ কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করে, কিন্তু তার মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত থাকে। আবার অনেক সময় কোন বিষয়ে সে আনন্দ অনুভব করতে থাকে, অথচ তার মধ্যে অকল্যাণ নিহিত থাকে। কল্যাণ তো তার মধ্যেই, আল্লাহ ﷻ তার জন্য যা পছন্দ করেন।

প্রশস্ত উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ অনুভব করে যে, সে এই মহাবিশ্বের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ এবং দুঃখবেদনা সবসময়ের সঙ্গী। একইভাবে সে এখানকার খুশি আর সৌভাগ্যেরও শামিল। এসব বিষয়

থেকে সে সম্পর্কহীন থাকতে পারে না। আবার সে এটাও অনুভব করতে পারে না যে, সে একাই দুঃখবেদনায় লিপ্ত। যেমন, সমঝ ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত লোক অনুভব করে যে, সে একাই সমস্যায় লিপ্ত; অন্যরা শুধু তাকেই দুঃখের শিকারে পরিণত করেছে এবং দুর্গতি তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ।

যারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন, যাদের বোধের দিগন্ত প্রশস্ত, তারা কখনও এমনটা ভাবে না। বরং এর বিপরীতে তারা চিন্তা করেন যে, জীবনের নিয়ম এটাই এবং দুঃখবেদনা জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনে কখনও রোদ, কখনও ছায়া, কখনও হেমন্ত, কখনও বসন্ত আসবেই। সুতরাং তারা এই বাস্তবতা কবুল করেন এবং নিজের সমস্ত নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা সুন্দর থেকে সুন্দরতমের জন্য নিয়োগ করেন।

আজ এখনই অন্তরকে প্রফুল্ল রাখো; কাল কী হবে, সেই চিন্তায় লিপ্ত হয়ো না।

৪. কষ্টের পর সাফল্য খুব আনন্দদায়ক

এক সফল ব্যক্তি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন–

একজন অসহায় মানুষহিসেবে আমি দুনিয়াতে চোখ মেলেছিলাম। প্রতিপালনের সময় থেকেই ক্ষুধার স্বাদ আস্বাদন করছিলাম। এক টুকরো রুটির জন্য মায়ের সাথে জিদ করার কষ্ট কেমন, তা আমি ভালো করেই জানি। অথচ মায়ের কাছে সেই একটি টুকরোও থাকত না। আমি সেই সময় নিজের ঘরকে বিদায় জানিয়ে ছিলাম, যখন আমার বয়স ছিল দশ বছর।

এগারো বছর বয়সে আমি মেহনত ও মজদুরী শুরু করে দিই। বছরে শুধু একমাস পড়াশোনা করতাম। এগারো বছরের বিরতিহীন পরিশ্রমের পর আমি দুটি গরু ও ছয়টি ভেড়ার মালিক হতে সক্ষম হই, যেগুলোর দাম ছিল চুরাশি ডলার। আমি একটি পেনিও নিজের আনন্দফূর্তির কাজে ব্যয় করিনি। আমি যেদিন থেকে উপার্জন করতে শুরু করেছিলাম, সেদিন থেকে একেকটি পেনি সঞ্চয় করতে থাকি। আমি প্রকৃত ক্লান্তি সম্পর্কে খুব অবগত আছি।

কাজের সন্ধানে আমি মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছি, যাতে সাথীসঙ্গীদের কাছে কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি এবং নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখতে পারি। একুশতম বছরের প্রথম মাসে জঙ্গালে জঙ্গালে ঘুরে বেরিয়েছি এবং গরুর গাড়িতে করে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে এনেছি। ভোর হওয়ার পর থেকে রাতের আঁধার বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত আমি বিরতিহীন পরিশ্রম করতাম, বিনিময়ে মাসে

আমি ছয় ডলার পেতাম; কিন্তু প্রতিটি ডলার জীবনের আঁধার রাতে পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝকমকে মনে হত।

যদি অতীতে তুমি কোন ভুল করে থাক, তা হলে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং শিক্ষা নেওয়ার পর বিষয়টি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

৫. নিজের অবস্থা সামলিয়ে নিয়ন্ত্রণ করো

আমি এমন এক জওয়ানের কথা জানি, যখমের কারণে যার পা কেটে ফেলা হয়েছিল। আমি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম। সে ছিল সমঝদার ও শিক্ষিত। আমি তাকে বলতে চেয়েছিলাম–

জাতি তোমার কাছে আশা করে না যে, তুমি দৌড় প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হও অথবা ফ্রি স্টাইলের কোন পালোয়ান হও। বরং জাতি তোমার কাছে আশা করে যে, তুমি তাদেরকে সুচিন্তিত পরামর্শের মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশনা দিবে। আলহামদু লিল্লাহ, এ বিষয়টি তোমার মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

আমি যখন তাকে দেখার জন্য গেলাম, তখন সে আমাকে বলল–

আলহামদু লিল্লাহ, আমার পা কয়েক দশক পর্যন্ত সঙ্গো ছিল এবং সঙ্গী হিসেবে সে খুব চমৎকার ছিল। আমার ঈমান ও একীন ঠিক আছে এবং আমার অন্তর এর উপর আশ্বস্ত।

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন–

আমাদের মানসিক ও আত্মিক স্বস্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকে, যতক্ষণ আমরা নিকৃষ্টতর অবস্থা কবুল করার জন্য প্রস্তুত থাকি।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার জন্য উদ্যম ও চঞ্চলতা সবধরণের বন্ধন ও আবরণ

থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু এরপরও হাজার হাজার মানুষ এমন, যারা গোস্বার কাছে পরাস্ত হয়ে নিজের জীবন ধ্বংস করে দেয়। কেননা, তারা তিক্ত বাস্তবতা স্বীকার করতে আপত্তি করে এবং যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু রক্ষা করার ফিকির করে না। এর পরিবর্তে তারা আশা-আকাঙ্ক্ষার মহল পুনরায় নির্মাণ করার জন্য নিজের অতীত তিক্ততার সাথে যুদ্ধ শুরু করে। ফলে তারা নিজেকে এমন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করে, যার কোন নতীজা প্রকাশ পায় না।

ইসলামের দৃষ্টিতে অতীত ব্যর্থতার উপর মাতম ও অশ্রুপাত করা এবং অতীতের দুঃখবেদনা ও পরাজয়ের উপর কান্নাকাটি অকৃতজ্ঞতার দলিল। এমন নৈরাশ্য কুফর এবং আল্লাহ ﷻ-র তাকদীর অস্বীকার করার নামান্তর।

৬. বুদ্ধিমতী মায়ের উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

আরব নারীদের মধ্য থেকে এক বুদ্ধিমতী মায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ আছে, যেগুলো খুব সংক্ষিপ্ত ও সমৃদ্ধ। এগুলো হচ্ছে উমামা বিনতে হারেসের উপদেশ। তাঁর মেয়ে উম্মে ইয়াস বিনতে আউফ যখন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে তিনি এসব উপদেশ করেছিলেন। তিনি মেয়েকে বলেছিলেন,

হে আমার প্রিয় মেয়ে! কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি সেই ঘর পরিত্যাগ করবে, যে ঘরে তুমি প্রতিপালিত হয়েছ, যেখানে তুমি পা পা করে বড় হয়েছ। নারী যদি পিতার ধন-সম্পদের অজুহাতে স্বামীর প্রয়োজন থেকে মুক্ত হতে পারত, তা হলে তুমি সবচেয়ে ধনী হতে; কিন্তু নারীকে পুরুষের জন্য এবং পুরুষকে নারীর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় উপদেশ: অল্পে সন্তুষ্ট থেকে জীবনসঙ্গীর সাথে আচার-ব্যবহার নির্ণয় করবে। তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ উপদেশ: খেয়াল রাখবে, যাতে তোমাকে সুন্দর দেখায় এবং তোমার দেহ থেকে উত্তম খোশবু আসতে থাকে। তার দৃষ্টি যেন তোমার দেহের এমন স্থানে পতিত না হয়, যা দেখতে বিরক্তিকর। তোমার শরীর থেকে তার নাকে যেন শুধু খোশবুই প্রবেশ করে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপদেশ: তার আহার ও নিদ্রার সময়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। তীব্র ক্ষুধা গোস্বার আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং আরাম বিঘ্নিত হলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

সপ্তম ও অষ্টম উপদেশ: স্বামীর চাকর-বাকর ও ছেলেমেয়ের দিকে খেয়াল রাখবে এবং তাঁর সম্পদ হেফাজত করবে। তাঁর সম্পদ হেফাজত করার অর্থ হচ্ছে তুমি তাকে কামনা কর এবং তার চাকর-বাকর ও সন্তানাদির প্রতি খেয়াল রাখার অর্থ হচ্ছে তোমার মধ্যে শৃঙ্খলা আছে।

নবম ও দশম উপদেশ: স্বামীর কোন গোপন কথা কখনও ফাঁশ করবে না এবং তার কোন নির্দেশ অমান্য করবে না। কেননা, গোপন তথ্য ফাঁশ করলে তুমি তার রূঢ় আচরণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না। আর তার নির্দেশ অমান্য করলে তার অন্তরে তোমার উপর বিরক্তি সৃষ্টি হবে। মেয়ে আমার! সাবধান, স্বামী যখন হতাশ ও উদাস থাকবেন, তখন তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করবে না; আর যখন তিনি আনন্দিত থাকবেন, তখন নিজের চেহারা গোমরা করে রাখবে না।

৭. রবকে তিনি রাজি করলেন জীবন দিয়ে

তুমি কি জুহায়না গোত্রের এক নারীর কাহিনী শুনেছ? বেহেশতী সেই নারীর জীবনে একটি অন্যায় সংঘটিত হয়েছিল। যেনায় লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি। এরপর তিনি আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করেন এবং তওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসেন। তিনি নবী ﷺ-র কাছে শুধু এজন্য উপস্থিত হন যে, পাথর নিক্ষেপ করে যেন তার উপর দণ্ড কার্যকর করা হয়। তিনি গর্ভবতী অবস্থায় নবীজী ﷺ-র খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি এমন অপরাধে লিপ্ত হয়েছি, যার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং আমার উপর দণ্ড কার্যকর করুন।

নবী ﷺ তাঁর অভিভাবককে ডেকে বললেন, একে যত্ন করে রাখো। সন্তান জন্ম দিয়ে অবসর হলে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অভিভাবক তা-ই করলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ মহিলাকে ভালো করে কাপড় দিয়ে বেঁধে পাথর নিক্ষেপ করার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি তাঁর জানাযা পড়ালেন। উমর رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি এর জানাযা পড়াচ্ছেন, অথচ এ তো যেনায় লিপ্ত হয়েছিল? নবী ﷺ বললেন, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, এর তওবা মদীনার সত্তর জন ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলে, তাদের মাগফেরাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কি এমন কাউকে দেখেছ, যে তার চেয়ে উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান কুরবান করে দিয়েছে?

এ ছিল মহিলার ঈমান ও একীনের দৃঢ়তা। এজন্য তিনি নিজেকে পবিত্র করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদি মহিলার ঈমান এতটা মজবুত না হত, তা হলে কিছুতেই তিনি পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুকে বরণ করে নিতেন না। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, তা হলে মহিলার থেকে যেনার মত অপরাধ হল কেন? এটা কি তার ঈমানের দুর্বলতার দলিল নয়? এর জওয়াব হচ্ছে এই যে, একজন মানুষ দুর্বল হতে পারে এবং তার থেকে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মত ঘটনাও ঘটতে পারে। কেননা, মানুষকে স্বভাবতই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এক মুহূর্তে সে পথভ্রষ্টও হতে পারে। কেননা, তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু যখন তার অন্তরে ঈমানের বীজ বোপন করা হয় এবং তার গাছ ফল দিতে শুরু করে, তখন তার প্রকৃত চেতনা ও ঈমানের দৃঢ়তা ষোলকলা পূর্ণ করে সামনে আসে। আর এ কারণেই মহিলা পবিত্র হওয়ার আবেদন করে রসুলুল্লাহ ﷺ-কে তাড়া করতে থাকেন এবং আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি, তাঁর রহমত ও মাগফেরাত অর্জন করার জন্য নিজের প্রাণ স্রষ্টার কাছে উৎসর্গ করেন।

অভিযোগ বন্ধ রাখো এবং সবসময় আপত্তির খাতা মেলে রেখো না।

৮. ঈমান হেফাজতের বিনিময়ে প্রাণ হেফাজত

একজন সুশ্রী ও রূপসী নারীর গল্প, যিনি ধনদৌলত ও চাকর-বাকর নিয়ে নিজের ঘরে আবদ্ধ ছিলেন এবং তখন তিনি পালানোর সুযোগ পাননি, যখন এস্কান্দারিয়ার উপর ক্রুসেডাররা হামলা করেছিল। একদিন ইংরেজরা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করল এবং তাদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাস করল, ধনসম্পদ কোথায়?

মহিলা সন্ত্রস্ত হয়ে জওয়াব দিলেন, ধনসম্পদ কামরার মধ্যে রক্ষিত সিন্দুকের ভিতর। একথা বলে তিনি সেই কামরায় রাখা সিন্দুকগুলোর দিকে ইশারা করলেন, যেই কামরায় তিনি অবস্থান করতেন। ভয়ে মহিলার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হল। ইংরেজদের মধ্য থেকে একজন তখন বলে ফেলল, ভয় পেয়ো না। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। আমার সম্পদ ও আমার দৃষ্টি অনুগ্রহের যোগ্য।

কথা শুনে মহিলা বুঝতে পারলেন যে, লোকটি তাকে পছন্দ করেছে এবং সে তাকে নিজের সঙ্গে রাখতে চায়। এজন্য মহিলা তার দিকে একটু অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি একটু বাথরুমে যেতে চাই। কথায় একটু কোমলতা আনতে চেষ্টা করলেন তিনি।

ইংরেজ লোকটি বুঝল যে, মহিলা তাকে পছন্দ করেছেন। এজন্য সে তাকে বাথরুমে গিয়ে প্রয়োজন সারার অনুমতি দিল। মহিলা বাথরুমে গেলেন, আর ইংরেজরা সিন্দুক নিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে গেল। মহিলা বাড়ি থেকে পালিয়ে একটি স্টোর রুমে গিয়ে আত্মগোপন করতে সক্ষম হলেন, যেখানে বিভিন্ন ফালতু জিনিস পড়ে ছিল। ইংরেজরা ঘর লুট

করাপ পর মহিলাকে অনুসন্ধান করল; কিন্তু পেল না। তারা লুটের মাল নিয়ে চলে গেল। মহিলা এই কৌশলের মাধ্যমে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা পেলেন। তার চাকরও ঘরের ছাদে পালানোর কারণে রক্ষা পেয়ে যায়।

এই ঘটনার পর মহিলা বললেন, ধন-সম্পদ, হীরা-জহরত ও বিত্তবৈভব হেফাজত করার চেয়ে নিজের ঈমান-একীন ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করা উত্তম। এজন্যই জানবায লোকেরা ঈমান হেফাজত করে থাকেন। কয়েদী হওয়া এবং নিজের ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য হওয়ার চেয়ে দরিদ্র ও অভাবী হওয়া উত্তম।

ওইসব প্রতিকূল পরিস্থিতি ও বিপদাপদ কবুল না করে তোমার উপায় নেই, জীবনে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয় এবং যেগুলো বদলানো তোমার ইচ্ছাধীন নয়। তবে ওইসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা তুমি ঈমানী শক্তি ও সবরের সাহায্যে করতে পার।

৯. চোখে আছে সেই বিন্দু, যা রত্ন হয়নি

আল্লাহ ﷻ তওবাকারী ও পরিচ্ছন্ন লোকদেরকে ভালোবাসেন। তিনি বান্দাবান্দীর তওবার কারণে ওই লোকের চেয়েও বেশি খুশি হন, যার উটের উপর সফরের আসবাবপত্র, খাবার ও পানি আছে, এবং সেটা ঊষর মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। ফলে সে নিরাশ হয়ে কোথাও মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছে। ইতোমধ্যে ঘুমে চোখ বুজে এসেছে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ মেলে দেখে তার মাথার কাছে উট দাঁড়িয়ে আছে। উটের পীঠে ঠিকমতই আছে খাবার, পানি ও অন্যান্য আসবাব। খুশিতে সে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা; আর আমি তোমার রব।

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ ﷻ-র শান সবচেয়ে বড়। তাঁর রহমত এতটাই প্রশস্ত যে, তা সবকিছুকে ছেয়ে আছে। তিনি বান্দার তওবার কারণে এতই খুশি হন যে, তাকে জান্নাত ও নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দান করেন। আল্লাহ ﷻ মুমিন বান্দাবান্দীকে ডেকে বলেন–

> হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তওবা করো। আশা করা যায়, তোমরা কামিয়াব হবে। [২৪:৩১]

তওবার অশ্রুতে দিল পরিচ্ছন্ন হয়। আর এ হচ্ছে অনুশোচনার আগুন, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয়। তা ছাড়া এ হচ্ছে লজ্জার অনুভূতি, যা চোখ থেকে প্রতিক্রিয়ার বন্যা প্রবাহিত করে। এ হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জনকারীদের মূলধন। আল্লাহ ﷻ-র দিকে যাত্রাকারীদের প্রথম ধাপ। আল্লাহ ﷻ-র

দিকে ধাবমানদের অবিচলতার চাবি। তওবাকারী কাঁদে; কাকুতি-মিনতি করে এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে মাগফেরাতের দোআ করে। যখন লোকজন স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে থাকে, তখন তওবাকারীর দিল আল্লাহ ﷻ-র ভয়ে অস্থির থাকে। যখন আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টি আয়েশ করতে থাকে, তখন তওবাকারী আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত থাকে। ভগ্ন হৃদয়ে পেরেশান হয়ে সে নিজের রবের সামনে দাঁড়ায় এবং অনুশোচনার ভারে মাথা নত করে। নিজের গুনাহখাতা স্মরণ করে কেঁপে ওঠে। এতে পেরেশানী ও অস্থিরতার ভাব তৈরী হয়। তার অন্তরে এক প্রকারের আগুন জ্বলতে থাকে এবং চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বইতে থাকে। তার অন্তর আগামী কালের সাফল্যের অপেক্ষা করতে থাকে। কেননা, গুনাহের ভার থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়, যাতে পুলসিরাত সহজে পার হতে পারে।

ইতিবাচকভাবে চিন্তা করো। বিশেষত যেদিন তোমাকে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়। সম্ভবনা আছে যে, পরবর্তী দিন তোমার জন্য খুশি ও কামিয়াবীর পয়গাম নিয়ে আগমন করবে।

১০. আল্লাহ ﷻ- র পথে প্রাণ উৎসর্গকারিণী নারী

যামানার সবচেয়ে বিলাসবহুল প্রাসাদে বসবাস করতেন তিনি। অসংখ্য চাকর-চাকরানী তাঁর ইশারায় কাজ করত। তাঁর জীবন ছিল আরাম-আয়েশ ও নাযনেয়ামতে টইটম্বুর।

এই মহান নারীর নাম আসিয়া বিনতে মুযাহিম, যিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী رضي الله عنها। একজন নাযুক তবিয়তের নারী নিজ মহলে নিরাপদ ও স্বস্তিতে ছিলেন। তাঁর অন্তরে হেদায়েতের সূর্য উদিত হয়। জাহেলী জীবনকে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি, যা তাঁর স্বামী ফেরাউনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল।

ঈমানী দৃষ্টিশক্তি ছিল তাঁর। আরাম-আয়েশ ও চাকর-বাকরের তিনি পরোয়া করেননি। এতটাই বড় মর্যাদার অধিকারী তিনি ছিলেন যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে সেকথা উল্লেখ করেছেন এবং তাকে ঈমানদারদের জন্য আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন–

> আর মুমিনদের জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন। যখন সে দোআ করল, হে আমার রব! আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানাও এবং ফেরাউন ও তার কর্মকা- থেকে পরিত্রাণ দাও। আর আমাকে মুক্তি দাও জালেম সম্প্রদায় থেকে। [৬৬:১১]

আলেমগণ এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, আসিয়া দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি এতটাই উপযুক্ত ছিলেন যে, নবী ﷺ তাঁর আলোচনা সেইসব নারীদের সঙ্গে করেছেন, যারা নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করেছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুরুষদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জনকারী অনেক আছে; কিন্তু নারীদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছেন মাত্র দু'জন; ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও ইমরানের মেয়ে মারইয়াম। আর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর এমন, বিভিন্ন প্রকারের খাবারের উপর সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন।

ইনি হচ্ছেন ঈমানদার ও সত্যের দিশারী আসিয়া। ফেরাউনের অন্ধকার মহলে হেদায়েতের বাতি প্রজ্বলনকারিণী। কে আছে, যে আমাদের এই দেশে হেদায়েতের মশাল জ্বালাবে, আর যার মধ্যে সবর, অবিচলতা ও দাওয়াতের গুণ বিদ্যমান থাকবে?

সাগরসেঁচা মুক্তা

১. ভরসা করো রবের উপর, ঘুমাও স্বস্তিতে

সেই নারীর নামে, যে তার রবের সন্তুষ্টির সাথে তার তাকদীরের উপর রাজী হয়ে স্বস্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে গেছে। যে আশপাশের উত্তপ্ত সমস্যা ও পরিস্থিতির ব্যাপারে উদাসীন ও নিশ্চিন্ত। যে দুঃখবেদনাকে কখনও নিজের অন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি এবং তার চোখ কখনও অশ্রুসিক্ত হয়নি।

প্রত্যেক ওই নারীর নামে, যে তার সন্তান-সন্ততি হারিয়েছে এবং নিজের সখী, বান্ধবী ও পিতামাতার উপর মাতম সম্পন্ন করেছে। প্রত্যেক ওই বেদনার্ত মুমিন নারীর নামে, যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দুঃখ ও পেরেশানীর চাদর মুড়ি দিয়েছে।

আল্লাহ ﷻ তোমার জন্য বিরাট প্রতিদান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন; তোমার মর্যাদা বুলন্দ করেছেন এবং তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

> সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য নাও। নিশ্চয় সালাত একটি মুশকিল কাজ। তবে ফরমাঁবরদার লোকদের জন্য মুশকিল নয়। [২:৪৫]

আলী رضي الله عنه-র বাণী–

সবর ঈমানের অংশ এবং ইসলামে সবরের স্থান তেমনই, শরীরে মাথার স্থান যেমন।

হে বিপদে ধৈর্য-ধারণকারিণী! তোমার জন্য বিরাট সুসংবাদ রয়েছে— পরকালীন প্রতিদান, জান্নাতুল ফেরদাউস, চিরস্থায়ী জান্নাতে আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য, যা হচ্ছে সিদ্দীকদের মাকাম। এই হচ্ছে সেইসব নেক আমলের বদলা, যেগুলো তুমি রবের কাছে পৌঁছে দিয়েছ এবং সেইসব প্রচেষ্টার প্রতিদান, যেগুলো তুমি সত্য ধর্মের জন্য করেছ। মুবারকবাদ! তোমার সবর ও ধৈর্যের উপর এবং ঈমান ও একীনের দৌলতের উপর এবং সেই বিশ্বাসের উপর যে, তুমি যাকিছু করছ, তার জন্য আল্লাহ ﷻ অবশ্যই প্রতিদান দিবেন। অচিরেই তুমি জানতে পারবে যে, যেকোন অবস্থায় তুমি বিরাট সুবিধার মধ্যে আছ "এবং সবরকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।" [২:১৫৫]

স্বনির্ভরতার মতলব হচ্ছে জীবনের অর্থ অনুসন্ধান এবং নিজেকে এতটুকু উপযুক্ত করা, যাতে জীবন থেকে অনেক কিছু হাসিল করা যায়।

২. দিলের অন্ধত্বই প্রকৃত অন্ধত্ব

এক ছিল অন্ধ লোক, যিনি তার অন্তরঙ্গা স্ত্রী, ভাগ্যবান ছেলেমেয়ে আর বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধবের সাথে সুখময় জীবনযাপন করছিলেন। কোন বিষয় যদি তাকে পেরেশান করত, তা হলে তিনি যে অন্ধকারে বাস করতেন, সেখানে তার একটিই তামান্না থাকত, জিনিসপত্র চোখের আলোতে দেখে পরখ করা। এতে তার আনন্দ দ্বিগুণ হতে পারত।

এই অন্ধ যে শহরে বাস করতেন, সেখানে একবার এক দক্ষ ডাক্তার আগমন করেন। অন্ধ ব্যক্তি সেই ডাক্তারের কাছে গমন করেন এবং এমন ওষুধ কামনা করেন, যা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে। ডাক্তার তাকে চোখে ব্যবহার করার ওষুধ দিয়ে তা ব্যবহার করার নিয়ম বাতিয়ে দেন। তিনি তাকে বলে দেন যে, যেকোন সময় তার দৃষ্টি ফিরে আসতে পারে।

অন্ধ ব্যক্তি ওষুধ ব্যবহার করতে শুরু করেন। তখন কারও বিশ্বাস ছিল না যে, তার দৃষ্টি ফিরে আসতে পারে। একদিন তিনি বাগানে বসে ছিলেন। এর মধ্যে আচানক তার চোখে দৃষ্টি ফিরে আসে। তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন এবং প্রিয়তমা স্ত্রীকে সংবাদ দেন যে, তার দৃষ্টি ফিরে এসেছে। কিন্তু তিনি দেখতে পান, তার স্ত্রী ভিনপুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এ অবস্থা দেখে নিজের চোখের উপর তার অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তিনি চলে যান আরেক কামরায়। দেখেন, এক ছেলে সিন্দুক থেকে পয়সা চুরি করছে। অন্ধ

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন এবং চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, এ ডাক্তার নয়; অভিশপ্ত জাদুকর।

এরপর তিনি একটি সুই নেন এবং নিজের চোখ ফুড়িয়ে ফেলেন। আর এভাবেই আতঙ্কে সেই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যান, যা তিনি লাভ করেছিলেন।

রুহানী রোগ ও মানসিক অস্থিরতা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার চেয়েও অনেক গুণ বড়।

৩. প্রতিশোধের পিছনে থেকো না

কিছু লোক সহজপ্রবণ। নিজের সমস্ত হক বুঝে নেওয়ার গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তারা অনেক কিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। অনেক সময় তারা মুক্ত মস্তিষ্কে বাস করতে থাকেন। সহজতা এদের স্বভাবজাত বিষয়। খুব যাচাইয়ের পিছনে এরা পড়েন না। বক্তব্যের পিছনে কী আছে এবং লেখার মধ্যবর্তী টিকায় কী বলা হয়েছে, সেগুলো জানার আগ্রহ এদের নেই। এসব বিষয়ে মেধাখরচ, তাদের দৃষ্টিতে অনর্থক।

বিপরীত কিসিমেরও কিছু লোক আছে। সয়ে নেওয়ার কোন যোগ্যতা তাদের ধাতে নেই। কোন বিষয় তারা দৃষ্টির আড়াল করতে পারে না। নিজের সামান্য স্বার্থ পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সবসময় তারা অন্যের উপর কঠোর মনোভাব লালন করে এবং নিজের হক ষোলো উসুল করে নেয়। এমন কি সবসময় তারা প্রাপ্তির চেয়ে খানিকটা বেশি নিতে সচেষ্ট থাকে; কিন্তু তারপরও তারা প্রফুল্ল হতে পারে না।

প্রাকৃতিকভাবে মানবসমাজের যে শ্রেণির স্বভাবের মধ্যে এড়িয়ে যাওয়ার যোগ্যতা আছে, তারা অন্তরের স্বস্তির সাথে প্রফুল্ল এবং পেরেশানী থেকে দূরে থাকে। অন্যদের অন্তরে তারা জায়গা করে নিতে পারে। তারা মানুষের মহব্বত ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তাদের সামনে সাফল্যের দরজা খুলে যায়। এরা ওই শ্রেণির চেয়ে

অনেক বেশি লাভ করে, যারা মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে স্বার্থ উদ্ধার করে; যারা চুলের চামড়া তুলতে অভ্যস্থ; মানুষের উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য সবসময় পরিবেশ নিরীক্ষণে লিপ্ত থাকে। আর এভাবেই তারা নিজের জন্য সবধরণের পেরেশানী খরিদ করতে থাকে। মানুষ এদেরকে ঘৃণা করে এবং এদের থেকে দূরে সরে যায়। এদের সামনে সাফল্যের দরজা বন্ধ থাকে। এজন্যই নবী ﷺ দুটি কাজের মধ্য থেকে সহজটিকে অবলম্বন করতেন। যদি সেটা গুনাহের কাজ না হত। এজন্যই লোকজন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরত না। তিনি বলতেন, আল্লাহ ﷻ এমন বান্দার উপর রহম করে থাকেন, যে সহজতা পছন্দ করে– যখন সে কোন বস্তু খরিদ করে, অথবা বিক্রি করে, কিংবা যখন সে অন্য কারও নিকট থেকে নিজের হক তলব করে।

তোমার যাকিছু করার ইচ্ছা, আজই করে ফেলো; আগামী কাল নিয়ে ভেবে ভেবে পেরেশান হয়ো না।

৪. মর্যাদা নির্ণিত হয় প্রাপ্তির গুণে

এক সম্পদশালী ব্যক্তি বলেছেন–

দুনিয়ার অন্যতম সম্পদশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ধনদৌলতের ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গী বা অনুভূতি নেই। একটি ফ্লাটে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে খুব সাদাসিধা জীবনযাপন করি। আমি শরাব পান করি না; সিগারেটও পান করি না। ওইসব বিলিয়নপতি কোন ব্যক্তির জীবনপদ্ধতিও আমি গ্রহণ করিনি, যাদের ছবি দৈনিক পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায়। আরামদায়ক সিংহাসন, শহরের বাইরে আলীশান বাড়ি, দাওয়াত-যিয়াফতের হাঙ্গামা, তালাকের উপর বুনিয়াদ রেখে কমবয়সী নারীদের বিবাহ, যাদের হক আদায় করতে লাখ-লাখ ডলার খরচ হয়– এসবের কিছুই আমার পছন্দ নয়।

আমার প্রেম কাজের সাথে; আমি এর মধ্যেই আনন্দ অনুভব করি। আমি সাধারণত কাজের ফাঁকে অফিসেই আহার করি। কোটি কোটি ডলারের মালিক হওয়ার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি শুধু এতটুকু ভেবেই আনন্দিত হই যে, আমার পিতৃপুরুষের শহর টোকিও একটি ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে এক বিশাল রাজধানী শহরে পরিণত হয়েছে। এর আধুনিক পদ্ধতির নির্মাণ আমাকে আনন্দিত করে। কেননা, এর পিছনে আমারও অংশ রয়েছে। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্র সারা দুনিয়ার মানুষের মনোযোগের ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। সংক্ষেপ কথা হচ্ছে এই যে, আমার আনন্দ আমার প্রাপ্তির মধ্যে লুক্কায়িত।

দুঃখ ও নৈরাশ্য একটি কিশতিকে সাগরের তলদেশ থেকে উপরে তুলতে পারে না।

৫. অমুসলিম বিশ্ব চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত

মায়ু হাসতালের কর্মকর্তা ডক্টর হারোল্ডসিন হ্যাবিন আমেরিকান ডাক্তার, কন্সাল্টেন্ট ও সার্জনদের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন যে, তিনি ১৭৪ ব্যক্তির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখার সাথে সম্পৃক্ত এবং যাদের বয়স ৪৫ বছর বা এর কাছাকাছি।

দেখা গেছে, এদের প্রতি তিনজনের একজন তিনটি রোগের কোন একটিতে আক্রান্ত, যেগুলো শুধু মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট। হৃদরোগ, পরিপাকতন্ত্রের আলসার, আর উচ্চ রক্তচাপ।

এসব লোক পয়তাল্লিশ বছর বয়স হতে না হতেই এগুলোর কোন একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আমরা কি এসব ব্যবসায়ীকে সফল লোক বলতে পারি, যারা ইহলৌকিক সাফল্যের মূল্য আলসার বা হৃদরোগের আকারে আদায় করেছেন।

পুরো দুনিয়ার মালিক হয়ে লাভ কী, যদি সুস্থতা হারিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি পুরো দুনিয়ার মালিকও হয়ে যায়, তা হলেও সে সর্বোচ্চ একটি বিছানায় শুইতে পারে এবং আহার করতে পারে তিন বেলা। তার এবং হালচাষকারী এক শ্রমিকের মধ্যে কীসের পার্থক্য?

একজন শ্রমিক খুব গভীরভাবে ঘুমাতে পারে এবং পেট ভরে আহার করতে পারে; অথচ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং মর্যাদার বিচারে হিমালয় স্পর্শকারী ব্যক্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা পারে না।

ড. ডব্লিউএস আলভারেজ বলেন, প্রতি পাঁচটি রোগ থেকে চারটির কারণ হচ্ছে মানসিক। অর্থাৎ ভীতি, বিদ্বেষ, স্বার্থান্ধতা ও মানসিক চাপ। এগুলোর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত। এমন লোকেরা নিজের জীবন ও অন্তরের মাঝে সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়।

আমরা অতীতকে বদলাতে পারি না; নিজেদের ইচ্ছামত নির্মাণ করতে পারি না ভবিষ্যৎকেও। তা হলে সেসব বস্তুর বেদনায় কেন জীবনকে বিপন্ন করি, যেগুলো আমাদের ইচ্ছার বাইরে।

৬. জীবনসঙ্গী ও উত্তম আচরণ

একজন নেককার মুমিন নারী জীবনসঙ্গীর সাথে খুব বেশি আবদার-আবেদন করে তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে না। বরং আল্লাহ ﷻ তার জন্য যতটুকু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেটুকুর উপরই সন্তুষ্ট থাকে। এই প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে। উরওয়াহ রহমাতুল্লাহি আলাইহ তাঁর খালা আয়েশা رضي الله عنها থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলতেন–

ভাগিনা! আল্লাহর কসম! আমরা এক মাসের নতুন চাঁদ দেখতাম; তারপর দ্বিতীয় চাঁদ দেখতাম; অতঃপর তৃতীয় চাঁদ দেখতাম– এভাবে তিনতিনটি মাস অতিবাহিত হয়ে যেত; কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়িতে আগুন জ্বলত না।

উরওয়াহ জিজ্ঞেস করতেন, খালা! আপনারা তা হলে বেঁচে থাকতেন কীভাবে?

আয়েশা জওয়াব দিতেন, দুই কালো বস্তু– খেজুর ও পানি (’র মাধ্যমে)। তা ছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েক জন আনসারী পড়সী ছিলেন, যাদের কাছে ছাগল ছিল। তারা ছাগলের দুধ নবী ﷺ-এর জন্য পাঠিয়ে দিতেন, যা আমরা পান করতাম।

এক মুহূর্তের সাথে অপর মুহূর্ত যুক্ত এবং প্রত্যেক মুহূর্তের মূল্য ও দাম আছে। জীবনের প্রকৃত আবেদনই হচ্ছে এই যে, প্রতিটি মুহূর্ত যেন কাজে লাগানো হয়।

৭. আল্লাহ ﷻ-র পছন্দের উপর সন্তুষ্ট থাকো

ইবরাহীম عليه السلام-এর স্ত্রী, ইসমাঈল عليه السلام-এর মা হাজেরা عليها السلام-এর কথা কতই না ক্রিয়াশীল, যখন তিনি স্বামীর পিছনে পিছনে এগোচ্ছিলেন এবং ইবরাহীম তাঁকে ও ছেলে ইসমাঈলকে নিষ্ফলা উপত্যকা (মক্কা)-এ রেখে সফরে যাচ্ছিলেন। হাজেরা বার বার বলছিলেন–

হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে এমন উপত্যকায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে কোন হিতাকাঙ্ক্ষী, গুণগ্রাহী ও জীবনোপকরণ নেই।

ইবরাহীম কোন জওয়াব দিলেন না। তখন হাজেরা জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহ কি আপনাকে এমন করার জন্য হুকুম দিয়েছেন?

ইবরাহীম বললেন, হাঁ।

হাজেরা বললেন, তা হলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।

নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ নেককারদেকে ধ্বংস হতে দেন না। আল্লাহ ﷻ সুরা কাহাফে এক নেককার দম্পতিকে উত্তম বিনিময় দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন–

> থাকল ছেলের বিষয়টি। তার মা-বাবা ছিল ঈমানদার। আমাদের কাছে আশঙ্কা মনে হয় যে, ছেলেটি দাম্ভিকতা ও কুফরের মাধ্যমে তাদেরকে সংকটে ফেলে দিবে। এজন্য আমরা চাইলাম যে, তাদের রব ওর পরিবর্তে এমন সন্তান

> দান করুন, যে চরিত্রগুণে ওর চেয়ে ভালো হবে এবং যার কাছে কুটুম্বিতা রক্ষার আশা করা যাবে। [১৮:৮০-৮১]

আল্লাহ ﷻ কি সেই নেককার বান্দার ধনভাণ্ডার হেফাযতের ব্যবস্থা করেননি, যা তিনি তার ছেলের জন্য রেখে দিয়েছিলেন, যাতে সে বড় হয়ে সেটা সংগ্রহ করতে পারে। এজন্যই আল্লাহ ﷻ-র হুকুমে মুসা عليه السلام-এর সাথী মুসাকে সঙ্গো নিয়ে সেই দেয়াল পুনঃনির্মাণ করেন, যার নীচে ধনভাণ্ডার সুপ্ত ছিল।

> আর দেয়ালের বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এ হচ্ছে দু'জন এতীমের, যারা এই শহরে থাকে। এই দেয়ালের নীচে সেই ছেলেদের ভাণ্ডার প্রোথিত আছে। তাদের পিতা ছিল একজন নেককার লোক। এজন্য তোমার রব চাইলেন যে, এই দুই শিশু যেন বালেগ হয় এবং তাদের ধনভাণ্ডার বের করে নেয়। এটা তোমার রবের রহমতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। [১৮:৮২]

যেই অতীতের উপর আমাদের কর্তৃত্ব নেই, তা নিয়ে পেরেশানী করে কী ফায়দা; আর ভবিষ্যতের দূরবর্তী আশঙ্কা থেকেই বা কী পাওয়া যায়?

৮. দুনিয়ার জন্য কোন আফসোস নয়

এই অস্থায়ী জীবন কতটা সংক্ষিপ্ত, যে ব্যক্তি তা জানে, এবং নিজের নিঃসম্বল হওয়ার অনুভূতি যার আছে এবং দুনিয়া কীভাবে রং বদলায়, আর দুনিয়াদারদের সাথে কেমন আচরণ করে, সে কথাও যে ব্যক্তি জানে, সে দুনিয়া অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুঃখ ও পেরেশানীর শিকার হবে না। দুনিয়া খোয়ানোর কষ্টও তার থাকবে না। আমাদের জন্য পরকালই উত্তম। পরকালই স্থায়ী। আখেরাত দুনিয়ার তুলনায় সীমাহীন বড়। আল্লাহ ﷻ-র শোকর, তুমি মুসলমান। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-র সাথে সাক্ষাতের পূর্ণ একীন রয়েছে তোমার। কিন্তু তোমাদের বিপরীতে যেসব অমুসলমান আছে, তারা তো ওয়াদার এই দিন অস্বীকারই করে থাকে। মুবারকবাদের উপযুক্ত হচ্ছে ওই নারী, যে পরকালের এই দিনের উপর ঈমান রাখে এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য তাদের জন্য, যাদের ঈমান দুর্বল এবং যারা পরকাল বিস্মরণে লিপ্ত। যারা মহল, ঘরদরজা, ধনভাণ্ডার ও সাধারণ ধনসম্পদ সঞ্চয় নিয়ে ব্যস্ত। ঈমান ছাড়া প্রাসাদ, বিলাসবহুল বাড়ি আর গহনা-অলঙ্কারের কীবা গুরুত্ব আছে? তাকওয়া না থাকলে পদ আর পদবীর কী মূল্য? রাজত্ব, নেতৃত্ব আর ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যদি সৌভাগ্য খরিদ করা যেত, তা হলে রাজা-বাদশা, আমীর-উমরা ও বণিকদেরকে আমরা পেরেশানীতে লিপ্ত দেখতাম না। তাদেরকে দুঃখবেদনা, বিপদাপদ ও হতাশা-নিরাশার অভিযোগ করতে দেখতাম না।

> অতীত হচ্ছে একটি স্বপ্ন, যা বিগত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে; আর ভবিষ্যৎ হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচল। আজই হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব।

৯. আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টির রূপসৌন্দর্য

মানুষ ও তার সৃষ্টিকৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। জাতপাত তাদের বিচিত্র; ভাষা বিবিধ; কণ্ঠস্বর ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ ﷻ তাকে কত সুন্দর গঠনাকৃতি দান করেছেন। আল্লাহ ﷻ সবচেয়ে সৌন্দর্য দান করেছেন মানুষের চেহারায়। যেমন, তিনি নিজেই বলেছেন–

> তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতি খুব সুন্দর করেছেন। [৪০:৬৪]

> যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; সোজা-সুঠাম করেছেন এবং তোমাকে সুসমঞ্জস্য করেছেন। তিনি যেভাবে চেয়েছেন, সে আঙ্গিকেই তোমাকে গঠন করেছেন। [৮২:৬-৭]

> আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছি। [৯৫:৪]

আসমানের প্রশস্ততা আর তারকারাজির উচ্চতা নিয়ে ভাবো। সূর্যের তাপ, সেতারার উজ্জ্বলতা আর চাঁদের কিরণের দিকে দৃষ্টিপাত করো। সুবিশাল মহাশূন্যের দিকে দেখো, জমীনের পীঠের দিকে নজর ফেরাও। দেখো কী চমৎকার ফরাশ বিছানো হয়েছে। জমীনের নানা স্তরে রয়েছে পানির মজুদ। তা উঠিয়ে খেতখামারে ব্যবহার করা হয়। এতে উৎপন্ন হয় নানা রকম ফসল। এরপর পাহাড়ের উচ্চতার দিকে নজর দাও। দেখো, কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে। সাগর-মহাসাগর ও নদী-নালার দিকে দৃষ্টিপাত করো। রাতের কালিমা আর ভোরের আলোর দিকে দেখো। এই আলো, এই আঁধার, এই সাদাকালো মেঘের অসাধারণ

মেলা। এগুলো নিয়ে ভাবো। এসবের মধ্যে রয়েছে কত বিস্ময়কর মিল, অভাবনীয় সম্পর্ক। বাগানের কলি, বাহারী ফুল আর রসে ভরা কত রকম ফল। এই যে মজাদার দুধ আর সুমিষ্ট মধু। পুষ্পকানন, মৌমাছি, পিঁপড়া, কীটপতঙ্গা, পানির মাছ, উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক, দোয়েল-কোয়েল-ময়না-শ্যামার সুরসঙ্গীত আর বিচিত্র জীবজন্তু– রূপসৌন্দর্য প্রকাশের মহা-আয়োজন। এই যে সবুজ প্রকৃতি চোখের খোরাক ও প্রশান্তি। এগুলোর দিকে লক্ষ করো আর ভাবো আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টিকৌশল নিয়ে।

> অতএব, (দিন শেষে) তোমরা যখন সন্ধ্যা করো তখন আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো এবং ঘোষণা করো যখন তোমরা সকাল (বেলার মাধ্যমে দিনের শুরু) করো, তখনও। আসমানসমূহ ও জমীনের যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্যে। (তাঁর তাসবীহ পাঠ করো) দিনের তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমাদের উপর দুপুরের আয়োজন উপস্থিত হয়। তিনি জীবিত থেকে মৃত এবং মৃত থেকে জীবিত বস্তুর আবির্ভাব ঘটান এবং জমীনকে তার মৃত্যুর পরে জীবন দেন। এমনইভাবে তোমাদেরকেও (মৃতুর পর) বের করা হবে। [৩০:১৭-১৯]

জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোর দিকে তাকিয়ো না। সৃষ্টির অসংখ্য রূপসৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে তৃপ্ত হও।

১০. সীমাহীন অনুগ্রহ, অসীম দান

একবার রোমান সেনারা কয়েক জন মুসলিম নারীকে বন্দী করল। এই খবর মনসুর ইবনে আম্মারের কাছে এসে পৌঁছল। লোকজন তার কাছে আরজি করল, আপনি খলীফার কাছে কেন যাচ্ছেন না? তাঁর সাথে আলোচনা করে কেন প্রজাদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করছেন না?

এসব কথা শুনে তিনি শামের অন্তর্গত রাক্কায় গিয়ে খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হলেন।

যে সময় মনসুর ইবনে আম্মার লোকজনকে আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় জেহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন, তখনই তাঁর কাছে একটি বন্ধনযুক্ত প্যাকেট এবং তার সাথে মোহরাঙ্কিত একটি পত্র এসে পৌঁছল। মনসুর পত্র খুলে দেখলেন, তাতে লেখা আছে–

আমি আরব ঘরানার একটি মেয়ে। রোমানরা মুসলিম নারীদের সাথে যে আচরণ করেছে, সে খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি শুনেছি, আপনি লোকজনকে জেহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন। আমি নিজের দেহের দিকে নজর বুলিয়ে দেখলাম যে, আমার চুলের বেণি দুটি সবচেয়ে মূল্যবান। আমি সে দুটি কেটে ফেললাম এবং আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমি আপনার কাছে কসম দিয়ে আবেদন করছি, আপনি বেণি দুটি জেহাদে ব্যবহৃত ঘোড়ার লাগাম বানাবেন। আমি আশা করছি, আল্লাহ ﷻ যদি আমাকে এমতাবস্থায় দেখেন, তা হলে আমার প্রতি তাঁর দয়া হবে।

পত্র পড়তে গিয়ে মনসুর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তাঁর চোখ দুটি থেকে অশ্রু গড়াতে থাকল। তাঁর সাথে কাঁদতে লাগল অন্যরাও। হারুনুর রশীদ জেহাদের জন্য বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলেন। নিজেও মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জেহাদ করতে থাকলেন। আল্লাহ ﷻ তাঁকে সাহায্য করলেন এবং বিজয় দান করলেন।

অতীতের জন্য অশ্রু ফেলা বন্ধ করো। অনর্থক কান্নাকাটি কোরো না। কেননা, তুমি অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

১. আল্লাহ ﷻ-র কোন ব্যতিক্রম নেই

এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন কোন সালাতের সময় ছিল না। তিনি দেখলেন দশ বছর বয়সী একটি ছেলে অত্যন্ত খুশুখুযুর সাথে সালাতে ব্যস্ত আছে। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন। একসময় ছেলেটির সালাত শেষ হল। লোকটি তখন তার কাছে গিয়ে সালাম করলেন। বললেন, বেটা! তুমি কার ছেলে?

ছেলেটি মাথা নত করল। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। এরপর মাথা তুলে সে বলল, চাচাজান! আমি এতীম। আমার বাবা মারা গেছেন।

লোকটির অন্তরে ছেলেটির জন্য মায়া জাগ্রত হল। তিনি বললেন, তুমি কি আমার ছেলে হতে পছন্দ করবে?

ছেলেটি জিজ্ঞাস করল, আমি যখন ভুখা থাকব, তখন কি আপনি আমাকে খানা খাওয়াবেন?

হাঁ। লোকটি জওয়াব দিলেন।

যখন আমার কাপড়ের প্রয়োজন হবে, তখন কি আপনি আমাকে কাপড় পরিধান করাবেন?

হাঁ।

যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব, তখন আপনি আমাকে সুস্থ করে তুলবেন?

লোকটি জওয়াব দিলেন, এক্ষেত্রে আমার কোন এখতিয়ার নেই।

তখন ছেলেটি বলল, আমি যখন মারা যাব, তখন কি আপনি আমাকে পুনরায় জীবিত করবেন?

লোকটি বলল, এখানেও আমার কোন এখতিয়ার নেই।

ছেলেটি বলল, তা হলে আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। চাচাজান! যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনিই আমাকে খানাপিনা করান। যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনি আমাকে সুস্থ করেন। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তিনি আমাকে মাফ করে দিবেন।

লোকটি সোজা হয়ে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন–

আমি আল্লাহ ﷻ-র উপর ঈমান এনেছি। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহ ﷻ যথেষ্ট।

২. সৌভাগ্য আছে; কিন্তু তা নিবে কে?

আর কোথাও নয়, মানুষ কেবল নিজের সত্তার মধ্যেই সৌভাগ্য খুঁজে পেতে পারে। শর্ত হচ্ছে সেটা অর্জন করার জন্য সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই পন্থা হচ্ছে এখলাসের সাথে সততা ও সাহসের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা; নেক আমল করা, মানুষকে মহব্বত ও সহায়তা করা, স্বার্থান্ধতা থেকে বিরত থাকা এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে হৃদয়কে প্রাণবন্ত রাখা। সৌভাগ্য কোন কাল্পনিক বিষয় নয়; বরং পুরোপুরি বাস্তব। অনেক লোক আছে, যারা সৌভাগ্য লাভ করে কামিয়াব হয়েছেন। আমাদের জন্যও সৌভাগ্যবান হওয়া সম্ভব। যদি আমরা নিজেদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিই, আমাদের উপর দিয়ে যেসব অবস্থা অতিক্রান্ত হয়, সেগুলো থেকে উপকার নিই। যদি আমরা আপন জীবনের উপর শিক্ষা গ্রহণের মত দৃষ্টি ফেরাতাম, তা হলে আমরা সেখান থেকে অনেক নতীজা বের করতে পারতাম। ইলম ও মারেফত, সবর ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার মাধ্যমে আমরা শারীরিক ও মানসিক অনেক রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে যে সাময়িক জীবন দান করেছেন, সেটা এমন উত্তম পন্থায় অতিবাহিত করতে পারি, যাতে সংকট, বঞ্চনা, কৃতঘ্নতা ও অবমূল্যায়নের সন্দেহ থাকবে না।

> একজন নারীর রূপসৌন্দর্যকে যা সবচেয়ে বেশি বরবাদ করে, তা হল তার মানসিক অস্থিরতা। এসব পেরেশানী কখনও কখনও এমন ভয়ানক হতে পারে যে, অল্প বয়সী নারীকে বয়স্কা দেখায়।

৩. উত্তম আচরণ হচ্ছে অন্তরের জান্নাত

সাধারণ মানুষ অন্যদের জন্য আয়নাস্বরূপ। যদি মানুষ অন্যদের সাথে উত্তম আচরণের সাথে ওঠাবসা করে, তা হলে অন্যরাও তার সাথে উত্তম আচরণ দেখায়। তার শিরা-উপশিরা কোমলতা অনুভব করে; হৃদয় শান্ত হয়। তার কাছে মনে হয় যে, সে বন্ধুত্বের অনুপম পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করছে।

পক্ষান্তরে যখন একজন মানুষ অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাদের প্রতি অমনোযোগ প্রকাশ করে, তখন অন্যরাও তার সাথে খারাপভাবে মেশে এবং কঠোরতা ও বাঁকা আচরণ অবলম্বন করে। যে ব্যক্তি অন্যদের আদব-এহতেরাম করে না, অন্যরাও তার আদব-এহতেরাম করে না।

উত্তম আচরণ অবলম্বী লোক আত্মিক প্রশান্তির কাছাকাছি এবং সংকট, সমস্যা ও পেরেশানী থেকে দূরে থাকে। তা ছাড়া উত্তম আচরণ হচ্ছে এবাদত। এর উপর নবী ﷺ অনেক বেশি জোর দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

‘মার্জনার পথ অবলম্বন করো; নেক কাজের হুকুম করো এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো। [৭:১৯৯]

(হে নবী!) আল্লাহর রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য কোমলহৃদয় হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি দুর্ব্যবহারকারী ও পাষণ্ড

হতে, তা হলে এরা সবাই তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং তুমি তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি মাফ করে দাও। তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং দীনের কাজে তাদেরকেও পরামর্শে রাখো। এরপর যখন তুমি কোন কাজের সংকল্প করো, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা (তাঁর উপর) ভরসা করে। [৩:১৫৯]

নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে তারা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, যারা আচার-ব্যবহারে সবচেয়ে ভালো; যারা সমন্বিত হৃদয়ের অধিকারী; যারা অন্যদেরকে চায় এবং অন্যরাও যাদেরকে চায়। আমার কাছে সবচেয়ে নাপছন্দের লোক হচ্ছে তারা, যারা এর কাছে ওর কাছে কথাবার্তা লাগায় এবং পরস্পর মহব্বতকারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নেককারদের দোষ অনুসন্ধান করে।

সংশয়, অস্থিরতা আর উদ্দেশ্যহীনভাবে জটিলতায় প্রবেশ– এগুলো মানুষকে স্নায়ুবিক রোগে আক্রান্ত করে।

৪. আনন্দময় জীবনের রহস্য; দশটি মূলনীতি

একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ড. ডেক্স বলেন, সুখময় জীবনযাপন হচ্ছে একটি অনন্য শিল্প। এর জন্য দশটি সোনালী মূলনীতি আছে–

০১. পছন্দমত পেশা অনুসন্ধান করো। যদি তুমি তা করতে না পার, তা হলে এমন ব্যস্ততা গ্রহণ করো, যাতে তোমার মন প্রফুল্ল থাকে। অবসর সময় উক্ত কাজে ব্যয় করো এবং এই বিষয়ে দক্ষ হয়ে ওঠো।

০২. নিজের স্বাস্থ্য হেফাজত করো। কেননা, এ হচ্ছে সমস্ত সুখের মূল। স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য খাবার-দাবারে ভারসাম্য আবশ্যক। এর সাথে শারীরিক কসরত এবং বদঅভ্যাস পরিহার জরুরী।

০৩. জীবনের একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই। জীবনের উদ্দেশ্য থাকলে মানুষ কাজের শক্তি ও অনুপ্রেরণা বোধ করে।

০৪. জীবন যেমন, তাকে সেভাবেই গ্রহণ করো। জীবনের তিক্ততা ও মিষ্টতা কবুল করে নাও।

০৫. বর্তমান হচ্ছে প্রকৃত জীবন। অতীতের দুঃখবেদনা এবং দূর ভবিষ্যতের আশঙ্কায় লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই।

০৬. কোন সিদ্ধান্ত বা কাজের ব্যাপারে খুব চিন্তাভাবনা করে নাও। নিজের সিদ্ধান্ত ও তার পরিণামের ব্যাপারে অন্যকে দোষারোপ কোরো না।

০৭. সবসময় তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করো, যারা দুনিয়ার বিচারে তোমার চেয়ে নিম্ন স্তরের।

০৮. মুচকি মুচকি হাসতে অভ্যাস করো এবং প্রফুল্ল থাকো। ওইসব লোকের সংশ্রবে থাকো, যারা আশাবাদী।

০৯. আনন্দ ও ভালোবাসা বিতরণ করতে থাকো, যাতে আনন্দের খোশবুদার হাওয়া তোমার দিকে ফিরে আসে।

১০. খুশি ও আনন্দের ক্ষেত্র সৃষ্টি করো এবং নিজের সুখময় জীবনে সতেজতা আনার জন্য বিষয়টিকে আবশ্যক সাব্যস্ত করো।

আজকের দিন থেকে খুব উপকৃত হও এবং সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাচার অবলম্বন আগেই অনুসন্ধান করো।

৫. দুঃখ- হতাশা থেকে বাঁচতে আল্লাহ ﷻ-র আশ্রয়

আমি ভাবতেই পারি না যে, একজন বিবেকবান মানুষের হাসতে সংকোচ থাকতে পারে এবং একজন মুমিন হতাশা ও হীনমন্যতার শিকার হতে পারে। কিছু কিছু লোক অনেক সময় এমন অবস্থায় ঘরে যায়, যা তার মানসিক স্বস্তি ও আনন্দ ছিনিয়ে নেয়। এমন সময় তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-র হেফাজতে আশ্রয় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, বিপদ ও বালামসিবত থেকে তিনিই রক্ষা করতে পারেন। যদি কেউ হীনমন্যতার শিকার হয়, তা হলে এটাই তার ইচ্ছাশক্তি পতনের সূচনা হবে এবং তার সমস্ত নেক আমল ব্যর্থতা, নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

এজন্য রসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন, যাতে তাঁরা বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه রেওয়ায়েত করেন যে, একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ মসজিদে দাখিল হলেন এবং এক আনসারী ব্যক্তিকে মসজিদে অবস্থান করতে দেখলেন। তাঁর নাম ছিল আবু উমামা। তিনি বললেন, হে আবু উমামা! কী ব্যাপার, তোমাকে মসজিদে দেখতে পাচ্ছি; অথচ এখনও তো সালাতের সময় হয়নি। আবু উমামা رضي الله عنه বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! পেরেশানী আর করজের ভারে ন্যুব্জ হয়ে আছি। তখন নবী ﷺ বললেন–

আমি কি তোমাকে সেই কথাগুলো শিক্ষা দিব না, যেগুলো তুমি বলেলে আল্লাহ ﷻ তোমার পেরেশানী দূর করে দিবেন এবং তোমার করজও আদায় হয়ে যাবে? (আবু উমামা বলেন,) আমি বললাম, হাঁ; অবশ্যই শিক্ষা দিন হে আল্লাহর রসুল!

নবীজী বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যা এই দোআ পড়তে থাকো–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والحُزن، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخلِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجالِ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুঃখ ও পেরেশানী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ব্যর্থতা ও অলসতা থেকে। তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে। তোমার আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভাব থেকে।

আবু উমামা বলেন–

আমি তা-ই করেছি। আল্লাহ ﷻ আমার পেরেশানী খতম করে দিয়েছেন এবং করজ আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন।

৬. বিপদে সাহায্যকারী জীবনসঙ্গী

তাবাকাতের কিতাবাদিতে আছে, একবার নবী ﷺ-এর কলজের টুকরা ফাতেমা رضي الله عنها কয়েক দিন পর্যন্ত ভুখা ছিলেন। একদিন তাঁর স্বামী আলী رضي الله عنه অনুভব করলেন যে, তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা! তোমার কী হয়েছে?

তিনদিন থেকে ঘরে এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি খেতে পারি। ফাতেমা সোজা জওয়াব দিলেন।

আলী বললেন, তুমি আমাকে বলনি কেন?

ফাতেমা رضي الله عنها জওয়াব দিলেন, আমার পিতা শাদীর প্রথম রাতে বিদায় করার সময় বলেছিলেন, হে ফাতেমা! আলী যদি তোমার কাছে কিছু খাওয়ার জিনিস আনে, তা হলে খেয়ে নিয়ো; যদি সে কিছু না আনে, তা হলে তার কাছে কোন সওয়াল করবে না।

কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক আছে, যারা স্বামীর পকেট খালি করতে বড় পারদর্শী। যখনই তারা স্বামীর পকেটে মোটা অংকের অর্থ দেখতে পায়, তখনই তারা ঘরে জরুরী অবস্থার ঘোষণা দেয় এবং ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তিতে বসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর পকেট খালি না হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন পুরুষ এক-আধবার এই পরিস্থিতি বরদাশত করতে পারে। সে যদি দুই-এক বার এমনটা

করেও, তা হলে সমস্যার সমাধান হয় না এবং ধীরে ধীরে মতবিরোধ বাড়তে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

> জীবন এতটাই সংক্ষিপ্ত যে, তাকে আর সংক্ষিপ্ত বানানো সম্ভব নয়। সুতরাং একে আর সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা কোরো না।

৭. জান্নাতী নারীদের একজন

আতা ইবনে আবু রবাহ বলেন, (একবার) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী নারীর সঙ্গো দেখা করাব?

আমি বললাম, কেন করাবেন না?

তিনি বললেন, এই কালো মহিলা। তিনি নবী ﷺ-র কাছে এসে বললেন, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং আমার দেহের কোন কোন অংশ খুলে যায়। আপনি আমার জন্য দোআ করুন। নবীজী ﷺ বললেন, তুমি চাইলে এর উপর সবর করতে পার এবং তোমার জন্য জান্নাত থাকবে। আর তুমি যদি চাও, তা হলে আমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোআ করতে পারি, যাতে তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন। ওই মহিলা বললেন, আমি সবর করব।

এরপর মহিলা বললেন, আমার শরীর খুলে যায়। আপনি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোআ করুন, যাতে আমার শরীর খুলে না যায়।

নবী ﷺ তার জন্য দোআ করলেন।

এই পরহেযগার মুমিন নারী খুশিতে খুশিতে এই মসিবত বরদাস্ত করতে থাকেন, যেই মসিবত ছিল দুনিয়ার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। সবরের বিনিময়ে তার জান্নত পাওয়ার আশা ছিল। এই ব্যবসায় মহিলা খুব মুনাফা করেন এবং জান্নাতের উপযুক্ত সাব্যস্ত হন। কিন্তু তিনি

চাইতেন না যে, তার দেহ কারও সামনে খুলে যাক। এভাবে দেহ খুলে যাওয়া একজন পরহেযগার ও নেককার মানুষের জন্য মোনাসিব নয়।

আমরা সেইসব নারীকে কী বলব, যারা এমন লেবাস পরিধান করে, যা পরিধান সত্ত্বেও উলঙ্গা মনে হয়। যারা দেহের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়; লজ্জা ও পর্দার মাথা খেয়ে বেহায়াপনা বিস্তারে আগে আগে থাকে?

অন্তরের অস্থিরতা থেকে বাঁচো; বাস্তবকে সামনে রাখতে হলে দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে থাকো।

৮. সদকা বালামসিবত থেকে নিরাপদ রাখে

রহমতের অন্যতম এক দরজা হচ্ছে সদকা। এর মাধ্যমে উদারতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততা বাড়ে। এতে মন খুলে নেক কাজ করার আবেগ সৃষ্টি হয়। এজন্য সদকার মত মহান আমল যারা করেন, তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ যথেষ্ট। এর বিনিময়ে তিনি হৃদয়ের উন্মেষ, ঈমানের নূর, মনের উদারতা ও সুখময় জীবন দান করেন।

সদকা করো, চাই তা সামান্য হোক না কেন। সদকায় প্রদেয় বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। খেজুরের টুকরা, এক লোকমা খাবার, এক ঢোক পানি অথবা সামান্য মাঠা কোন মিসকীনকে দিয়ে দাও। কোন ক্ষুধার্তকে খাবার দাও। কোন রোগীকে দেখতে যাও। তখন তোমার কাছে অনুভূত হবে যে, আল্লাহ ﷻ তোমার পেরেশানী খতম করে দিয়েছেন। তোমার দুঃখবেদনা, বিরক্তি ও অস্থিরতা দূর করে দিয়েছেন। সদকা এমন একটি পরীক্ষিত ওষুধ, যা শুধু ইসলামী দাওয়াখানায় পাওয়া যায়।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহ'র কাছে আরজ করল, হে আবু আবদুর রহমান! সাত বছর থেকে আমার হাঁটুতে একটি যখম হয়েছে, যা কোন প্রকারে ভালো হচ্ছে না। আমি অনেক চিকিৎসকের কাছে গিয়েছি এবং অনেক রকম চিকিৎসা করিয়েছি; কিন্তু কোন ফায়দা হয়নি।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, যাও। এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করো, যেখানকার লোকজনের পানির প্রয়োজন আছে। সেখানে

একটি কূপ খনন করে দাও। আশা করি, যখনই সেই কূপ থেকে পানি বের হওয়া শুরু হবে, তখনই তোমার যখম ঠিক হয়ে যাবে।

লোকটি তা-ই করল এবং সে মসিবত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

প্রিয় বোন! আশ্চর্য হয়ো না। কেননা, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রোগের চিকিৎসা করো সদকার মাধ্যমে। তিনি আরও বলেছেন, নিঃসন্দেহে সদকা আল্লাহ ﷻ-র গোস্বা ঠান্ডা করে দেয় এবং খারাপ মৃত্যু থেকে হেফাযত করে।

> বেকার বসে থাকা চিন্তাভাবনার পাহাড় মাথায় নেওয়ার নামান্তর।

৯. সুন্দর হও, কেননা দুনিয়া সুন্দর

আকাশের চমকদার তারকা অত্যন্ত সুন্দর। এতে কারও কোন সন্দেহ নেই। তার সৌন্দর্য আপনা-আপনি হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। সময়ের তালে তালে তার সৌন্দর্য প্রতি মুহূর্তে নতুনত্ব লাভ করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, রাতের অন্ধকারে অথবা পূর্ণিমা রাতের চন্দ্রিমায়, আকাশ পরিষ্কার হোক অথবা মেঘাচ্ছন্ন– প্রতি মুহূর্তে রং বদলাতে থাকে। এক দিগন্ত থেকে অপর দিগন্ত, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত– তার সৌন্দর্য সবসময় অব্যাহত থাকে এবং হৃদয় আকৃষ্ট করতে থাকে।

একটিমাত্র তারকা, যা আকাশে একটি সুন্দর চোখের মত চমকাতে থাকে, এমনই চমৎকার চোখ, যা থেকে ভালোবাসার কিরণ ঠিকরে পড়তে থাকে এবং মনের শূন্যতা ভরিয়ে তোলে। এমনই দুটি চমকদার তারকার দিকে দেখতে থাকো, যেগুলো আসমানের উচ্চতা থেকে দিগন্তে এসেছে এবং একে অপরের সাথে কানে কানে কথা বলছে। তারকারাজির সমাবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করো, বৃত্তাকারে সেগুলো বন্ধুবান্ধবের মত একে অপরের হাতে হাত রেখে আসমানে দাঁড়িয়ে আছে এবং খোশগল্পে লিপ্ত আছে। এই স্বপ্নের চাঁদ প্রতিরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও খুব আলোকময়, কখনও বোজা বোজা, কখনও নবজাতকের মত রাতের সূচনা করে। কখনও নিঃশেষ হতে হতে শেষ রাতের সফরসঙ্গী। এই যে বিশাল প্রকৃতি, যা দর্শন করে কখনও দৃষ্টি ক্লান্ত হয় না এবং যার শেষ সীমা পর্যন্ত দৃষ্টি কখনও যায় না।

এসব সুন্দর ও চমৎকার দৃশ্য, যেগুলো একজন মানুষ বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখে এবং তৃপ্ত হয়। মুখের ভাষা অথবা কলমের লেখা এগুলোর বর্ণনা দিতে ব্যর্থ।

ওইসব বিষয় কবুল করে নাও, যেগুলো অবশ্যম্ভাবী। তবে সেগুলোর কারণে মর্মাহত হওয়ার কোন দরকার নেই। কেননা, এতে কোন ফায়দা হতে পারে না।

১০. একজন জানবায নারী

রোমানরা মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করেছিল। আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান ﷺ তাদেরকে পদানত করতে সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেনাপতি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন হাবীব ইবনে মাসলামাহ ফিহ্রীকে।

হাবীবের স্ত্রীও ফৌজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। লড়াই শুরু হওয়ার আগে তিনি নিজ বাহিনী পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। যখন তিনি নিজের স্ত্রীর কাছে পৌঁছলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন, যখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং সাগরের ঢেউয়ের মত সেনারা অন্যের উপর আছড়ে পড়তে থাকবে, তখন আমরা কোথায় সাক্ষাৎ করব?

সিপাহসালার হাবীব ইবনে মাসলামাহ জওয়াব দিলেন, তুমি আমাকে রোমান সেনাপতির তাঁবুতে পাবে, অথবা পাবে জান্নাতে।

একসময় তুমুল লড়াই শুরু হল। উভয় পক্ষে আরম্ভ হল শক্তির পরীক্ষা। হাবীব ও তাঁর বাহিনী অসীম বীরত্বের পরিচয় দিলেন। তারা এমন সাহসের সাথে হামলা করলেন, যেন আগে কখনও এমন করেননি। আল্লাহ ﷻ রোমানদের বিপক্ষে মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন।

স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে হাবীব ইবনে মাসলামাহ দ্রুত বেগে রোমান সেনাপতির তাঁবুতে গেলেন। যখন তিনি তাঁবুর দরজায়

গিয়ে পৌঁছলেন, তখন বিস্ময়ের সীমা থাকল না। তাঁর স্ত্রী আগেই সেখানে পৌঁছে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তুমি যদি চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রাখার যোগ্য হও, তা হলে কোন কাজ মুশকিল বা অসম্ভব নয়।

১. সময়ই জীবন; সময়ের অপচয় জীবনের অপচয়

নবী ﷺ আয়েশা رضي الله عنها-কে বলেছিলেন, হে আয়েশা! যখন তোমার কোন ভুলত্রুটি হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে আল্লাহ ﷻ-র কাছে মাফ চাও এবং তাঁর কাছে তওবা করো। কেননা, যখন কোন বান্দা নিজের গুনাহ স্বীকার করে, তখন আল্লাহ ﷻ তার তওবা কবুল করেন।

একটু চিন্তা করো। যাকিছু তুমি চেয়েছিলে, তার সবকিছু পেয়ে গেলে; তোমার সব তামান্না ও আরজু পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর এমন হল যে, এসব নেয়ামত থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার আগেই সব আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে গেল। তখন কী করবে? দুঃখবেদনায় অশ্রুপাত করবে না? আফসোস করে হাত মলবে না? শোকতাপে নিজেকে চিন্তাগ্রস্ত করবে না? আহ! সব ধ্বংস হয়ে গেল!!

কিন্তু তোমার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু, আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত জীবন। সেই জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় হচ্ছে, হায় আফসোস! তোমার তো তার অনুভূতিও নেই।

তোমার আয়ু, তোমার জীবনের একেকটি মুহূর্ত এমন রূহানী জহরত, বস্তুবাদী দুনিয়ার কোন মূল্যবান বস্তু যার সমকক্ষ হতে পারে না। জীবন তো হচ্ছে কিছু শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি। যেই শ্বাস বেরিয়ে যায়, সেটা আর কখনও ফিরে আসে না। এই শ্বাসই দুনিয়াতে তোমার

প্রকৃত মূলধন। হাঁ, এই শ্বাস-প্রশ্বাসের বিনিময়ে তুমি জান্নাতের নাজনেয়ামত কিনতে পার। আল্লাহ ﷻ-র কাছে আন্তরিক তওবাই তোমার জীবনকে বিনষ্টের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তওবা আর এস্তেগফারের মাধ্যমেই লোকসান ও ধ্বংস থেকে নিরাপদ থাকা যেতে পারে। তওবায়ে নাসূহা'র মাধ্যমে জীবনকে অপচয় হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখো।

সৌভাগ্য আর সাফল্যের একটিই রাস্তা। যে বস্তু আমাদের ইচ্ছার বৃত্ত থেকে বাইরে; যা আমাদের সাধ্যের অতীত, সেটা হাসিল করার জন্য মাতাল হওয়া উচিত নয়। থামো; ও দিকে আর পা বাড়িয়ো না।

২. সুখ, সম্পদ দিয়ে কেনা যায় না

দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছে, যারা সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য যৌবন ও স্বাস্থ্য বরবাদ করেছে। এরপর তারা সুখ লাভ করার জন্য জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় ব্যয় করেছে; কিন্তু তবুও হতাশ হতে হয়েছে তাদের। তারা যৌবন ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে; কিন্তু বার্ধক্য তাদেরকে নিজের বলয়ে টেনে নিয়েছে। তারা সবসময় স্বাস্থ্য অটুট রাখতে চেয়েছে; কিন্তু রোগব্যধি তাদেরকে পরাজিত করেছে।

নামকরা এক অভিনেতা বলেন, আমরা সারা জীবন যেই তামান্নার মধ্যে ঘুরেছি, তা সম্পদ ছাড়া আর কিছু ছিল না।

এই অভিনেতার ধারণা ছিল যে, সম্পদের বলে তিনি আগামী সমাজে দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ইনসান বনে যাবেন। তার বিশ্বাস ছিল, যদি তার কাছে সম্পদ থাকে, তা হলে সেই সম্পদের মাধ্যমে তিনি নিজের প্রত্যেকটি আরজু ও খাহেশ পূর্ণ করবেন এবং দুনিয়ার সবকিছু তার নাগালের মধ্যে থাকবে। বিশ বছর পর আল্লাহ ﷻ তাকে আকাঙ্খার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ দান করেন; কিন্তু তার যৌবন, তার স্বাস্থ্য এবং তার স্বপ্ন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বর্ণনা করা হয় যে, তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন, ইস! যদি আমি কখনও আল্লাহ ﷻ-র কাছে সম্পদের দোআ না করতাম। যদি দারিদ্র্য ও অভাবের সাথে শত বর্ষের জীবন কামনা করতাম, যেই জীবনে আমি ডাল-রুটি খেতাম এবং ভাড়া না থাকার কারণে ট্রামের পাদানিতে ঝুলে ঝুলে সফর করতাম।

এই অভিনেতা স্বাস্থ্য ও যৌবনের মূল্য তখন উপলব্ধি করেছিলেন, যখন তিনি এগুলো খুইয়ে বসেছিলেন। সম্পদের মাধ্যমে সবকিছু হাসিল করা যায় না। এই সত্য তিনি তখন স্বীকার করেন, যখন তিনি মিশরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিনেতা হয়েছিলেন। তখন তার কাছে উপলব্ধ হয়েছিল যে, নিজের যাবতীয় সম্পদ খরচ করেও জীবনে একটি দিন যোগ করতে পারবেন না।

জীবন অনেক মূল্যবান। একটি মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছে জীবনের অর্ধেক তারা ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত থাকে।

৩. গোস্বা ও ত্বরিতপ্রবণতা দূরাবস্থার ইন্ধন

সবর ও সহনশীলতা হচ্ছে একটি ফৌজদার, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের গোস্বা, বোকামী ও প্রবৃত্তির চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে। চিন্তাশীলতা মূলত ত্বরিতপ্রবণতা থেকে বাঁচার উপায়; দৃঢ়তা হচ্ছে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রকৃত ব্যবহার। এই দুটি গুণ হচ্ছে এমন, যা বিভিন্ন প্রকার পেরেশানীকে পরাস্ত করতে পারে। এই গুণ দুটি থেকে বঞ্চিত থাকা প্রকৃতপক্ষে সমূহ কল্যাণ থেকে বঞ্চনার নামান্তর এবং অনেক দুঃখবেদনার পটভূমি। একজন ধৈর্যশীল ও সহনশীল মানুষ অনেক অকল্যাণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে; কিন্তু একজন গোস্বাপরাজিত বোকা বহু অকল্যাণ খরিদ করে এবং তার বোকামী থেকেই বিভিন্ন প্রকার সমস্যা জন্ম নিয়ে ফুলেফেঁপে ওঠে। একজন চিন্তাশীল মানুষ অজানা কাজের পরিণাম থেকে অনুশোচনা অনুভব করে; অথচ একজন ত্বরিতপ্রবণ আহমক লজ্জা, পেরেশানী ও খারাপ পরিণতিতে অভ্যস্থ হয়ে থাকে। এমনইভাবে যদি একজন মানুষ নিজের উপর মেহেরবান হন, তা হলে অন্যদের দৃষ্টিতে অবশ্যই তিনি কামিয়াব সাব্যস্ত হন। তার অবস্থা ভালো থাকবে এবং তিনি খুব নিরাপদে আরাম ও স্বস্তির সাথে জীবনযাপন করবেন।

ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে নম্রতা, দয়াদ্রতা, সহনশীলতা ও চিন্তশীলতা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে। যেমন, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

কোন বস্তুতে নম্রতা থাকলে অবশ্যই নম্রতা তাকে খুবসুরত বানায়; আর কোন বস্তুতে নম্রতা না থাকলে অবশ্যই সেটা বদসুরত হয়।

আমরা বেশিরভাগ নিজেদের মূল্যবান সময় ফালতু বস্তু সংগ্রহের পিছনে বরবাদ করি।

৪. সম্পদ সঞ্চয়ের খেল কখনও খতম হয় না

বিওরব্রুক বলেন, আমি অনেক সম্পদ সঞ্চয় করেছিলাম; কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, সম্পদ সঞ্চয়ের এই খেল অব্যাহত রাখা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বিষয় এবং এর কোন শেষও নেই। এই খেল আমার জীবন ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য পয়মাল করে দিয়েছে। বিষয়টি অনুভব করার পর আমি নিজের কাজ ও মনোযোগ প্রকাশনা ও প্রচারণার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। এতে সম্পদের প্রাচুর্য নেই; কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর সমাজসেবার স্বস্তি আছে। যার কাজ হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়, আমি সেই ব্যক্তিকে উপদেশ করব, যেন সে এই খেলা বন্ধ করে এবং এই নেশা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, যাতে সে ওই সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে, যা সে সঞ্চয় করেছে। নিজেকে পছন্দনীয় কাজে ব্যাপৃত রাখার পরিকল্পনা করবে, যাতে সে সমাজের খেদমত করতে পারে এবং নিজের সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।

উত্তরসূরীরা বিরাট বিষয়সম্পত্তির মালিক হয়ে যাক, এমন আগ্রহ তাদের নেই, যারা সীমাহীন ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছে। কেননা, তারা জানে যে, উত্তরসূরীরা তখন ভালো থাকবে, যখন তাদের জন্য যৎসামান্য সম্পদ রেখে যাওয়া হবে এবং তাদের কাছে আকল ও আখলাক ছাড়া অন্যকোন সম্পদ থাকবে না। বিনামেহনত ও বিনাপরিশ্রমে প্রাপ্ত ধনসম্পদ বেশিরভাগ সময় নেয়ামতের পরিবর্তে লা'নত এবং সুখের পরিবর্তে দুঃখের কারণ সাব্যস্ত হয়।

মানুষ যখন দৈহিক আরাম-আয়েশ খুব সহজে পুরা করে, তখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণগুলো তাকে নির্জীব করে ফেলে। তার বিবেক ভাবতে ও বুঝতে অলস ও অপারগ হয়ে পড়ে। তার যৌবন সময়ের আগে ঝিমিয়ে পড়ে। এমন কি মৃত্যু তাকে দ্রুত হাতছানি দেয়।

একথার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখো যে, দুনিয়াতে কোন জিনিস অসম্ভব নয়।

৫. খালি মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা

অলসতার পেট থেকে বহু খারাপ গুণ জন্ম নেয় এবং মৃত্যু ও ধ্বংসের জীবানুর উৎপত্তি এখান থেকেই। তবে যদি কারও জীবনের উদ্দেশ্য থাকে, তা হলে সে অলসতাকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠিয়ে দেয় এবং জীবনকে সচল রাখে।

যখন আমাদের দুনিয়া আখেরাতের বিরাট জীবনের ফসলক্ষেত্র, তখন যেসব লোক এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত, তারা পরকালে মিসকীন অবস্থায়ই উঠবে এবং তাদের কাছে ধ্বংস ও বিনাশ ছাড়া আর কোন ফসল থাকবে না।

নবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, হাজারও লোক রয়েছে এমন, যাদেরকে সময় ও সুস্থতার নেয়ামত দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তারা আল্লাহ ﷻ-র এই বিরাট নেয়ামতের হাকীকত সম্পর্কে গাফেল। নবীজী ﷺ বলেছেন, দুটি নেয়ামত রয়েছে এমন, যেগুলোর ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষ ধোঁকায় পড়ে থাকে–

(১) সুস্থতা,

(২) অবসর।

অসংখ্য সুস্থ ও সামর্থ্যবান মানুষ আছে, যাদের কাছে জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই; যাদের কাছে ব্যস্ত হওয়ার মত কোন কাজ নেই; কোন লক্ষ্য নেই, যার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে এবং নিজের সবকিছু ব্যবহার করবে।

মানুষকে কি তা হলে এমনিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে? কক্ষণও তা নয়; আল্লাহ ﷻ বলেন–

> তোমরা কি ভেবেছ আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরতে হবে না? আল্লাহ মহান; তিনিই প্রকৃত বাদশা...। [২৩:১১৫-১১৬]

জীবনের একটি মাকসাদ আছে। আসমান ও জমীন এবং এই দুইয়ের মাঝে মানুষসহ যাকিছু আছে, সবই বিশেষ মাকসাদে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মাকসাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ইনসানের জন্য ওয়াজিব; কিন্তু যখন মানুষ জৈবিক চাহিদার চারদেয়ালে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে একটি খোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে এবং অন্য সবকিছু থেকে নিজেকে আড়াল করে, তখন তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের আয়োজন অত্যন্ত খারাপ ও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

জল্পনা-কল্পনায় সাফল্যের স্বপ্ন জমিয়ে রাখো এবং মস্তিষ্ক থেকে স্বপ্ন কখনও হারিয়ে যেতে দিয়ো না।

৬. রাগগোস্বা ও শোরগোলমুক্ত সংসার

কাঁদতে কাঁদতে সে তার বাবাকে বলল–

আব্বাজী! গতকাল আমার ও আমার স্বামীর মাঝে একটি বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে আমার মুখ থেকে বেফাঁস কিছু বের হয়ে গিয়েছিল। যখন আমি তাঁকে রাগান্বিত দেখলাম, তখন নিজের কাজের জন্য খুব দুঃখ হল এবং আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম; কিন্তু তিনি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করলেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর গোস্বা ঠান্ডা করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। একসময় তিনি হেসে ফেললেন এবং আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি যতটুকু সময় রাগান্বিত ছিলেন, আমি ততটুকু সময়ের ব্যাপারে ভয়ে আচ্ছন্ন আছি যে, আল্লাহ ﷻ আমাকে পাকড়াও করবেন না তো? কারণ, তখন আমি তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিলাম।

তার পিতা বললেন–

খুকুমণি! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমার মৃত্যু এমন অবস্থায় হয়ে যেত, যখন তোমার স্বামী তোমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তা হলে আল্লাহ ﷻও তোমার উপর সন্তুষ্ট হতেন না। তোমার জানা উচিত যে, যেই নারীর উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট হন, তাকে তাওরাত, যাবূর, ইন্‌জীল ও কুরআনে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার মৃত্যুর যন্ত্রণা তীব্র হবে; তার কবর সঙ্কুচিত করে দেওয়া

হবে। তবে সুসংবাদ রয়েছে ওই নারীর জন্য, যার স্বামী তার উপর রাজি ও সন্তুষ্ট।

একজন নেককার স্ত্রী তাঁর স্বামীর প্রিয় পাত্র হয়ে জীবন যাপন করতে চায়। এজন্য সে কখনও এমন কাজ করে না, যার কারণে তার বৈবাহিক জীবনে বিস্বাদ ও তিক্ততা আসতে পারে।

হতাশার চেহারা তাড়িয়ে দাও; তোমার মস্তিষ্কে তাকে স্থান দিয়ো না।

৭. হায়া লজ্জা ও পবিত্রতা প্রকৃত সৌন্দর্য

তোমার কাছে কি নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা ﷺ-র বর্ণিত হাদীস পৌঁছেছে? যখন রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত নিজের কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহ ﷻ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের নজরে) দৃষ্টিপাত করবেন না।

তখন উম্মে সালামা বললেন, তা হলে মহিলা তার আঁচল কী করবে? নবীজী ﷺ বললেন, মহিলা আধহাত পর্যন্ত নীচ দিকে ঝুলিয়ে দিতে পারে।

উম্মুল মুমিনীন বললেন, যদি তার পা বের হয়ে থাকে?

নবীজী ﷺ বললেন, তা হলে সে এক হাত ঝুলিয়ে দিবে; তার বেশি নয়।

ও আল্লাহ! উম্মুল মুমিনীনের এ কী বক্তব্য? উম্মে সালামা'র এ কী জিজ্ঞাসা? তিনি তো অহঙ্কারী ছিলেন না। তাঁর স্বভাবে তাকাব্বুর ছিল না। তবে মুসলিম নারীসমাজ লজ্জাবতী, চরিত্রবতী, পবিত্র ও ভদ্র– তাদের পা বের হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাদের লেবাসে আঁচল আছে, যেটা তারা পিছনে জমীনের উপর ঝুলিয়ে দেন। ফলে পুরুষরা তাদের কোন অংশ দেখতে পায় না।

কিন্তু আফসোস বর্তমান যুগের নারীদের জন্য। দুইএকজন বাদে সবাই আঁচল উপর দিকে তুলছে। উপর দিকে তোলার প্রতিযোগিতা চলছে। যাতে তাদের কাপড়ে ধুলোবালি না লাগে। অমুসলিম নারীদের

অনুকরণে তারা নগ্ন হতে চলেছে। এই নগ্নতার পিছনে তাদের কাছে রয়েছে অজস্র দলিল। লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এদের স্বামীরা নামমাত্র পুরুষ। এমন স্ত্রীর সাথে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছেন। তাদের এই অনুভূতিও নেই যে, তাদের বেগমরা লজ্জা ও হায়ার মাথা খেয়ে নগ্ন হতে চলেছে।

শারীরিক সুস্থতা খাবারের অল্পতার মধ্যে; রূহানী শক্তি ও কলবের স্বস্তি কম নাফরমানীর মধ্যে; অন্তরের আয়াস কম মনোযোগের মধ্যে এবং যবানের সুখ কম কথা বলার মধ্যে।

৮. আল্লাহ ﷻ হারানো বস্তু ফিরিয়ে দেন

বিশ বছরের অধিক সময়ের পরে আল্লাহ ﷻ তাদের ভাগ্যে মিলন লিখেছিলেন। সে এক আশ্চর্য গল্প। মা ও মেয়ের সাক্ষাতের গল্প। পরিস্থিতি তাদেরকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এই সাক্ষাৎ ঘটেছিল তখন, যখন মেয়ের বয়স পঁচিশ।

এই ঘটনা তখন ঘটে, যখন মেয়ে 'আবহা' র কাছে 'জিবালুস সাওদা' র পিকনিক স্পটে মধুমাস উদ্যাপন করছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর মা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। তখন মেয়ে ছিল তিন বছরের শিশু। দ্বিতীয় স্বামী পেশাগত কারণে অব্যাহতভাবে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবর্তন হতেন এবং মেয়ের সাথে মায়ের সাক্ষাতের সুযোগ হত না। পিতার মৃত্যুর পর মেয়ে নানার কাছে প্রতিপালিত হচ্ছিল। একসময় সে জওয়ান হয়ে যায়।

গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত দিনগুলোতে জিবালুস সাওদায় এক আনন্দঘন সময়ে এক নারীর সাথে মেয়ের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। তবে একজন আরেক জনকে চিনছিল না। মা যখন মেয়েকে ছেড়ে আসেন, তখন তার বয়স ছিল তিন বছর। যখন তারা গভীর আলাপচারিতায় লিপ্ত হন, তখন মা দেখতে পান যে, যুবতীর একটি আঙুল কাটা। তখন তিনি যুবতীকে তার মায়ের কথা জিজ্ঞাস করেন। যুবতী নিজের কাহিনী শুনিয়ে দেয়। তখন মা নিশ্চিত হয়ে যান যে, এটাই তার মেয়ে, যার সাথে বিগত বিশ বছর থেকে সাক্ষাৎ নেই। মা যুবতীকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেন এবং গভীর ভালোবাসায় সিক্ত

হয়ে তার গালে চুম্বন করেন। এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আর অতীতের দীর্ঘ সময়ের বঞ্চনায় তিনি কতটা ক্লিষ্ট, সে কথা মেয়েকে বলতে থাকেন।

সৌভাগ্যের চিন্তা আবশ্যকভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। আর এই ভাবনা সৌভাগ্যের অনুভূতি নষ্ট করে দেয়।

৯. স্থানকাল পূর্ণকারী কালিমা

মুসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু)-র কাছে আরজ করলেন, হে আমার রব! আমাকে এমন কালিমা শিক্ষা দিন, যার মাধ্যমে আমি দোআ করব এবং আপনার সাথে কথাবার্তা বলার মর্যাদা হাসিল করব।

আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) বললেন, হে মুসা! বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন মা' বুদ নেই)।

মুসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, সব মানুষই তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।

আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) বললেন, যদি সাত আসমান ও জমীন এক দিকে থাকে, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর দিকে থাকে, তা হলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা ভারী হবে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে দীপ্তিময় নুর, যার আলোকময় শিখায় গুনাহের আঁধার দূর হয়ে যায়। এই কালিমার বদৌলতে দিল আলোকিত হয়। তবে মানুষের একীনের বিচারে ব্যতিক্রম হয় এর আলো। মনের অবস্থা আল্লাহ (জাল্লা জালালুহু) ছাড়া আর কেউ জানে না।

কিছু মানুষ আছে এমন, যাঁদের অন্তরে এই কালিমার নুর সূর্যের আলোর মত প্রখর। কিছু মানুষ আছে এমন, যাদের অন্তরে এর আলো উজ্জ্বল তারকার মত। কিছু মানুষ আছে এমন, যাদের অন্তরে এর আলো বিরাট মশালের মত। কিছু মানুষ আছে এমন, যাদের এই নুর উজ্জ্বল প্রদীপের মত। আর কিছু মানুষ আছে এমন, যাদের অন্তরে এর নুর টিমটিমে কুপির মত।

অন্তরে এই নুর যত বেশি প্রখর হবে, তত বেশি নতীজা লক্ষ করা যাবে। এই নুরের প্রখরতা নিজের শক্তি ও তীব্রতার বিচারে শকসন্দেহ, জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তির বাসনা ভস্ম করে।

মুমিনের আনন্দ আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ-র মহব্বতের মধ্যে সুপ্ত। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ-র মহব্বত তীব্র আনন্দে উৎফল্ল করে, যার স্বাদ একজন মুমিন অনুভব করে এবং সে আর অন্যকিছু অনুসন্ধান করে না।

১০. জান্নাতের আকর্ষণভরা দিল

তুমি কি সালেহ ইবনে হুয়াইয়ের স্ত্রীর কাহিনী জান? মহিলা ছিলেন অত্যন্ত নেককার। দুটি ছেলে রেখে তাঁর স্বামী মারা যান। ছেলে দুটি যখন বড় হয়, তখন মহিলা তাদেরকে সবার আগে আল্লাহ ﷻ-র এবাদত, তাঁর আনুগত্য ও তাহাজ্জুদের তালীম দেন।

তিনি একদিন ছেলেদেরকে বললেন, আমার ঘরে যেন রাতের কোন অংশ এমন অতিবাহিত না হয়, যখন কেউ না কেউ আল্লাহ ﷻ-র এবাদতে লিপ্ত থাকবে না অথবা তার যিকির করতে থাকবে না। ছেলেরা বলল, মা! তুমি কী বলতে চাও, বুঝিয়ে বলো। তিনি বললেন, আমরা রাতকে তিন ভাগে ভাগ করব। তোমরা দু'জন থেকে একজন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশে এবাদত করবে; দ্বিতীয় জন রাতের দ্বিতীয় তৃতীয়াংশে এবাদত করবে এবং শেষ তৃতীয়াংশে আমি এবাদত করতে থাকব। এরপর আমি তোমাদেরকে ফজরের সালাতের জন্য জাগিয়ে দিব।

উভয় ছেলে বলল, আমরা তোমার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

যখন মায়ের এন্তেকালা হয়ে গেল, ছেলেরা এই ধারা খতম করেনি এবং রাত জেগে এবাদত বন্ধ করেনি। কেননা, আল্লাহ ﷻ-র এবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা তাদের দিল আবাদ ছিল। জীবনের যে সময়গুলোতে তারা আল্লাহ ﷻ-র এবাদত করত, সেগুলো ছিল

সবচেয়ে উত্তম ও মূল্যবান সময়। এজন্য তারা রাতকে দুই ভাগে ভাগ করে এবং একভাই আধা রাত জাগ্রত থেকে এবাদত করত, আরেক ভাই বাকি অর্ধেক রাত জেগে থেকে এবাদত করত। যখন তাদের দু'জন থেকে একজন তীব্র অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন আরেক ভাই একাই সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করে।

> সব সৌন্দর্য নিয়ে জীবন আমাদের কাছে উপস্থিত। সেদিকে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত সুখ ও আনন্দ।

১. তাকদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> দুনিয়ার উপর অথবা তোমাদের উপর যখনই কোন বিপর্যয় নেমে আসে, আমি তাকে অস্তিত্ব দান করার আগেই তার (বিবরণ) একটি কিতাবে লেখা থাকে। আর আল্লাহর জন্য এই কাজ অত্যন্ত সহজ।
>
> যাতে তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে সে জন্য আফসোস না কর এবং আল্লাহ যাকিছু দিয়েছেন, তার উপর উৎফল্ল না হও। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক ও অহঙ্কার প্রদর্শনকারীকে পছন্দ করেন না। [৫৭:২২-২৩]
>
> হতে পারে তোমরা একটি জিনিস পছন্দ কর না, কিন্তু সেটাই তোমাদের জন্য ভালো; আবার হতে পারে একটি জিনিস তোমাদের পছন্দ, কিন্তু সেটাই তোমাদের অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন; তোমরা জান না। [২:২১৬]

বিপদের সময় কাযা-কদরের উপর ঈমান হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত বান্দা যখন উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ ﷻ বান্দা-বান্দীর অবস্থা খুব জানেন এবং তিনি অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি নিজের বান্দাদের জন্য সহজতা সৃষ্টি করে থাকেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সচেতন। আখেরাতের জন্য তিনি মজুদ সৃষ্টি

করে থাকেন এবং সেদিন তিনি ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব ও অশেষ পুরস্কার ও প্রতিদান দিবেন। যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি এবং আমল করি, তা হলে আমাদের সমস্ত দুঃচিন্তা ও দুঃখবেদনা আনন্দ ও প্রফুল্লতায় বদলে যাবে। তবে সবার ঈমান এতটা মজবুত নয় যে, এর উপর আমল করতে পারে।

সেই পন্থা-পদ্ধতি কী কী, যেগুলো অবলম্বন করলে মানুষ নিজের দুঃখবেদনার অনুভূতি হ্রাস করতে এবং পেরেশানী কমাতে সক্ষম হয়?

০১. চিন্তা করো, যেই বিপদ তোমার উপর পতিত হয়েছে, এর চেয়ে বড় বিপদাপদও তো আসতে পারত।

০২. ওইসব লোকের কথা চিন্তা করো, যাদের সমস্যা তোমার চেয়ে বেশি কঠিন।

০৩. এটাও চিন্তা করো যে, যেসব নেয়ামতে তুমি ডুবে আছ, দুনিয়ার বহু লোক কি এগুলো থেকে বঞ্চিত নয়?

০৪. নৈরাশ্য ও হীনমন্যতা কাছে ভিড়তে দিয়ো না। কেননা, নৈরাশ্য ও হীনমন্যতা বিপদ সঙ্গে নিয়ে আসে।

> বাস্তব সত্য হচ্ছে সংকটের সাথে প্রশস্ততা আছে। নিশ্চয় সংকটের সাথে প্রশস্ততা আছে। [৯৪:৫-৬]

যে ব্যক্তি অন্যদেরকে দ্রুত খুশি করতে চায়, চিত্তাকর্ষক একটু মুচকি হাসি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনেক সহায়ক হতে পারে।

২. ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা সর্বোত্তম

মুস্তফা মাহমুদ বলেন, আমি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। কেননা, আমি একজন মধ্যম স্তরের মানুষ। আমার আয় মধ্যম পর্যায়ের; আমার স্বাস্থ্য মধ্যম পর্যায়ের; আমার জীবন পরিচালনা মধ্যম পর্যায়ের। আমার প্রায় সবকিছুই অল্প অল্প করে আছে; তবে আমার চলৎশক্তি অনেক। আর চলৎশক্তিই হচ্ছে জীবন। অন্তরের চালিকাশক্তিই প্রকৃত জীবনের উত্তাপ। এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে সৌভাগ্যের বুনিয়াদ।

আমি এই কয়েক সতরের পাঠকের জন্য আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ-র কাছে দোআ করি যে, তিনি যেন তাকে মধ্যম পর্যায়ের জীবন দান করেন। প্রত্যেক নেয়ামতের কিছু কিছু করে তাকেও দেন। আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ-র কসম! এটা অতিউত্তম দোআ।

আমার মা দর্শন বোঝেন না; কিন্তু তাঁর রুচি আয়নার মত ঝকঝকে। তিনি এসব কথা কোন প্রকার পড়াশোনা ছাড়াই বোঝেন। তিনি এসব ব্যাপারে সবর ও শোকরের সবক দিয়ে থাকেন। সবর ও শোকরের মতলব হচ্ছে জিনিসপত্র কম; তবে মানসিক আনন্দ আর অন্তরের স্বস্তি প্রচুর।

> মিথ্যা হাসি মুনাফিকীর সবচেয়ে বদসুরত চেহারা।

৩. হীনমন্যতা দুঃচিন্তার উৎস

এক বন্ধু অন্য বন্ধুদের মেজাজ ও স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শুধু বন্ধু নয়, সহকর্মী, সহপাঠী বা জীবনসঙ্গী– সবার ক্ষেত্রে একই কথা। একজন খোশমেজাজ, হাস্যোজ্জ্বল ও আশাবাদী ব্যক্তি তার এ জাতীয় গুণসমূহ অন্য সাথীসঙ্গীর দিকে ছড়িয়ে দেয়।

আবার কোঁচকানো চেহারা, জীবন সম্পর্কে নিরাশ, অস্থির, আশাহত, চিন্তাক্লিষ্ট এবং হীনমন্যতার শিকার ব্যক্তিও সংক্রামক ব্যধির মত এসব ধ্বংসাত্মক রোগ সাথীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

শুধু কিছু কিছু ব্যক্তি থেকেই এসব প্রতিক্রিয়া বিস্তার লাভ করে, এমন নয়; বরং টেলিভিশনের কিছু কিছু প্রোগ্রাম, রেডিও কিছু কিছু অনুষ্ঠানও এমন হয়ে থাকে। কিছু কিছু প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠান আশাবাদীও করে তোলে। রেডিও টেলিভিশনের কোন প্রোগ্রাম আশাহতকারী, কোনটা দিলের ব্যথা বৃদ্ধিকারী, আবার কোনটা স্বস্তিদায়ক। কোন কোন বইপুস্তকও প্রভাব বিস্তারের বিশেষ ক্ষমতা রাখে। তুলনায় এগুলো বছরের বিভিন্ন ঋতুর মত। কতগুলো হেমন্তকালের মত; কতগুলো বসন্তকালের মত। যদি কোন ব্যক্তি আশাবাদী করার মত বইপুস্তক নির্বাচন করে, যা তাকে জীবনের হিম্মত দান করে; সাফল্য, কল্যাণ ও স্বনির্ভরতা দান করে, তা হলে সে কেমন যেন নিজের সাথে কল্যাণের আচরণ করে। এতে তার জীবনে আলোর বাতায়ন খোলে এবং সেখান দিয়ে তাজা, স্বাস্থ্যকর, শীতল বাতাস প্রবেশ করে হৃদয়ের বাগানকে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলে। তবে কেউ যদি এমন বইপুস্তক নির্বাচন

করে, যেগুলো মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ হয়, এবং যেগুলো মানবপ্রকৃতি ও মানবীয় মূল্যবোধের ব্যাপারে শকসন্দেহ সৃষ্টি করে। ফলে ইনসানী জিন্দেগী ও মানবতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এসব তাকে এভাবে প্রভাবিত করবে, যেভাবে একজন কুষ্ঠরোগী একজন সুস্থ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। এতে তার জীবনপ্রক্রিয়া সংকীর্ণ হয়ে উঠবে।

> সৌভাগ্যের রাস্তা তোমার সামনেই। সেটাকে ইলম, নেক আমল ও আখলাকে হাসানার মধ্যে অনুসন্ধান করো। প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং প্রফুল্ল থাকো।

৪. সাবধান! অভিযোগ ও কৃতঘ্নতা নয়

এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কথা–

যখন আমার বয়স ছিল বিশ থেকে ত্রিশের মাঝে, তখন বেশিরভাগ সময় অস্থিরতা প্রকাশ করতাম এবং অভিযোগ করতাম; অথচ তখন জীবনের স্বাদ অনুভব করছিলাম। এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি সুখের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। এখন আমার বয়স যখন ষাট বছর হয়ে গেছে, তখন অনুভব করছি যে, আমি সেসময় কত সুখী ছিলাম, যখন আমার বয়স ছিল বিশ ত্রিশের মাঝে। কিন্তু সেই অনুভূতি অনেক পরে জাগ্রত হয়েছে। এখন সেই মজার দিনগুলো স্মরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সেই সময় যদি আমার এই ধারণা থাকত, তা হলে তখনকার দিনগুলো আরও আনন্দঘন অতিবাহিত হত। আমার অভিযোগের কারণ জানা ছিল না, যখন আমি যৌবনের বসন্তে তরতাজা গোলাপের মত ছিলাম এবং আমার সুখ ছিল সীমাহীন। সেকথা আমি এখন অনুভব করছি, যখন আমি একটি শুষ্ক ডালের মত বাঁকা হয়ে গেছি এবং আমার সুখের কলি ঝরে গেছে।

প্রিয় বোন! তোমার কাছে অনুরোধ, যদি তুমি নিজের সৌভাগ্য ও সুখের হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফ থাক, তা হলে তা পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে থাকো। আর যদি তুমি সুখ ও সৌভাগ্যের হাকীকত সম্পর্কে অবগত না থাক, তা হলে সুখ ও আনন্দের তালাশে এদিক-ওদিক শুধু ঘুরতেই থাকবে এবং এর শূন্যতার অনুভূতি তোমাকে শুধু

দংশন করতে থাকবে। তোমার উপর হতাশার ছায়া ছড়িয়ে পড়বে এবং তুমি অস্থির হয়ে অভিযোগ করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তুমি অপেক্ষায় থাকো এবং বর্তমানকে অতীত হতে দাও, তখন তুমি অতিবাহিত দিনগুলো স্মরণ করে কাঁদতে থাকবে এবং স্বীকারও করবে যে, তখনই তুমি খুব সুখী ছিলে; তবে মেনে নাওনি। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর তোমার কাছে কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু স্মৃতির শুষ্ক ডালে ফুলের অঝরা কিছু শুকনো পাঁপড়ি, যার প্রজাপতি উড়ে গেছে অনেক আগে।

নারী ঘরকে জান্নাতের নমুনা বানাতে পারে; পারে দোযখ বানাতেও।

৫. বেশিরভাগ সমস্যার কারণ মামুলী

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, সাধারণত মামুলী কথাবার্তা হাজারও ব্যক্তিকে ক্রোধান্বিত করে এবং তারা জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। ঘর ধ্বংস হয়; বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যায়; লোকজন হয়ে পড়ে দিশেহারা। তারপর সারা জীবন আফসোস করে হাত ডলতে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ডেলকার্নেগী সামান্য বিষয় যে ভয়ানক পরিণতির পটভূমি হয়, সেকথার খুব চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে–

ছোট ছোট বিষয় দাম্পত্যজীবনে পারস্পরিক ঝগড়াবিবাদের কারণ হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রী বিবেক-বুদ্ধি থেকে সরে পড়ে। দুনিয়াতে যত লোকের হার্ট এটাক হয়, তাদের অর্ধেকের বেশির কারণ একেবারেই মামুলী বিষয়।

শিকাগো'র এক বিচারক মিস্টার জোসেফ সাবাসের বক্তব্য থেকেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার তালাকের ঘটনা জরিপ করার পর বলেছেন, দাম্পত্য জীবনের বেশিরভাগ ব্যর্থতার কারণ তোমরা দেখবে একেবারেই সাধারণ।

নিউইয়র্কের সরকারী আইন উপদেষ্টা, মিস্টার ফ্রান্‌ক হোগেন বলেন, ক্রিমিনাল কোর্টে যেসব মামলা আসে, সেগুলোর অর্ধেকের বেশি এমন, যেগুলোর কারণ খুবই মামুলী। যেমন, খান্দানের লোকজনের মধ্যে সংঘটিত বিতর্ক; বা অপমানজনক কোন আচরণ;

অথবা কষ্টদায়ক কোন বক্তব্য; কিংবা অসৌজন্যমূলক কোন ব্যবহার। এমন ছোট ছোট বিষয় খুন ও ভয়ানক অপরাধের পটভূমি তৈরী করে।

আবেগের বিচারে পোখ্‌তা ও মজবুত দেলদেমাগের অধিকারী লোক খুব কম। অন্যথায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন আমাদের ইজ্জত-আব্রুর উপর সরাসরি হামলা হয়, তখন আমরা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ি। আর দুনিয়াতে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোর অর্ধেকের কারণ এগুলোই।

সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে নেক আমলের এহতেমাম, যা অন্তরকে আনন্দে উদ্বেলিত করে।

৬. যবানের সতর্ক ব্যবহার

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, একদিন খালেদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে গালমন্দ করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের বনু উমাইয়া'র রাজত্বের খুব বিরোধী ছিলেন। খালেদ ইবনে ইয়াজীদ আবদুল্লাহকে বখীল সাব্যস্ত করলেন। খালেদের স্ত্রী ছিলেন রামলা বিনতে যোবায়ের, আবদুল্লাহর আপন বোন। তিনি কাছেই অবস্থান করছিলেন। খালেদ রামলাকে বললেন, তুমি কিছু বলবে না? তুমি কি আমার কথার সাথে একমত, না কি তুমি আমার কথার জওয়াব দিতে চাইছ না? রামলা বললেন, এই দুইয়ের কোনটিই নয়। আমরা নারীদেরকে পুরুষদের কথাবার্তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমরা তো ফুলের মত, যার স্নিগ্ধতা থেকে মানুষ পরিতৃপ্ত হয় এবং যার সুগন্ধি থেকে বিলাসিতা অনুভব করে। আপনারা পুরুষদের পারস্পরিক আলোচনায় আমাদের নাক গলানোর কী প্রয়োজন?

এই জওয়াব শুনে খালেদ অনেক খুশি হলেন এবং রামলার কপালে চুমু খেলেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেসব গোপন কথাবার্তা হয়, সেগুলো প্রকাশ করতে রসুলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. আসমা বিনতে ইয়াজীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা রসুলুল্লাহ'র কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর খেদমতে

অনেক নারী-পুরুষ সমবেত ছিল। তখন নবীজী ﷺ বললেন, অনেক সময় একজন পুরুষ নিজের স্ত্রীর সাথে যা করে, তা বর্ণনা করে দেয় এবং অনেক সময় স্ত্রী স্বামীর সাথে যা করে, তা বর্ণনা করে দেয়? সবাই নীরব থাকল; কেউ কিছু বলল না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসুল! কখনও স্বামী এমন করে, অথবা স্ত্রী এমন করে। নবীজী ﷺ বললেন, এমনটা কোরো না। এই কাজটি এমন, যেমন কোন শয়তান লোক মহাসড়কে খবীস কোন নারীর সাথে সহবাস করে এবং অন্যসব লোক দেখতে থাকে।

সুরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'নেককার নারীরা অনুগত হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অন্তরালে আল্লাহর হেফাজত ও তত্ত্বাবধানে তাদের হকসমূহ সংরক্ষণ করে।' অনেক মুফাসসির এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ওইসব নারীর দিকে ইশারা করা হয়েছে, যারা স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা হেফাজত করে।

৭. বিপদ মোকাবেলায় সালাত

ইসলামের প্রথম যুগের নারীসমাজ জানতেন যে, সালাত হচ্ছে বান্দা ও তার রবের মধ্যে একটি সেতু এবং তারাই সফল হয়েছেন, যারা সালাতের মধ্যে খাশিয়ত অবলম্বন করতেন। 'নিশ্চয় ঈমানদাররা সফল হয়েছে, যারা তাদের সালাতে খুশু অবলম্বন করে থাকে।' [২৩:১-২] তাঁরা রাত জেগে আশা ও ভীতি নিয়ে এবাদত করতেন। এই সত্যও তারা বার বার উপলব্ধি করেছেন যে, আখেরাতের জন্য সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে সালাত এবং আল্লাহ ﷻ-র পথে দাওয়াতের জন্য সালাতের চেয়ে উত্তম কোন মাধ্যম নেই। সালাত মুসল্লীদের অন্তরে বিপদাপদ, বালা-মসিবত মোকাবেলা করার জন্য শক্তি ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। রাত জাগরণ করে সালাত আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য হাসিলের সর্বোত্তম উপায়। আল্লাহ ﷻ যেমন প্রথম দাঈ নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেছেন–

> আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো। এটা তোমার জন্য নফল। হয়তো আল্লাহ তোমাকে প্রশংসিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। [১৭:৭৯]

> আল্লাহ তাআলা রাত জেগে এবাদতকারীদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা রাতে কমই শয়ন করে। [৫১:১৭]

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। দেখলেন দুটি খাম্বার মাঝে রশি বাঁধা। জিজ্ঞেস করলেন, এই

রশি কার? লোকজন বলল, এটা যায়নাবের। যখন তিনি (সালাত পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে যান, তখন এর সাথে ঠেস দেন। নবীজী ﷺ বললেন, এটা খুলে ফেলো। তোমাদের মধ্য থেকে যেকেউ যেন ততক্ষণই (রাত জেগে) সালাত পড়ে, যতক্ষণ সে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। ক্লান্ত হয়ে গেলে যেন বসে যায়।

মুমিন নারীগণ আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের উপর তাহাজ্জুদের ভার চাপাতেন; কিন্তু নবী ﷺ তাদের আদেশ করেছেন সাধ্যের অধিক বোঝা যেন তারা নিজেদের উপর না চাপায়। কেননা, উত্তম হচ্ছে সেটা, যেটা কম হলেও নিয়মিত হয়। আমরা জানি, আমাদের যুগের স্ত্রীরা দিনরাত কাজে লিপ্ত থাকে; কিন্তু মধ্যরাতে দুই রাকাত সালাত পড়ে শয়তানকে শায়েস্তা করার সৌভাগ্য তাদের হয় না। সমস্ত কাজে মধ্যম পন্থা উত্তম। নবীজী ﷺ বলেছেন, তারা ধ্বংস হোক, যারা বাড়াবাড়ি করে। একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা করো যদি তুমি সত্যাশ্রয়ী হয়ে থাক; আর আগামী কালকে খুশি ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করো, যদি তুমি তওবাকারিণী হয়ে থাক।

৮. একজন সফল নারীর উপদেশমালা

বর্তমান যুগের এক মা মুচকি হাসি আর কান্নার মিশেল পরিবেশ তৈরী করে তার মেয়েকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেগুলো নিম্নরূপ–

সোনামণি! এখন তুমি নতুন জীবনের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছ, যেখানে মা-বাবার জন্য কোন জায়গা নেই; ভাইবোনের জন্য সেখানে কোন স্থান নেই। এই নতুন জীবনে তুমি তোমার স্বামীর জীবনসঙ্গী, যিনি এটা বরদাস্ত করবেন না যে, তোমার অন্তরে তার যে ভালোবাসা আছে, তার মধ্যে আর কেউ শরীক থাক, চাই সে তোমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয় হোক না কেন।

একজন আদর্শ গৃহিণী এবং মায়াবতী মা হিসেবে নতুন জীবনের সূচনা করো। জীবনসঙ্গীকে বোঝাও যে, তুমিই তার সবকিছু। মনে রেখো, যেকোন পুরুষ হচ্ছে বয়স্ক শিশু, যাকে মায়াভরা কথাবার্তা উৎফল্ল করে। তাকে এটা বুঝতে দিয়ো না যে, তিনি বিয়ে করে তোমাকে তোমার খান্দান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। কেননা, তিনিও এই ধরণের কথাবার্তা চিন্তা করতে পারেন। তার কারণ, তিনি তোমার কারণে পিতৃপুরুষের ঘর ও খান্দান থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছেন। তবে তার ও তোমার মধ্যে একটিই পার্থক্য। তা হল তুমি নারী, আর তিনি পুরুষ। একটি মেয়ে যে ঘরে জন্ম নেয় এবং যেখানে তার প্রতিপালন ও শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত হয়, সেটাকে অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখে। এই ঘর সে নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে। সন্দেহ

নেই যে, সে একটি নতুন জীবনের সূচনা করেছে এবং একজন পুরুষের সাথে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেই পুরুষ হচ্ছে তার স্বামী এবং হবু ছেলেমেয়ের বাবা। এখন এটাই একটি নতুন দুনিয়া। প্রিয় মেয়ে! এখন তোমার বর্তমানও তিনি; ভবিষ্যৎও তিনি। এটাই তোমার ঘর আর খান্দান, যেটা তুমি ও তোমার স্বামী মিলে গড়ে তুলেছ। সোনামণি! আমি তোমার কাছে চাই না যে, তুমি মাবাপ, ভাইবোন ভুলে যাও। কেননা, তারা তোমাকে কখনও ভুলতে পারবেন না। প্রিয় মেয়ে! একজন মা কীভাবে তার কলজের টুকরাকে ভুলে যেতে পারে? কিন্তু আমি তোমার কাছে চাই যে, তুমি নিজের স্বামীকে ভালোবাসো এবং তার বন্ধুত্বের পরশে নিজের জীবনকে আনন্দদায়ক ও কামিয়াব করো।

আসিয়া থেকে সবর, খাদিজা থেকে ওয়াফা, আয়েশা থেকে সততা এবং ফাতেমা থেকে দৃঢ়তা শিক্ষা করো।

৯. স্রষ্টার মহব্বত যেখানে, সৃষ্টির মহব্বত সেখানে

মুমিনদের জন্য আল্লাহ ﷻ-র সত্তাই হচ্ছে যাবতীয় মহব্বত, আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। যারা আল্লাহ ﷻ-র এবাদত করে, যারা তাঁকে মহব্বত করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই জীবনকে ভালোবাসে; তারাই নিজেদের অস্তিত্বের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং দিনরাত থেকে স্বাদ নিতে থাকে। তাদের রূহ থাকে আলোকিত এবং তাদের দিল থাকে শান্ত। তাদেরকে হৃদয়ের প্রশস্ততার দৌলত দান করা হয় এবং তাদের দিলেই আল্লাহ ﷻ-র মহব্বতের নকশা অংকিত হয়। তাদের রূহ আল্লাহ ﷻ-র গুণে গুণান্বিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে থাকে আসমায়ে হুসনা'র নুর। তারা আসমায়ে হুসনা'র যিকির করে এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তাদের অন্তরে এসব নাম উপস্থিত থাকে। রহমান, রহীম হামীদ, হালীম, লাতীফ, মুহসিন, ওয়াদূদ, আযীম...। এগুলো তাদের মহব্বত বাড়াতে থাকে। আযীম বৃদ্ধি করে আকর্ষণ; আলীম বৃদ্ধি করে নৈকট্য।

আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্যের অনুভূতি বান্দার দিলের মধ্যে আল্লাহর মহব্বতের জযবা প্রবিষ্ট করে এবং তাঁর অনুগ্রহ, মনোযোগ, মেহেরবানী, আনন্দ ও স্বস্তির অনুভব জীবিত রাখে।

> (হে নবী!) আর যখন তোমাকে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তাদের

কাছেই আছি। দোআকারী যখন দোআ করে, তখন আমি সাড়া দিই। [২:১৮৬]

কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র অন্তরঙ্গতা এমনি এমনি পয়দা হয় না এবং কষ্ট না করলে এই দৌলত হাসিল হয় না। এ হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র অনুগত্য, এবাদত ও মহব্বতের ফল। যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশাবলি পালন করে; তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে আঁচল বাঁচায়, তাঁর মহব্বতের বেলায় যথার্থ ও অটল প্রমাণিত হয়, সে হুব্বে এলাহী'র স্বাদ, নৈকট্যের মজা, আনন্দ ও মিষ্টতা অনুভব করে।

আখলাকের সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য। ব্যবহারের সৌন্দর্যই অটুট এবং প্রকৃত প্রদর্শনী হচ্ছে প্রজ্ঞার প্রদর্শনী।

১০. আসমা বিনতে আবু বকরের দুই জীবন

আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ-র উপাধী ছিল যাতুননেতাকাইন। তিনি সবরের এক উপমা কায়েম করেছিলেন। সীমাহীন পেরেশানী ও বঞ্চনার সময় তিনি স্বামীর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টির জন্য নজিরবিহীন কুরবানী দিয়েছিলেন। হাদীস শরীফে তাঁর নিজের ভাষ্য বর্ণিত আছে–

যোবায়ের যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর কাছে তাঁর ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই ঘোড়াকে আমি খাওয়াতাম এবং তার দেখাশোনা করতাম। খেজুরের আঁটি ভাঙতাম, পানি পান করাতাম এবং আটা গুলতাম। একদিন আমি যোবায়েরের খেত থেকে খেজুরের আঁটি কুড়িয়ে আনছিলাম। আচানক রসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কয়েক জন সাথী আমাকে দেখে ফেললেন। রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাক দিলেন এবং আখআখ বলে নিজের উট থামালেন, যাতে আমাকে পিছনে চড়াতে পারেন। আমার খুব শরম লাগল। আমি বললাম, যোবায়ের খুব মর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। নবীজী চলে গেলেন। যখন আমি ঘরে পৌঁছলাম, তখন যোবায়েরকে ঘটনা বয়ান করলাম। যোবায়ের বললেন, আল্লাহর কসম! রসুলুল্লাহ ﷺ-র পিছনে চড়ার চেয়ে তোমার মাথায় খেজুরের বীচি কুড়িয়ে আনা আমার কাছে বেশি কষ্টকর।

আসমা বলেন, এরপর [আমার পিতা] আবু বকর একজন খাদেম পাঠালেন। সে ঘোড়া দেখাশোনার কাজ করত। এর ফলে আমি যেন গোলামী থেকে মুক্তি পেলাম।

এমন পরীক্ষার যামানা পার করার পর আল্লাহ ﷻ আসমা ও তাঁর স্বামীর প্রতি নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা আসার পরও তিনি ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন; পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করতেন না। জীবনের শেষে যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন, তখন অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবস্থার উন্নতি হলে তিনি সমস্ত গোলাম আযাদ করে দেন। তারপর মেয়েদেরকে এবং খান্দানের লোকজনকে ডেকে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো এবং সদকা করো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আসার অপেক্ষা কোরো না।

মুমিনদের জন্য জীবন খুব সুন্দর। জীবনের পর মৃত্যুও মুত্তাকীদের কাছে প্রিয়। এরাই ভাগ্যবান ও খোশনসীব।

বহুমূল্য মুক্তা

১. প্রিয়দের মধ্যে অধিক প্রিয়

তুমি কি তাকে সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি কামনা কর?

তুমি কি নিজেকে এই প্রশ্ন করেছ যে, তুমি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে কতটুকু কামনা কর? তুমি কি জান মহব্বতের আলামত কী? ওই সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়া, যেগুলো নবীজী ﷺ হুকুম দিয়েছেন এবং সেইসব কাজ থেকে বিরত থাকা, যেগুলো থেকে তিনি ﷺ বারণ করেছেন।

নিজের অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করো। দিলকে সবার আগে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-র দিকে ফিরিয়ে দাও। এরপর সেই মহান ব্যক্তিত্বের দিকে মনোযোগ দাও, যাঁকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমাদেরকে গুমরাহী থেকে বাঁচানোর জন্য প্রেরণ করেছেন। সেই হাদীসটি স্মরণ করো, যদি তোমরা জান্নাতে নিজের ঠিকানা মাহফুজ রাখতে চাও–

মানুষ তারই সঙ্গে থাকবে, যাকে সে মহব্বত করে।

কিন্তু মহব্বতের প্রথম শর্ত এটাই যে, সেই কাজ আঞ্জাম দিতে হবে, নবীজী ﷺ যেটার হুকুম করেছেন। তা হলে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে, যে মহব্বতের দাবী করে; কিন্তু করে সেই কাজ, নবীজী ﷺ যেটার হুকুম দেননি এবং যে সুন্নতের পায়রবীও করে না; তাঁর অনুসরণও করে না।

নবীচরিত অধ্যয়ন করো। খুব ফিকিরের সাথে সীরাত পাঠ করো। দেখো, নবী ﷺ-র আখলাক কত উন্নত ছিল; তাঁর কথাবার্তা কত

পবিত্র ছিল; তাঁর সম্বোধন কত মধুর ছিল। দেখো, তিনি আল্লাহ ﷻ কে কেমন ভয় করতেন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে কত নির্ভীক ছিলেন। নিজের আখলাক বদল করো, যাতে তোমার আখলাক রসুলুল্লাহ ﷺ-র আখলাকের অনুরূপ হয়ে যায়।

নূহ ও লূত عليهما السلام-র স্ত্রী খিয়ানত করেছিল, এজন্য তারা লাঞ্ছিত হয়েছে; কিন্তু আসিয়া ও মারইয়াম ঈমান ও আমানতের হক আদায় করেছিলেন, এজন্য তাঁরা সম্মানিত হয়েছেন।

২. অর্থবিত্ত ও দারিদ্র্যের সাথে সুখের সম্পর্ক নেই

জর্জ বার্নার্ড শ বলেন, আমি বলতে পারি না যে, আমি প্রকৃতপক্ষে কখনও দারিদ্র্যের স্বাদ আস্বাদন করেছি। কলমের মাধ্যমে উপার্জনের আগে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি একটি বড় গ্রন্থাগার এবং ট্রাফেল জার স্কয়ারের কাছে এক বড় শিল্প প্রদর্শনীর মালিক ছিলাম। আমি তখন মাল দিয়ে কী করতে পারতাম? সিগারেট পান করব? আমি তো তামাক সেবন করি না। শরাব পান করব? শরাবও পান করি না। অত্যাধুনিক ত্রিশ জোড়া কাপড় কিনব? আমার তো নতুন নতুন কাপড় পরে মহল্লায় মহল্লায় ডিনার গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ নেই। ঘোড়া কিনব? এত পয়সা দিয়ে বিপদ কেনার নামান্তর। গাড়ি কিনব, সেও অনেক ঝামেলার বস্তু। এখনও এত সম্পদের মালিক আছি যে, ওইসব বস্তুর মধ্য থেকে যা ইচ্ছা কিনতে পারি। কিন্তু আমি দরিদ্র অবস্থায় যা কিনতে পারতাম, এখনও তাই কিনি। আমার সুখ সেইসব বস্তুর মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে, যেগুলো আমি দরিদ্র অবস্থায় ব্যবহার করতাম। পড়ার জন্য কোন গ্রন্থ; অঙ্কনের জন্য কোন বোর্ড অথবা চিন্তাফিকিরের কোন বিষয়, যা আমি লিখতে পারি। অপর দিকে আমার কাছে একটি পরিকল্পনা আছে, আমার মনে পড়ে না যে, তার অধিক কোন বস্তুর প্রয়োজন আমার হয়েছে। তা হল আমি চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করি, ইচ্ছামত ভাবনার জগতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কল্পনায় যা ইচ্ছা

তা করার জন্য। সুতরাং আমি আরাম-আয়েশের সেই আসবাব দিয়ে কী করব, যেগুলো বোন্ড স্ট্রিটে পাওয়া যায়।

নিজের ঘরকে স্বস্তির স্বর্গে পরিণত করো; শোরগোলের বাজার বানিয়ো না। কেননা, শান্ত পরিবেশ অনেক বড় এক নেয়ামত।

৩. আল্লাহ ﷻ কি শোকরের সবচেয়ে বড় হকদার নন?

আল্লাহ ﷻ-র শোকর আদায় করা সবচেয়ে সহজ ও উত্তম কাজ। এতে প্রকৃত সুখ অনুভূত হয় এবং অঙ্গাপ্রত্যাঙ্গা স্বস্তি লাভ করে। কেননা, যখন তুমি আল্লাহ ﷻ-র শোকর আদায় কর, তখন তুমি সেইসব নেয়ামত স্মরণ করে থাক, যেগুলো আল্লাহ ﷻ তোমাকে দিয়েছেন এবং সেই বেহিসাব নেয়ামত স্বীকার কর, যেগুলো তিনি তোমাকে দান করেছেন। বুযুর্গদের একটি বাণী বর্ণিত আছে–

যখন তুমি আল্লাহ ﷻ-র নেয়ামতের শোকর আদায় করতে চাও, তখন নিজের চোখ বন্ধ করো, তা হলে তুমি আল্লাহ ﷻ-র বিভিন্ন নেয়ামত দেখতে পাবে, যিনি তোমাকে কান, চোখ, বিবেক, দীন, সন্তান, জীবিকা, সৌন্দর্য ও সম্পদ দান করেছেন। অনেক নারী ওইসব নেয়ামতকে তুচ্ছ মনে করে, যেগুলো আল্লাহ ﷻ তাদেরকে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তারা যদি অন্যসব অসহায়, মিসকীন, ক্ষুধার্ত, অসুস্থ, উদ্বাস্তু নারীদের দিকে লক্ষ করে, তা হলে অনিচ্ছায়ই আল্লাহ ﷻ-র বিভিন্ন নেয়ামতের শোকর আদায় করতে থাকবে– চাই সে মরুভূমির কোন মামুলী তাঁবুতে অবস্থান করুক, অথবা মাটির ঘর, ঝুঁপড়ি কিংবা খোলা ময়দানে গাছতলায় অবস্থান করুক। সুতরাং তুমি আল্লাহ ﷻ-র শোকর আদায় করো এবং তাদের সাথে নিজের তুলনা করো, যারা দৈহিক বা মানসিকভাবে কোন সমস্যায় জর্জরিত, অথবা যারা শুনতে

পায় না, কিংবা যারা সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এমন নারী দুনিয়াতে একদুই জন নয়; বরং অসংখ্য।

মুখের ভাষায় তাদেরকে সান্ত্বনা দাও, যারা সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর অসহায়দের চোখের পানি সদকার মাধ্যমে মুছে দাও।

৪. ভাগ্যবতী অন্যদেরকে ভাগ্যবান করে তোলে

ওরিয়ন সুইট বলেন, নেপোলিয়ন বড় ভাগ্যবান ছিলেন। কেননা, তিনি সর্বোচ্চ নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ ও ধারাবাহিক বিজয়াভিযানের আগে রানি জোসেফিনকে বিয়ে করেছিলেন, যার কথাবার্তার ঢং ছিল খুব চমৎকার এবং যার ব্যক্তিত্ব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল দশ জন অন্তরঙ্গা বন্ধুর বিশ্বস্ততারও অধিক। তিনি চারদিকে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিতেন। চাকর-বাকরের সাথে কখনও শাসকের ভঙ্গিতে কথা বলতেন না। তিনি নিজেই এক বান্ধবীর কাছে বিষয়টি খোলাসা করেছেন–

এমন কোন মওকা আসেনি যে, আমি কারও সামনাসামনি বলেছি, আমি চাই এমন হোক। আমি বরং বলতাম, আমি চাই, আমার চারদিকে যারাই আছে, তারা সবাই যেন আনন্দে থাকে।

এক ইংরেজ কবি এদিকেই ইশারা করেছেন–

রানি গেলেন যে পথে

একদিন ভোরে

স্নিগ্ধ হল সারাটি দিন

তাঁরই সৌরভে।

হে বন্ধু! একটি সত্য কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মায়ামমতা আমাদের মধ্যে সুখ ও আনন্দ সৃষ্টি করে এবং আমাদের চারপাশেও

আনন্দ ছড়িয়ে দেয়, এমন কি নিষ্প্রাণ বস্তুরাজির মধ্যেও। মায়ামমতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের সীমা নেই। পুরুষের মধ্যে এই সৌন্দর্য থাকলে নারীর সৌন্দর্যে তা কয়েক গুণ বৃদ্ধির কারণ হয়।

তারা কি সুখী, যারা নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে মানবরূপী কুকুরদের সামনে এবং নিজেদের আকর্ষণ মানুষরূপী নেকড়েগুলোকে দেখিয়ে বেড়ায়?

৫. চিন্তা কীসের, সব হয় আল্লাহ ﷻ-র ফায়সালায়

প্রজ্ঞামূলক কথাবার্তার মধ্যে ডেলকার্নেগী এমন কথাও লিখেছেন, যেটাকে আমরা ঈমান বিল কাযা ওয়াল কদরের কাছাকাছি বলতে পারি। কোন ব্যক্তি বিপদাপদের মুখোমুখি হয়; কিন্তু সেটা মোকাবেলা করার কোন সামর্থ্য তার থাকে না এবং তখন তাকে এমনই নীরব থাকতে হয়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু ও গাছাগালির কাতার নীরব থাকে। তার ওজর গ্রহণযোগ্য, কেননা, তার কাছে কোন সমাধান নেই। এর বিপরীতে আমরা মুসলমানদের কাছে এর সমাধান আছে। একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো, ডেলকার্নেগী বলছেন–

একবার আমি এমন প্রতিকূল পরিস্থিতি কবুল করতে অস্বীকার করলাম, আমি যেটার মুখোমুখি হচ্ছিলাম। তখন আমি বড় নির্বোধ ছিলাম। আমি মানতে পারলাম না। রাগান্বিত হয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম এবং দুঃচিন্তায় পড়ে স্বস্তির রাতগুলো নরক বানিয়ে ফেললাম। এক বছর মানসিক যাতনার শিকার থেকে কষ্ট ভোগ করার পর আমি সেই প্রতিকূল পরিবেশ স্বীকার করে নিলাম। অথচ প্রথম দিকেই আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। আমার জন্য সেই কথাই মোনাসিব ছিল, যেটা প্রসিদ্ধ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান বয়ান করেছেন–

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তুফান, তিমির রাত

বিপদ-আপদ অসুস্তি ও বালা-মসিবত

যদি হও কখনও এগুলোর মুখোমুখি

মনে করো নিজেকে গরু, ছাগল, মহিষ

দেখবে, সমাধা হয়ে গেছে সবকিছু।

আমি বারো বছর পর্যন্ত জীবজন্তুর সাথে সময় অতিবাহিত করেছি। কিন্তু সূর্যের প্রখর তাপের কারণে কখনও কোন গাভীকে পেরেশান হতে দেখিনি। বৃষ্টির অভাবের কারণেও খড়ার আশঙ্কায় ভীতু হতে দেখেনি। তার ষাড় ফ্রেন্ড অন্যের দিকে আকৃষ্ট হল কি না, সে কথা ভেবে কখনও পেরেশান হতে দেখেনি। জীবজন্তুও অন্ধকার, তুফান, ক্ষুধা, পিপাসা ও বিপদাপদের মুখোমুখি হয়; কিন্তু তাদের হৃদরোগ, পক্ষাঘাত ও আলসার খুব কম হয়ে থাকে।

> নিজের কামিয়াবী ও আনন্দের কথা স্মরণ করো এবং মসিবত ও ব্যর্থতার কথা ভুলে যাও।

৬. উম্মে উমারা'র কুরবানী

নাসীবা বিনতে কা'ব (উম্মে উমারা) রাযিয়াল্লাহু আনহা বয়ান করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি খুব সকালে বের হয়েছিলাম, লোকজন কী করে, সেটা দেখার জন্য। আমার সঙ্গে পানিভরা মশক ছিল। আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-র কাছে পৌঁছে গেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক সাহাবী ছিলেন এবং মুসলমানরা বিজয় অর্জন করছিলেন; কিন্তু যখন তাদের পরাজয় শুরু হল, তখন আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-র কাছে পৌঁছে গেলাম এবং যুদ্ধ করতে লাগলাম। আমি তলোয়ার চালাচ্ছিলাম এবং কামানের সাহায্যে তীরও বর্ষণ করছিলাম। এক পর্যায়ে আমি যখম হয়ে গেলাম। যখন লোকজন রসুলুল্লাহ ﷺ-র আশপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল, তখন ইবনে কুমাইয়া আমার সামনে পড়ে গেল। সে বলছিল, আমাকে বলো, মুহাম্মাদ কোথায়? আজ যদি আমি তাকে জীবিত পাই, তা হলে কিছুতেই তাকে জীবিত ছেড়ে দিব না।

আমি আর মুসআব ইবনে উমাইর হামলা করে তার মোকাবেলা করলাম। সে আমার কাঁধের উপর আক্রমণ করল। আমিও প্রচ-তার সাথে তার উপর আক্রমণ করলাম; কিন্তু খোদার দুশমন সেদিন ডাবল বর্ম পরিধান করেছিল।

এই উম্মে উমারা رضي الله عنها, যাঁর ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি উহুদের দিন যখনই ডানে বামে দেখছিলাম, তখনই উম্মে উমারাকে আমার কাছে থেকে লড়াই করতে দেখছিলাম।

> শোরগোল ও হাঙ্গামা এড়িয়ে চলো। কেননা, এতে ক্লান্তি ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়। গালাগালি থেকে দূরে থাকো। কেননা, এটা আযাবের কারণ।

৭. অন্যের প্রতি এহসান হতাশা ও বঞ্চনা দূর করে

নারীসমাজের দানশীলতা ও তাদের উদারতার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ-র অসংখ্য হাদীস রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে তাদেরকে আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় খরচ ও সদকা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। অথবা সেগুলোর মধ্যে নবীজী নারীসমাজের উদারতা ও দানশীলতার তারীফ করেছেন; কিংবা সেগুলোর মধ্যে তাদের পবিত্রতা এবং সখী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আতিথিয়েতা ও মেহমানদারীর পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা رضي الله عنها বলেন, লোকজন একটি ছাগল জবাই করল। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, এর কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। আয়েশা বললেন, ঘাড় বাদে কিছুই অবশিষ্ট নেই। নবীজী বললেন, ঘাড় বাদে সবই সংরক্ষিত হয়েছে।

রসুলুল্লাহ ﷺ পরিবার-পরিজনের সামনে একটি হাকীকত স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যাকিছু সদকা করে দেওয়া হয়, সেটা আল্লাহ ﷻ-র কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামতের দিন সেটার বদলা পাওয়া যাবে। আর যাকিছু দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে এবং যা খেয়ে খতম করে দেওয়া হবে, সেটার কোন প্রতিদান আখেরাতে পাওয়া যাবে না। এটাই সেই হেকমত, যার কারণে সদকার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

ধরুন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা'র বোন আসমা বিনতে আবু বকর'র কথা, রসুলুল্লাহ ﷺ যাঁকে সদকা করার জন্য উপদেশ করেছিলেন, যাতে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে ধন্য হন। আসমা বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন–

আটকে রেখো না, তা হলে তোমা হতেও আটকে রাখা হতে পারে। অন্য বর্ণনায় আছে, খরচ করো; আপত্তি কোরো না। দিল উজাড় করে খরচ করো; গুনে গুনে দিয়ো না, তা হলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দিতে পারেন। আটকে রেখো না, তা হলে তোমা হতেও আটকে রাখা হতে পারে।

যতক্ষণ রাত আছে, ততক্ষণই আঁধার আছে। ব্যথা ও বেদনার ধারা শেষ হবে; সংকট থাকবে না। হালত বদলে যাবে।

৮. লোকসানকে লাভে পরিণত করো

এক উপদেশকারীর উক্তি–

যখন তুমি কোন গর্তে পড়ে যাও, তখন নিরাশ হয়ে সাহস হারিয়ো না। অতিসত্বর তা থেকে বাইরে এসে পড়বে এবং মনের ভিতরে শক্তি অনুভব করবে। কেননা, আল্লাহ ﷻ সবরকারীদের সঙ্গো রয়েছেন।

নিজের উপর হতাশা ও বিরক্তি আচ্ছন্ন হতে দিয়ো না। যদি তীর মেরে তোমার বুক এমন কোন ব্যক্তি ঝাঁঝড়া করে দেয়, যাকে তুমি সীমাহীন ভালোবাস, তা হলে সম্ভাবনা আছে যে, আরেক ব্যক্তি সেই তীর বের দিবে; যখমে মলম লাগাবে এবং তোমার সুখময় জীবন ফিরিয়ে এনে দিবে।

ব্যর্থ জীবনের গর্তের কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না, যেখানে চামচিকে বাসা বেঁধেছে এবং প্রেতাত্মারা আখড়া জমিয়েছে। দোয়েলের শীষ অনুসন্ধান করো, যা দিগন্তের উপর ভোরের উন্মেষ ও নতুন দিনের আগমনবার্তা নিয়ে গান শুনিয়ে যায়।

পুরনো পৃষ্ঠাগুলোর দিকে দেখো না, যেগুলোর রং বদলে গেছে; যেগুলোর লেখা মন্দা হয়ে পড়েছে এবং যার সতরগুলো দুঃখবেদনা আর নির্জনতার মাঝে ঝুলে আছে। অতিসত্বর প্রকাশ পাবে যে, এগুলোই তোমার সবচেয়ে সুন্দর লেখা নয় এবং এই পৃষ্ঠাগুলোই তোমার সর্বশেষ রচনা নয়। কে তোমার লেখা কপালে তুলে রাখে,

আর কে তোমার লেখা বাতাসে নিক্ষেপ করে, এতদুভয়ের মাঝে অবশ্যই তোমাকে পার্থক্য করতে হবে।

এই উপদেশগুলো শুধু সুন্দর ও ক্ষয়িষ্ণু কিছু শব্দের সমাহার নয়; বরং তা হচ্ছে সেই হৃদয়ের স্পন্দন, যে একেকটি হরফ বুকে লালন করেছে এবং সেই ব্যক্তির শিরার কম্পন, যে একে ধৈর্যের সাথে ধারণ করেছে এবং এর তপ্ত জযবায় দগ্ধ হয়েছে। আবার তুমি বকের মত বোকা হয়ো না, যে আক্রান্ত হলে তার কণ্ঠের গান আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

যে ব্যক্তি ঝড়ো বাতাস ডেকে আনবে, সে ঝড়ের মুখে পড়বেই।

৯. বিশ্বস্ততা অত্যন্ত মূল্যবান
কোথায় বিশ্বস্ত লোক?

আরেফ বিল্লাহ, আল্লাহ ﷻ-র ফায়সালার সামনে মাথানতকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্টদের অগ্রগণ্য হলেন আল্লাহ ﷻ-র নবী আইয়ুব عليه السلام। তাঁকে পরীক্ষা ও সংকটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জান, মাল ও সন্তান– সবকিছুতেই তাকে কষ্টে লিপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তাঁর শরীরের সুই বরাবর স্থানও সুস্থ ছিল না। সুস্থ ছিল শুধু হৃদয়টা। দুনিয়ার কোন বস্তু এমন ছিল না, যা তার এই করুণ অবস্থায়, রোগ ও পরীক্ষায় সাহায্যকারী সাব্যস্ত হতে পারে। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসুল ﷺ-এর উপর পরিপূর্ণ ঈমান থাকার কারণে তিনি আনুগত্যের উপর অটল ছিলেন। তিনি একজন চাকরাণীর ভূমিকায় জীবিকা উপার্জন করতেন এবং প্রায় আঠারো বছর তাঁর দেখাশোনা ও খেদমত করতে থাকেন। সকাল-সন্ধ্যায় তিনি কখনও স্বামীকে একা রেখে কোথাও যেতেন না। যখন জীবিকার সন্ধানে বাইরে যেতেন, তখন খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেন। এই পরীক্ষা দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকে। একসময় খুব বিনয়ের সাথে আইয়ুব عليه السلام আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোআ করেন–

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

আমাকে অসুস্থতা পেয়ে বসেছে, তুমি দয়ালুদেরও দয়ালু। [২১:৮৩]

আল্লাহ ﷻ তাঁর দোআ কবুল করে নেন। তাঁকে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে জমীনে পদাঘাত করতে হুকুম করা হয়। তিনি হুকুম তামীল

করেন। এতে আল্লাহ ﷻ একটি ঝর্না চালু করে দেন এবং তাঁকে সেই ঝর্নার পানিতে গোসল করার নির্দেশ দেন। এতে তাঁর দেহের উপর যে ব্যথাবেদনা ও রোগ ছিল, সব খতম হয়ে যায়। এরপর অপর জায়গায় পদাঘাত করতে হুকুম করা হয়। সেখানে আরেকটি ঝর্না সৃষ্টি হয়। তাঁকে সেই ঝর্নার পানি পান করতে আদেশ করা হয়। এতে তাঁর দেহের অভ্যন্তরে যেসব অসুবিধা ছিল, সব দূর হয়ে যায় এবং যাহেরী ও বাতেনীভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যান তিনি। এসব ছিল, সেই কাজের ফল, যাকে সবর বলা হয়। ছিল কাজের পরিণাম, যাকে প্রতিদানের প্রত্যাশা বলা হয়। ছিল সেই আমলের নতীজা, যাকে রেযা বিলকাযা বলা হয়।

মানুষকে নিজের বেফাঁস কথার জন্য লজ্জিত হতে হয়, নীরবতার কারণে নয়।

১০. সহনশীলতা অবলম্বন করো

নিজের সমস্ত কাজের ব্যাপারে তোমাকে গম্ভীর ও প্রজ্ঞাবতী হতে হবে– সন্তানাদির প্রতিপালন, গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক নেক আমল, ভালো বই-পুস্তকের অধ্যয়ন, ভীতির সাথে কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত; খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায়, পুরো মনোযোগের সাথে আল্লাহ ﷻ-র যিকির, সদকা-খয়রাত, ঘর গোছানো, বা গ্রন্থাগার সাজানো– যা-ই হোক না কেন? তা হলে এসব কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সময় নিজেকে দুঃখবেদনা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত পাবে।

মুমিন নারীসমাজ থেকে নজর সরিয়ে কিছু কিছু কাফের নারীর দিকেই একটু লক্ষ করে দেখো, কুফর ও পথভ্রষ্টতা সত্ত্বেও তারা নিজের জীবনে কতটা গম্ভীর ও প্রজ্ঞাবতী ছিল? তাদের একজন হচ্ছে ইজরাইলের সাবেক প্রধান মন্ত্রী গোল্ডা মেইর। তিনি নিজের লেখা আত্মজীবনীতে ফৌজ বিন্যাস ও আরবদের সাথে যুদ্ধের বেলায় আপন তৎপরতার বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়তো কোন পুরুষকেও তার সমকক্ষ পাওয়া যাবে না। যদিও তিনি কাফের ও খোদাদ্রোহী ছিলেন।

> সৌভাগ্য কোন জাদুর কাঠি নয়। যদি তা-ই হত, তা হলে এর কদর ও দাম থাকত না।

প্রবাল মুক্তা

১. হিম্মতের সাথে নফসের মোকাবেলা করো

নিজের নফসকে নীচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করো এবং চিন্তা ফিকির করে উত্তর দাও–

তুমি কি জান যে, তুমি এমনই একটি সফরে রওয়ানা হয়েছ, যেখান থেকে ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই। তুমি কি নিজেকে এই সফরের জন্য প্রস্তুত করেছ?

তুমি কি এই অস্থায়ী দুনিয়া থেকে নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করেছ, যা তোমাকে কবরে সাহায্য করতে পারে; সঙ্গ দিতে পারে?

তোমার বয়স কত এবং সম্ভাব্য আয়ুর কত অংশ পার করেছ? তুমি কি জান, প্রত্যেক সূচনার সমাপ্তি আছে এবং প্রত্যেক সমাপ্তি হয়তো জান্নাত, নতুবা জাহান্নাম?

তুমি কি চিন্তা করেছ, আসমান থেকে ফেরেশতা আসবেন এবং তোমার রূহ কব্জ করবেন, অথচ তুমি তখন গাফেল আর হাসি-মজাকে লিপ্ত থাকবে?

তুমি কি সেই মুহূর্ত নিয়ে ভেবেছ, যেটা হবে তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত? স্বামী, ছেলেমেয়ে, সখী-বান্ধবী আর আপনজন ছাড়বার মুহূর্ত। সেটা হচ্ছে মওতের সময়। ভয়াবহ কষ্টবেদনার সময়। সেই কষ্টবেদনার কোন অনুমান করা সম্ভব নয়। এ হচ্ছে মওত, মওত।

মাটির দেহ থেকে রূহ বের হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে। তোমাকে মসজিদের আঙিনায় নিয়ে জানাযার সালাত পড়া হবে। এরপর লোকজন তোমাকে কাঁধে নিয়ে সামনে এগোতে থাকবে। এভাবে তোমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?

কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম ঘাঁটি। কবর হয়তো জান্নাতের টুকরো, নয়তো জাহান্নামের একটি গর্ত।

২. হুঁশিয়ার! সাবধান!!

কাফের ও ফাজের নারী-পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বিরত থাকো। কেননা, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

আল্লাহ ﷻ নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী নারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।

যেসব কাজে আল্লাহ ﷻ ক্রুদ্ধ হন এবং যেসব কাজের ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেসব কাজ থেকে বিরত থাকো। যেমন, পুরুষদের মত পোশাক পরিধান করা, বেগানা পুরুষদের সাথে ওঠাবসা করা, না-মাহরামের সাথে সফর করা। হায়া-লজ্জা আলমারীতে উঠিয়ে রাখা, বোরকা খুলে ফেলা এবং নিজের প্রতিপালককে ভুলে যাওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

এসব লজ্জাস্কর পদক্ষেপ অন্তরে নৈরাশ্য ও সংকট সৃষ্টি করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের অন্ধকার ডেকে আনে। এসব কাজে বেশিরভাগ নারীসমাজই লিপ্ত হয়। তবে সেইসব নারীর কথা ভিন্ন, যাঁদের উপর আল্লাহ ﷻ বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন।

> বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য জল্পনা-কল্পনা সুন্দর হওয়াও জরুরী।

৩. শোকর আদায় করা ফরজ

আলখিযরান ছিলেন একজন দাসী। খলীফা মাহদী তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন। খলীফা এই স্ত্রীর খাহেশ অনুযায়ী তাঁর দুই ছেলেকে অলীআহ্দ (প্রিন্স) ঘোষণা করেন। কিন্তু এসব কিছুর পরও এই মহিলার অবস্থা ছিল এই যে, যখনই তিনি স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হতেন, তখনই মুখের উপর বলে দিতেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কোন ভালো আচরণ পেলাম না।

আলবার্মাকিয়াও ছিলেন অনুরূপ একজন দাসী। বাজারে তাঁর ক্রয়বিক্রয় হয়েছিল। মরক্কোর বাদশাহ মু'তামিদ ইবনে আব্বাদ তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন এবং পরে রানি বানিয়ে নেন। একদিন এই রানি দেখতে পান যে, দাসীরা মাটি দিয়ে খেলছে। তখন তিনি নিজ দেশের কথা স্মরণ করে মাটি দিয়ে খেলতে শুরু করেন। বাদশাহ হুকুম দিলেন, মাটির মত দেখতে, বিরাট আকারের সুগন্ধিময় কোন বস্তু তৈরী করা হোক, যাতে কমবয়সী রানি সেটা দিয়ে খেলতে পারেন। এরপরও রানির অবস্থা ছিল এই যে, যখন তিনি স্বামীর উপর নারাজ হয়ে যেতেন, তখনই বলতেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কোন ভালো আচরণ পেলাম না।

মু'তামিদ মুচকি মুচকি হেসে বলতেন, এমন কি মাটির দিনগুলোতেও না।

একথা শুনে রানি লজ্জায় পানি পানি হয়ে যেতেন।

দু-চার জন বাদে নারী জাতির স্বভাব এটাই। তাদের উপর কী কী অনুগ্রহ করা হয়েছে, সে কথা তারা ভুলে যায়। বিশেষত যখন স্বামীর পক্ষ থেকে কোন ভুলচুক হয়ে যায়। নবী ﷺ বলেছেন, হে নারীসমাজ! তোমরা সদকা করো। কেননা, আমি তোমাদের বেশিরভাগকে জাহান্নামে দেখেছি। মহিলারা বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এর কারণ কী? নবীজী ﷺ বললেন, তোমরা দ্রুত অভিশাপ করে থাক; বেশি বেশি তিরস্কার কর এবং জীবনসঙ্গীর নাশোকরী কর।

তিনি আরও বলেছেন, আমি জাহান্নাম দেখেছি। সেখানে নারীদের আধিক্য ছিল। কেননা, তারা স্বামীর নাশোকরী করে থাকে এবং অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়। তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যদি সারা জীবন তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় এবং আচানক কোন ভুল হয়ে যায়, তা হলে সাথে সাথে বলে ফেলে, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কোন ভালো আচরণ পেলাম না।

স্বামী স্ত্রীর স্বভাব সম্পর্কে অবগত থাকেন, এজন্য তিনি রাগান্বিত হন না, কষ্টও নেন না এবং তার চেহারায় কষ্টের কোন ছাপও ফুটে ওঠে না, যখন স্ত্রী নাশোকরী করেন অথবা দাবি করে বলেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কোন ভালো আচরণ পেলাম না। অথচ বেশিরভাগ স্বামীই স্ত্রীর জন্য অনেক কিছু করে থাকেন।

> যদি কোন নারীর জন্য লোকজন দোআ করে, তার স্বামী তার প্রশংসা করে, পড়সীরা তাকে ভালোবাসে এবং তার সখীরা তাকে সম্মান করে, তা হলে সে কামিয়াব।

৪. দেহের চেয়ে রূহের গুরুত্ব বেশি

উমর ইবনে আবদুল আযীয নিজের খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে আট দিরহাম দিয়ে পোশাক খরিদ করে আনার হুকুম দেন। যখন সেই ব্যক্তি পোশাক খরিদ করে নিয়ে আসে, তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয সেই পোশাকে হাত ফেরান, তারপর বলেন, কতই না নরম ও মোলায়েম কাপড়।

একথা শুনে ওই ব্যক্তির মুখে হাসির রেখা খেলে গেল। উমর ইবনে আবদুল আযীয তার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনার খলীফা হওয়ার আগের কথা। আপনি আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি পোশাক কিনে আনার হুকুম দিয়েছিলেন। পরে আপনি যখন সে কাপড়ে হাত ফিরিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, কত খসখসে কাপড়! আর আজ আট দিরহামের লেবাসকে নরম ও মোলায়েম বলছেন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয বললেন, আমি বুঝি না যে, যে ব্যক্তি এক হাজার দিরহামের লেবাস খরিদ করে, সে আল্লাহকে ভয় করে।

এরপর তিনি বললেন, আরে শোনো! আমার নফস উঁচু পদের আগ্রহী ছিল। যখন সে কোন পদ পেয়ে গেল, তখন সে আরও উঁচু পদ পাওয়ার খাহেশ শুরু করল। যখন সে আমিরী পেয়ে গেল, তখন সে খেলাফত পাওয়ার তামান্না করতে লাগল। একসময় সে খেলাফতও

পেয়ে গেল। এখন আমার রূহ এর চেয়েও বড় কোন বস্তু হাসিল করার তামান্নায় লিপ্ত আছে, আর সেটা কেবল জান্নাতই হতে পারে।

লোকজন সম্পর্কে ফায়সালা শুনিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ নয়। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার মোহে নিমজ্জিত থাকাও আমাদের যিম্মাদারীর শামিল নয়।

৫. সময় নষ্ট কোরো না, দৃষ্টি রাখো বর্তমানের প্রতি

নিজের গালে থাপ্পড় মেরে, নিজের জামা ছিঁড়ে কী লাভ, যদি অতীতে কিছু খোয়া গিয়ে থাকে, অথবা কোনদিন মসিবতের পাহাড় নেমে থাকে? সেই ত্রুটিটা কী, যা তোমার অনুভূতি ও ধারণাকে খুব খারাপভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেই ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে, যেটা তোমার দুঃখবেদনা বাড়িয়েছে এবং তোমার অন্তরে দুঃখের আগুন ভরকে যাচ্ছে?

যদি অতীতে ফিরে যাওয়া, যেসব ঘটনা আমরা পছন্দ করি না, সেগুলো বদল করা এবং যেই পন্থায় আমরা জীবনযাপন করতে পছন্দ করি, সেটা অবলম্বন করা সম্ভব হত, তা হলে আমাদের জন্য অতীতে ফিরে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ত। আমরা খুব ক্ষিপ্রভাবে অতীতে ফিরে যেতাম এবং যেসব ঘটনায় আমাদের অনুতাপ রয়েছে, সেগুলো মুছে ফেলতাম। তারপর যেসব কাজ সৌভাগ্যের জন্য জরুরী, সেগুলো সংযোজন করে নিতাম। কিন্তু আমরা জানি, কাজটি অসম্ভব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আমাদের জন্য মোনাসিব ও উত্তম হচ্ছে এই যে, আমরা কীভাবে জীবনকে সুন্দর করতে পারি, সেদিকে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা। কেননা, হারানো বিষয়ের ক্ষতিপুরণের এই একটিই পন্থা।

এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ হেকমত, যার দিকে কুরআন মাজীদে উহুদ যুদ্ধের পর আকৃষ্ট করা হয়েছে, যখন লোকজন নিহতদের জন্য অশ্রুপাত করছিল এবং উহুদের ময়দানে পিছপা হওয়ার কারণে অনুতপ্ত ছিল।

> তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমরা যার যার ঘরেও অবস্থান করতে, তবুও যাদের মৃত্যু লেখা ছিল, তারা নিজেরাই নিহত হওয়ার স্থানে চলে যেত। [০৩:১৫৪]

বিশ্বাস করো, সৌভাগ্য একটি গোলাপের কলির মত, যা এখনও ফোটেনি; তবে তা অবশ্যই ফুটবে।

৬. বিপদাপদ আসলে নেয়ামতের ভাণ্ডার

উম্মুল আলা ﵂ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি একবার অসুস্থ ছিলাম, তখন রসুলুল্লাহ ﷺ আমার অবস্থা জানতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, হে উম্মুল আলা! তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, যখন মুসলমান অসুস্থ হয়, তখন আল্লাহ সেই অসুস্থতার মাধ্যমে গুনাহখাতা এমনভাবে দূর করেন, যেমন আগুন চাঁদির খাদ দূর করে দেয়।

এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, অসুখ গুনাহখাতা দূর দেয় বলে আমরা রোগব্যধির জীবানু দেহে পালতে থাকব এবং ওষুধ ও চিকিৎসা ছেড়ে দিব। বরং বান্দার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে ওষুধ খাওয়া এবং সুস্থতার জন্য দোআ করা। রোগব্যধির কারণে সবর করা এবং এর দুঃখকষ্টের উপর আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদানের আশা করা স্বতন্ত্র কথা। এটাই সেই শিক্ষা, যা এই মুমিন ও নেককার নারী আমাদেরকে দিয়েছেন।

এমনইভাবে যেকোন প্রিয়জন, স্বামী বা সন্তান কারও মৃত্যুর ঘটনায়ও সবর করে বরদাশত করা একজন মুমিন নারীর জন্য বাঞ্ছনীয়। হাদীসে যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহ সেই মুমিন বান্দার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম প্রতিদানে সন্তুষ্ট হন না, যে জমীনের উপর নিজের কোন প্রিয়জনের বিচ্ছেদের কারণে সবর করে এবং আল্লাহর কাছে বদলা পাওয়ার আশা করে।

যদি কোন স্ত্রীলোক তাঁর স্বামীকে হারিয়ে ফেলে, তা হলে এর মতলব হচ্ছে আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়েছেন। আর তিনি কাওকে ফিরিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে বড় হকদার। যদি নারী বলতে থাকে, 'হায় আমার স্বামী!' অথবা 'হায় আমার ছেলে!' তা হলে খালেক ও মালেক আল্লাহ ﷻ বলেন, 'এ তো আমার বান্দা, এবং আমি অন্যদের চেয়ে তার উপর বেশি হক রাখি।'

স্বামী ধারহিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে; ছেলেও ধারহিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে। একইভাবে ভাই আর বাপও ধারহিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে এবং স্ত্রীও ধারহিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে।

কারও উপর অপবাদ আরোপ থেকে সেভাবেই আত্মরক্ষা করো, যেভাবে মহামারী থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

৭. দয়া করো, দয়া পাবে

একটি হাদীসে সন্তানের প্রতি মায়ের কেমন মহব্বত থাকে, সেটার স্বচ্ছ ছবি আঁকা হয়েছে। একজন মায়ের অন্তরে আল্লাহ ﷻ যে মহব্বত, ভালোবাসা, মমতা ও মেহেরবানী সৃষ্টি করেছেন এবং সন্তান প্রতিপালনের সময় যে মহব্বত, মমতা ও মেহেরবানী মায়েরা প্রকাশ করেন, এ হচ্ছে তার একটি উপমা।

বান্দার উপর আল্লাহ ﷻ-র যে রহমত ও মেহেরবানী হয়ে থাকে, রসুলুল্লাহ ﷺ তার একটি তাসবীর পেশ করেছেন। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেন যে, কয়েদীহিসেবে গ্রেফতার করে কয়েক জন মহিলাকে নবী ﷺ-র সামনে উপস্থিত করা হয়। তাদের মধ্য থেকে এক মহিলা অস্থির হয়ে কী যেন খুঁজছিল। ইতোমধ্যে সে একটি শিশু পেয়ে গেল এবং সে তাকে বুকে চেপে ধরে বুকের দুধ পান করাতে লাগল। তখন রসুলুল্লাহ বললেন, তোমরা কী মনে কর, এই মহিলা তার শিশুকে আগুনে ফেলতে পারে?

আমরা বললাম, না; কক্ষণও নয়।

নবীজী ﷺ বললেন, এই মহিলা নিজের সন্তানের উপর যে পরিমাণ মেহেরবান, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর তার চেয়েও বেশি মেহেরবান।

এ হল একজন কয়েদী নারীর কথা, যে বন্দী হয়ে এসেছিল। পূর্বে সে পারিবারিক বিষয়াদিতে ইচ্ছাধীন ছিল। খান্দানের পুরুষদের

হেফাজতে আযাদ ছিল। স্বামীর ঘরে তার নেতৃত্ব চলত। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার কারণে এখন ছিল একজন বাঁদী ও পরাধীনা। সে এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল, যখন মানুষ আশপাশে কী হয়, সবকিছু ভুলে যায়। মহিলা কঠিন মানসিক যাতনায় লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমন অবস্থায়ও সে নিজের বাচ্চা, কলজের টুকরা ও নয়নমণির দেখাশোনার কথা ভুলতে পারেনি। সে তাকে সর্বত্র খুঁজতে থাকে। একসময় সে তাকে পেয়ে যায় এবং আবেগাচ্ছন্ন হয়ে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করাতে শুরু করে। নিজের কলজের টুকরা কোন প্রকারে কষ্টে নিপতিত হোক, তা সে বরদাশত করতে পারেনি। হোক না সেই কষ্ট খুব সামান্য। কষ্ট ছোট বড় কি না, সেই প্রসঙ্গ তার কাছে নেই। জীবন বাজি রেখে সন্তানকে হেফাজত করবে, এটাই হচ্ছে তার মূল কথা।

ভদ্রতা বহির্ভূত ভাষা বক্তার জন্য অনেক সময় বিপদের কারণ হয়, ঠিক ও রকম, যে রকম যখমের কারণে হয়ে থাকে।

৮. দুনিয়া সুন্দর, তবে হতাশদের জন্য নয়

যদি শীতের মৌসুম তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে থাকে এবং বিস্তীর্ণ বরফের সারি সবদিক থেকে তোমার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে থাকে, তা হলে অসুবিধা কী? আগামী বসন্তের দিকে লক্ষ করো এবং তাজা বাতাসে শ্বাস নেওয়ার জন্য জানালা খুলে দাও। দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করো এবং উড়ন্ত পাখির ঝাঁকের দিকে নজর করো, যারা আবার তাদের গান জুড়ে দিয়েছে। তুমি দেখতে পাবে, গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্য তার লাল কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাকে নতুন জীবনের বার্তা শুনিয়ে যাচ্ছে। রূহ ও হৃদয়কে দিয়ে যাচ্ছে অনন্য সজীবতা। তাতে রয়েছে নতুন স্বপ্নের খুবসুরত তাবীর।

দৃষ্টিনন্দন গাছের সারি দেখার জন্য মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়ো না। কেননা, সেখানে তুমি বিরানভূমি আর অসহায়ত্ব ছাড়া আর কিছুই পাবে না। চোখের সামনে বিদ্যমান অসংখ্য গাছগাছালির দিকে তাকাও, যেগুলো তোমাকে ছায়া এবং মিষ্টি ও মজাদার ফল দান করে। যেগুলোর ডালে ডালে রংবেরঙের পাখি অপূর্ব সুরে গান গেয়ে মন মাতিয়ে রাখে।

পেছনের দিনগুলোর হিসাব কোরো না যে, তখন কতটুকু লোকসান হয়েছে। কেননা, যখন জীবনের পাতা খসে পড়ে, তখন সেগুলো ফিরে আনা যায় না। তবে প্রত্যেক বসন্তে নতুন মুকুল ও নতুন পাতা বের হয়। দেখো, সেই পাতাগুলোর দিকে, যেগুলো তোমার ও আসমানের

মধ্যে বিদ্যমান। সেই শুষ্ক পাতাগুলোর কথা ভুলে যাও, যেগুলো জমীনে পড়ে মাটির অংশ হয়ে গেছে।

যেহেতু গতকালটা হারিয়ে গেছে এবং তোমার সামনে রয়েছে আজকের দিনটা, সেহেতু এই দিনটি অতিবাহিত হওয়ার আগে এর পাতাগুলো সমবেত করো এবং আগামী কালের দিকে পেশ করো। যে গতকালটি অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার জন্য মাতম কোরো না এবং আজকের দিনটি আফসোস করে নষ্ট কোরো না। সামনের আগামী কালটা অনেক সুন্দর। তাতে উদীয়মান আলোকময় সূর্যের সোনালী কিরণের অপেক্ষায় থাকো।

বিষাক্ত কথায় সৃষ্ট যখমের তীব্রতা অনুমান করা মুশকিল।

৯. সুদিনে শোকর, দুর্দিনে মদদ

ইউনুস ﷺ মাছের পেটে কঠিন পেরেশানীতে ছিলেন। চারদিকে ছিল শুধু অন্ধকার। ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার। গভীর সমুদ্রের তীব্র অন্ধকার। মাছের পেটের অন্ধকার। মনটা ছোট, পেরেশানী সীমাহীন। দুঃচিন্তার অন্ত নেই। এমন সময় কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি আল্লাহ ﷻ-র দিকে মনোনিবেশ করলেন, যিনি পেরেশান লোককে সাহায্য করেন। বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করেন। যিনি প্রশস্ত রহমতওয়ালা এবং বান্দাবান্দীর তওবা কবুলকারী। সে সময় তাঁর পবিত্র যবান থেকে যে সোনালী শব্দমালা বের হয়, সেটা যেন ছিল হীরা ও মুক্তা। তিনি ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে প্রতিপালককে ডেকে বললেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি জালেমদের একজন।

> সাথে সাথে দোআ কবুল হয়ে গেল। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তখন আমি তার দোআ কবুল করে নিলাম এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এভাবেই মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে থাকি। [২১:৮৮]

ইউনুসকে কোন বিরান জায়গায় নিক্ষেপ করার জন্য আল্লাহ ﷻ মাছকে হুকুম দিলেন। খুব কমজোর ও অসুস্থ অবস্থায় ইউনুস সমুদ্রের কূলে নিক্ষিপ্ত হলেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত সঙ্গে ছিল। আল্লাহ ﷻ-র হুকুমে একটি উদ্ভিদ উৎপন্ন হল এবং সেটার পাতা তাঁকে ছায়া দিতে লাগল। তখন তাঁর দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা

যেতে লাগল এবং তাঁর সুস্থতাও ফিরে এল। এভাবেই যে ব্যক্তি আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ-র রবুবিয়াত স্বীকার করে, আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ তাকে দুঃসময়ে সাহায্য করেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জীবন নির্দেশনার উপযুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের নেতৃত্ব নিজে দিতে পারবে না।

১০. সবচেয়ে মূল্যবান মহরের নারী

আবু তালহা ﷺ ইসলাম গ্রহণের আগে উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানের সামনে বিয়ের প্রস্তাব রাখেন এবং মোটা অংকের মহর দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাশার বিপরীতে উম্মে সুলাইম অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি একজন মুশরিককে বিয়ে করতে পারি না। হে আবু তালহা! তোমরা যেসব দেবতার পূজা কর, সেগুলো অমুক খান্দানের গোলাম তৈরী করে এবং তোমরা যদি তাতে আগুন লাগাও, তা হলে সাথে সাথে ভস্ম হয়ে যাবে।

আবু তালহা খুব ব্যথিত হলেন। ঘরে ফিরে গেলেন তিনি। উম্মে সুলাইমের যে অবস্থা দেখলেন এবং তাঁর যেসব কথা শুনলেন, সেগুলো যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তবে তাঁর অন্তরে যে নিখাদ ভালোবাসা ছিল, তা তাঁকে পরের দিন আবার উম্মে সুলাইমের সামনে নিয়ে এল। এবার তিনি আরও ভারী মহর দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন, এই প্রত্যাশায় যে, হয়তো উম্মে সুলাইমের অন্তর নরম হবে এবং তিনি শাদীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন। কিন্তু খুব আদবলেহাযের সাথে উম্মে সুলাইম বললেন, হে আবু তালহা! তোমার মত একজন পুরুষকে কোন নারী ফিরিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু তুমি কাফের; আমি মুসলমান। তোমার সাথে আমার বিয়ে বৈধ নয়।

আবু তালহা বললেন, আমি তোমাকে হলুদ ও সাদা (সোনারূপা) দিয়ে ভরে দিব। উম্মে সুলাইম বললেন, হলুদ ও সাদা (সোনারূপা)

আমার প্রয়োজন নয়। আমি চাই তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। আবু তালহা বললেন, এই প্রসঙ্গে আমি কার সাথে কথা বলব? উম্মে সুলাইম বললেন, এই প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ'র সাথে কথা বলো।

আবু তালহা রসুলুল্লাহ ﷺ-র খেদমতে উপস্থিত হলেন। সাহাবীদের নিয়ে বসে ছিলেন নবীজী ﷺ। তিনি আবু তালহাকে দেখে বললেন, আবু তালহা তোমাদের কাছে এসেছেন। তাঁর চোখেমুখে ইসলামের নুর খেলে যাচ্ছে।

আবু তালহা নবীজী ﷺ-র সাথে সেইসব কথা বললেন, যেগুলো উম্মে সুলাইম বলেছিলেন। এরপর ইসলাম গ্রহণের শর্তে তাঁর সাথে উম্মে সুলাইমের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। (উম্মে সুলাইম আবু তালহা'র ইসলাম গ্রহণকেই মহর হিসেবে মেনে নিলেন।)

এই মহিয়ষী নারী খুব শানদার উপমা তাদের জন্য, যারা সম্মান ও মর্যাদা কামনা করেন। একটু দেখো, তাঁর জীবন ঈমান, একীন, আযমত ও শরাফত দ্বারা কেমন সজ্জিত ছিল; আল্লাহ ﷻ-র কাছে তিনি কেমন সওয়াব ও প্রতিদানের উপযুক্ত ছিলেন। জীবনের পিছনে তিনি কত খুবসুরত ও তারীফের যোগ্য স্মৃতি রেখে গেছেন এবং কত বড় আর মহান বদলা ও প্রতিদান তিনি হাসিল করেছেন। তিনি নিজ প্রতিপালক, নিজের সত্তা এবং অন্য সবার কাছে অন্তরঙ্গ ও একনিষ্ঠ ছিলেন। যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে, সেদিন তাঁর জন্য থাকবে জান্নাতের সুসংবাদ। সেখানে তিনি সবসময় থাকবেন এবং তাঁর কামিয়াবী তাঁর চোখ শীতল করে দিবে।

> যদি তুমি চাও যে, সবাই তোমার সাথে হাসিমুখে মিলিত হোক, তা হলে তুমি আগে তাদের সাথে হাসিমুখে মিলিত হও।

হীরকখণ্ড

১. সাফল্যের কিছু চাবি

ইজ্জতের চাবি : আল্লাহ ﷻ ও রসুল ﷺ-এর আনুগত্য

রিযিকের চাবি : অধিকহারে তওবা, এস্তেগফার ও তাকওয়া

জান্নাতের চাবি : তাওহীদ

ঈমানের চাবি : আল্লাহর নিদর্শন ও সৃষ্টির উপর চিন্তাফিকির

নেককাজের চাবি : সততা

হৃদয়ের সঞ্জীবতার চাবি : কুরআন গবেষণা, শেষরাতের ক্রন্দন ও গুনাহ থেকে বিরতি

ইলমের চাবি : সুন্দর তলব ও মনোযোগ

কামিয়াবীর চাবি : সবর

উভয় জাহানের সাফল্যের চাবি : তাকওয়া

নেয়ামত বৃদ্ধির চাবি : শোকর

আখেরাতের আকর্ষণের চাবি : দুনিয়ার প্রতি অনীহা

কবুল হওয়ার চাবি : দোআ।

একজন মানুষের মুচকি হাসি সূর্যের কিরণের মত।

২. কষ্টের পর সাফল্যের স্বাদ

এক নববধূ হানিমুন পালন করার পর ঘরে ফিরে মাকে পত্র লিখেছিল— মা! হানিমুন করে আজ আমি ঘরে ফিরে এসেছি। সেই ছোট্ট বাসায়, যেটা আমার স্বামী আমার জন্য বানিয়েছেন। যদি আপনি আমার কাছে থাকতেন এবং আমি স্বামীর সাথে অতিবাহিত করা জীবন সম্পর্কে সব কথা বলতে পারতাম, তা হলে কতই না ভালো লাগত।

আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ। তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসেন; আমিও তাঁকে খুব ভালোবাসি। তাঁকে খুশি করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে, আপনার সমস্ত উপদেশ আমার মনে আছে। আমি সেগুলোর উপর আমলও করছি। সেসব কথা আমার হরফে হরফে মনে আছে, যেগুলো দুধপানের সময় থেকে বিয়ের রাত পর্যন্ত আপনি আমার কানে গচ্ছিত রেখেছেন। আমি সেই অমূল্য উপদেশমালার আলোকে নিজের জীবন দেখছি, যেগুলো আপনার মুখে শুনেছি। আমার সামনে এখন লক্ষ একটাই, তা হল এই যে, আমি নিজের স্বামীর খেদমতে সেভাবেই লেগে থাকব, আপনি যেভাবে আব্বু ও আমাদের খেদমতে লেগে থাকতেন। আপনি আমাদের প্রতি সমস্ত মহব্বত ও মনোযোগ উজাড় করে দিতেন। আপনি আমাদেরকে জীবনের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং জীবনযাপনের পন্থা বাতলে দিয়েছেন। আপনি নিজ হাতে আমাদের হৃদয়ে মহব্বতের বীজ বোপন করেছেন।

আমি ঘরের দরজায় নক করার শব্দ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে নিশ্চয় আমার মাথার মুকুট এসে পড়েছেন। দেখুন, এখন তিনি আমার কাছে

এসে বসেছেন এবং আমার পত্র পড়তে চাইছেন। তিনি জানতে চাইছেন, আমি প্রিয় মাকে কী লিখেছি। তিনি সেই আনন্দঘন মুহূর্তে শরীক হতে চান, যা আমি আপনার সাথে রূহ ও হৃদয়ের সঙ্গো অতিবাহিত করছি। তিনি চাইছেন যে, কলমটি তাঁর হাওলা করে দিই এবং পত্রে তাঁর জন্য একটু জায়গা ছেড়ে দিই, যাতে তিনি নিজেও কিছু লিখে দিতে পারেন। আমার ভালোবাসিক্ত সালাম থাকল আপনার প্রতি, আব্বুর প্রতি এবং ভাইবোনের প্রতি।

মুচকি হাসির মধ্যে কিছু দিতে হয় না, তবে মুচকি হাসি আমাদেরকে অনেক কিছু দেয়।

৩. পেরেশানী দেহ- মনের আযাব

পেরেশানীর সবচেয়ে খারাপ সুরত হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক কোন কাজে নিবদ্ধ হতে না পারা। যখন আমরা পেরেশান হই, তখন আমাদের বিবেক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যখন আমরা নিজেকে এমন খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি করার জন্য প্রস্তুত করি; দেমাগের উপর জোর সৃষ্টি করি, তখন আমরা নিজেকে এমন অবস্থায় পাই না যে, বিশেষ ব্যাপারে মনোযোগ নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

এমনটা সম্ভব নয় যে, আমরা কোন কাজও আঞ্জাম দিব, আবার পেরেশানও থাকব। একই সময়ে এ দুটি সম্ভব নয়। দুটির মধ্য থেকে যেকোন একটি জল্পনা-কল্পনার জগৎ থেকে বাইরে বের করে দেওয়া জরুরী।

যদি তুমি এই মুহূর্তে কোন পেরেশানীতে নিষ্পেষিত হতে থাক, তা হলে অতীতের খুব খারাপ কোন পরিস্থিতি ও মসিবতের কথা স্মরণ করো। এখন তুমি পেরেশানীকে একের বদলে দুই দিক থেকে নাগালের মধ্যে রাখতে পারবে। অতীতের মসিবত বড় ছিল; কিন্তু তুমি সেটা সামলে এসেছ। সুতরাং বর্তমান পেরেশানীও তুমি সামলে উঠবে, যেটা অতীতের তুলনায় হালকা ও মামুলী। কেউ বলতে পারে, অতীতের দুঃখ তুমি সাফল্যের সাথে জয় করেছিলে, যা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক। তা হলে বর্তমান দুঃখ জয় করতে পারবে না কেন? অতীতের বড় এক পেরেশানীর তুমি বীরের মত মোকাবেলা করেছ, তা হলে এখনকার

পেরেশানীর মোকাবেলা করতে পারবে না কেন? অথচ এটা আগের পেরেশানীর চেয়ে অনেক হালকা।

বিপদাপদের অনুভূতি তখন খুব বেশি ব্যাপক হয়, যখন তুমি কোন কাজে ব্যস্ত না থাক, অথবা কোন কাজ থেকে ফারেগ হয়ে এমনিতেই বসে থাক। ফারেগ সময়ে জল্পনা-কল্পনার উপদ্রব একটি আবশ্যাক ব্যাপার। এমন সময়ই দূর-দূরান্তের বিভিন্ন শঙ্কা মাথায় জমা হয় এবং পেরেশান করতে থাকে। এর প্রতিকার শুধু একটাই, কোন উপকারী কাজে মশগুল থাকো।

অতিরিক্ত বস্তু বিবেকবান মানুষকেও পাগল বানিয়ে দিতে পারে।

৪. পছন্দের ব্যস্ততা সাফল্যের রহস্য

পেশা যা-ই হোক না কেন, একজন সাহসী মানুষ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সেই পেশার সাথে যুক্ত থাকে। সেই পেশার প্রতি মানুষ অনেক আকর্ষণও অনুভব করে, যার জন্য আল্লাহ ﷻ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যেই পেশার ব্যাপারে তার মধ্যে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সীমাহীন সম্ভাবনা সঞ্চিত রাখা হয়েছে। সে যদি উক্ত পেশা নিয়ে আপত্তিও করে, তবুও সে উক্ত পেশার সাথে যুক্ত থাকে এবং মনের আনন্দে কাজ করতে থাকে। এই কাজ করতে গিয়ে কী কী সমস্যা হয়, কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এই কাজ করে তার প্রাপ্তি কতটুকু এবং এই কাজ ছেড়ে আরও সুবিধাজনক কাজে যাওয়ার ব্যাপারে তার খাহেশ কতখানি, এসব প্রশ্ন মৌলিক নয়। এও দেখার বিষয় নয় যে, অভাব ও দারিদ্র্যের ব্যাপারে কেমন অভিযোগ রয়েছে তার, এই পেশায় নিয়োজিত থাকাই যার অভিযোগের কারণ। এসব কিছু সত্ত্বেও সে এই পেশায় খুশি ও সুস্থির। কেননা, এই কাজের কারণে তার মধ্য থেকে এমন বস্তু বের হয়ে আসছে, যা পুরোটাই কল্যাণ।

> পুরুষের সৌভাগ্য রয়েছে নারীর সেই কথায়, যেটা তার দুই ঠোঁট ভেদ করে বের হয়ে আসে।

৫. প্রকৃত শক্তি হৃদয়ে, দেহে নয়

এক খ্রিস্টান নারীর গল্প। তার জীবনে দারিদ্র্য, অভাব আর অসুখ ছাড়া আর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিয়ের কয়েক দিন পরই তার স্বামী মারা যায়। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন; কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীও আরেক যুবতীকে নিয়ে পালায়ন করে। অবশ্য তার পরিণত খুব করুণ হয়েছিল। একটি পতিতালয়ে তাকে মৃত পাওয়া গিয়েছিল।

মহিলার একটি ছেলে ছিল। তার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। অভাব আর অসুখের কারণে এই কলজেছেঁড়া ধনও তিনি সাথে রাখতে পারেননি। অন্যত্র দত্তক দিতে বাধ্য হন। এরপর আরও করুণ ঘটনা ঘটে। একদিন তিনি বরফ পড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তার পা ফসকে যায় এবং দীর্ঘ সময় তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন। এভাবে পড়ে যাওয়ার কারণে তার মেরুদণ্ডের হাড্ডিতে মারাত্মক চোট পড়ে। ডাক্তাররা মনে করছিলেন, মহিলা তাড়াতাড়ি মারা যাবে, অথবা তিনি আজীবনের জন্য বিকলাঙ্গা হয়ে পড়বেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে মহিলা বাইবেলের পাতা ওল্টাতে থাকেন। একটি শ্লোক পড়ে তিনি মানসিকভাবে খুব বলিয়ান হয়ে ওঠেন। তিনি নিজেই বয়ান করেছেন যে, মথি বর্ণিত বাইবেলে তিনি এই শ্লোকটি পড়েন, 'যখন বিছানায় পড়ে থাকা কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর (যিশুর) সামনে আনা হত, তখন তিনি সেই রুগ্ন ব্যক্তিকে বলতেন, ওঠো, বিছানা গুছিয়ে নাও এবং বাড়ির পথ ধরো।' এতে সেই রোগী (ঈশ্বরের হুকুমে) উঠে দাঁড়াত এবং ঘরে চলে যেত।

এই শ্লোক মহিলার অন্তরে আধ্যাত্মিক ও রূহানী শক্তি বাড়িয়ে দেয়। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং কামরার মধ্যে পায়চারি শুরু করেন। এই অভিজ্ঞতা পক্ষাঘাতগ্রস্ত এই মহিলাকে এতটুকু উপযুক্ত করে দেয় যে, তিনি নিজের চিকিৎসা নিজেই করতে থাকেন এবং অন্যদেরও সেবা আরম্ভ করেন।

এই মহিলার নাম ছিল মিসেস মেরি বেকার এডি। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডেলকার্নেগী এই ঘটনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, এই ঘটনা মিসেস এডি'র জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দেয়। তিনি নিজ ধর্মের প্রচারক হয়ে যান। যেই ধর্ম তিনি হাসপাতালের বেডে শুয়ে বাইবেল পড়তে পড়তে আবিষ্কার করেছিলেন।

হে মুসলিম নারী! তুমি নিজ ধর্মের জন্য কী করেছ?

৬. মহিয়সী বিপদের নরককে স্বর্গে পরিণত করেন

আবু তালহা'র স্ত্রী উম্মে সুলাইম ﵁ কী চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শিশুর মৃত্যুর উপর সবরের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। ফলে আল্লাহ ﷻ তাঁকে কল্যাণ দান করেন।

আনাস ﵁ বর্ণনা করেন যে, আবু তালহা'র ছেলে খুব অসুস্থ ছিল। এর মধ্যেই আবু তালহা বাইরে চলে যান। এরপর ছেলেটির মৃত্যু হয়ে যায়। আবু তালহা ফিরে এসে জিজ্ঞাস করেন, আমার ছেলের কী অবস্থা? ছেলের মা উম্মে সুলাইম বলেন, আগের চেয়ে এখন শান্ত আছে। এরপর তিনি স্বামীর সম্মুখে রাতের খাবার পেশ করেন। আবু তালহা খাবার খান এবং স্ত্রীর সাথে রাতযাপন করেন। আবু তালহা অবসর হলে উম্মে সুলাইম বললেন, এবার ছেলেকে দাফন করে দাও।

সকালে আবু তালহা রসুলুল্লাহ ﷺ-র খেদমতে হাযির হন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। নবীজী ﷺ জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কি স্ত্রীর সাথে রাতযাপন করেছ? আবু তালহা বললেন, হাঁ। নবীজী ﷺ দোআ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি এই দু' জনকে বরকত দান করো।

আল্লাহ ﷻ-র হুকুমে উম্মে সুলাইম একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিলেন। আনাস বলেন, আবু তালহা আমাকে বললেন, তুমি শিশুটিকে রসুলুল্লাহর কাছে নিয়ে যাও।

আবু তালহা আনাসের সঙ্গো কিছু খেজুর দিয়ে দিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এর সঙ্গো কিছু এনেছ? আনাস বললেন, হাঁ; খেজুর এনেছি।

নবীজী ﷺ খেজুর মুখে দিয়ে চিবালেন। এরপর নিজের মুখ থেকে চিবানো খেজুর বের করে (একটু) শিশুর মুখে দিয়ে তার তালুতে লাগিয়ে দিলেন। এরপর শিশুটির নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

নারীর সতীত্বের চেয়ে অধিক মূল্যবান আর কিছু নেই।

৭. সবর করো, কামিয়াবী তোমার পা চুম্বন করবে

এক মহিলা সাহাবীর ডাকনাম ছিল উম্মে রুবাইয়ি’। তাঁর এক ছেলের নাম ছিল হারেসা। হারেসা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তখন উম্মে রুবাইয়ি’ নবীজী ﷺ-র খেদমতে এসে হাযির হন। ছেলের ব্যাপারে নবীজী ﷺ-র মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য, যাতে তাঁর অন্তর ঠান্ডা হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি আমাকে হারেসার ব্যাপারে কিছু বলবেন না? সে যদি জান্নাতে গিয়ে থাকে, তা হলে সবর ও স্বস্তির সাথে এই ঘটনা আমি বরদাশত করে নিব। আর যদি ঘটনা উল্টো ঘটে থাকে, তা হলে তার জন্য অনেক কাঁদব।

একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, হারেসা’র মা! বেহেশতে অনেক জান্নাত আছে। তোমার ছেলে পেয়েছে শ্রেষ্ঠ জান্নাত ফেরদাউসের উন্নত মর্যাদা।

ছেলের মৃত্যু একটি অসহনীয় সদমা, যা মানুষের অন্তরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। কিন্তু এই মহিয়সী নারী রসুলুল্লাহ ﷺ-র কাছে জিজ্ঞাস করছেন যে, যদি তাঁর ছেলে জান্নাতে গিয়ে থাকে, তা হলে ইনশা আল্লাহ তিনি অতিসত্বর তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। ছেলের বিচ্ছেদের উপর তিনি সবর করবেন এবং জান্নাতে নিজের মর্তবা বুলন্দ করবেন। যদি এমনটা না হয়, তা হলে মনের স্বাদ মিটিয়ে অশ্রুপাত করবেন তিনি। যেমন, অনেকে প্রিয়জনের মৃত্যুতে ক্রন্দন করে থাকে, যারা তাদেরকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যায়। এটা এমন কথা, যা

বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য এই মহিয়সী নারীর ছিল। কিন্তু তিনি একজন মায়াবতী ও মেহেরবান মা, যিনি তার সন্তান হারিয়েছেন। তিনি সবর করবেন এবং আল্লাহ ﷻ-র কাছে প্রতিদানের প্রত্যাশা করবেন।

একজন খুবসুরত নারী যদি হয় জহরত, তা হলে একজন নেককার নারী হচ্ছে রত্নভাণ্ডার।

৮. আল্লাহ ﷻ ছাড়া বিপদ উদ্ধারকারী আর কেউ নেই

যখন দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়ে, পেরেশানীর বাদল চারদিক ছেয়ে যায়, বিপদাপদ সীমা অতিক্রম করে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং কোথাও আশার আলো দেখা যায় না, তখন মানুষ শুধু আল্লাহ ﷻ-কে স্মরণ করে এবং নির্দ্বিধায় তার যবান থেকে 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া আল্লাহ' জারি হয়ে যায়।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،

لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ

এগুলো সেই কথা, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ বান্দাবান্দীর পেরেশানী দূর করেন; তাদের অস্থিরতা খতম করে দেন এবং তাদের সংকট ও দুর্দশা দূর করেন।

> তখন আমি তার দোআ কবুল করলাম এবং তাকে পেরেশানী থেকে মুক্তি দিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে থাকি। [২১:৮৮]

> তোমাদের কাছে যেই নেয়ামতই আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এরপর যখন তোমাদেরকে সংকট পেয়ে বসে, তখন তোমরা তাঁর দিকেই দৌড়ে আস। [১৬:৫৩]

যখন রোগীর রোগ বেড়ে যায়, যখন তার দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন তার রং হলুদ হয়ে যায় এবং যখন কোন উপায় দেখা যায় না, সমস্ত উপকরণ বেকার সাব্যস্ত হয়, চিকিৎসকরা অসহায় ও মজবুর হয়ে পড়ে, ওষুধপত্র কাজ ছেড়ে দেয়, শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যেতে থাকে; হাতপা ঠান্ডা হয়ে যায় এবং হৃদকম্প বন্ধ হতে থাকে, তখন রোগী আল্লাহ ﷻ-র দিকে ফেরে, রব্বুল আলামীনের দিকে আকৃষ্ট হয়; তাঁকে ডাকে 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া আল্লাহ'। এতে তার রোগ খতম হয়ে যায়; শেফা লাভ হয় এবং তার দোআ কবুল করা হয়।

> (স্মরণ করো,) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে বলছিল, (হে আল্লাহ!) আমাকে একটি কঠিন অসুখ পেয়ে বসেছে, (আমাকে তুমি সুস্থ করো, কেননা,) তুমি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিল, তা আমি দূর করে দিলাম। তাকে (যে শুধু) তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরও সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম। [২১:৮৩-৮৪]

৯. যিনি বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন

আল্লাহ ﷻ-র অনুগ্রহ, যে ব্যক্তি তাঁর উপর প্রত্যাশা বাঁধে, তিনি তাকে হতাশ করেন না; তার দোআ বেকার হতে দেন না। হাজত অনুসারে, অথবা আনুগত্য অনুসারে কিংবা আগ্রহ অনুসারে তিনি মানুষের দোআ শোনেন এবং বিপদাপদ থেকে বের হওয়ার রাস্তা সমতল করে দেন। তিনি তো অমুসলিমদের দোআও শোনেন; তাদের জরুরতও পূরণ করেন, যখন তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং অপারগ হয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে; তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকে। তখন তিনি তাদের দোআ শোনেন এবং অনুগ্রহ করে তাদের পেরেশানী দূর করেন। হয়তো তারা ঈমান আনায়ন করবে। তবে বেশিরভাগ লোক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়; তাঁর রহমতের কথা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং তাঁর এহসানের নাশোকরী করতে থাকে।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

> যখন এরা জাহাজে আরোহন করে, তখন দীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে তাঁর কাছে দোআ করতে থাকে, কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্থলে নামিয়ে দেন, (তখন) সাথে সাথে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতে থাকে। [২৯:৬৫]

আল্লাহ ﷻ নিজ বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, একমাত্র তিনিই পেরেশান লোকজনের দোআ শোনেন এবং তার পেরেশানী দূর করেন। এই বিষয়টিই তাঁর প্রকৃত মা'বূদ হওয়ার প্রমাণ; তাঁর

অদ্বিতীয়তার স্পষ্ট দলিল। তবে এ থেকে খুব কম মানুষই উপদেশ গ্রহণ করে।

> তিনি কে, যিনি বিপদগ্রস্তের দোআ শোনেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন? আর (কে তিনি) যিনি তোমাদেরকে জমীনের প্রতিনিধি বানান? আল্লাহর সাথে কি আরও কোন মা' বূদ আছে? তোমরা (আসলে) কমই চিন্তা কর। [২৭:৬২]

> নারী খুব সৌখিন পাত্রের মত, যেকোন সময় ভেঙে যেতে পারে। কাজেই তার জন্য স্থিরভাবে ঘরে থাকাই ভালো।

১০. বখীল নিজের বেলায়ও বখীল

উমর ইবনে আবদুল আযীযের বোন উম্মে বানীনের ঘটনা খুব প্রসিদ্ধ। তিনি দানশীলতা ও উদারতায় এতটা ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন যে, মহিলাদেরকে দাওয়াত করতেন; তাদেরকে খুব মূল্যবান পোশাক হাদিয়া দিতেন এবং সাথে সাথে কিছু দিনারও দিতেন। তাদেরকে বলে দিতেন, পোশাকগুলো আপনাদের জন্য। আর দিনারগুলো আপনারা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিবেন।

এভাবেই তিনি মহিলাদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তাদেরকে দানশীলতায় অভ্যস্ত করে তুলতেন। তাঁর ব্যাপারে এই তথ্যও পাওয়া যায় যে, তিনি বলতেন, বখীলদের জন্য আফসোস, আল্লাহর কসম! তাদের কাছে এক জোড়া কাপড় থাকলে সেটাও তারা পরিধান করে না এবং একটি রাস্তা থাকলে সেই রাস্তায়ও তারা চলে না।

দানশীলতা ও উদারতার ব্যাপারে তাঁর এই ভাষ্য পাওয়া যায় যে, তিনি বলতেন, প্রত্যেক কওমের কাছে কোন না কোন প্রিয় বস্তু থাকে, আমার প্রিয় বস্তু হচ্ছে বখশিশ ও দান। আল্লাহর কসম! কুটুম্বিতার হক আদায় এবং লোকজনের সাথে সদ্ব্যবহার আমার কাছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সুস্বাদু খাবার এবং তীব্র পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয়।

আল্লাহ ﷻ-র রাস্তায় সম্পদ ব্যয়, সঠিক জায়গায় মাল খরচ এবং নেক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর জযবা এমন সীমায় পৌঁছেছিল যে, তিনি বলতেন, আমি কখনও কারও কোন বিষয়ে হিংসা ও ঈর্ষা

করিনি; তবে ওই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করেছি, যে নেক কাজ করার ক্ষেত্রে আগে আগে থাকে। এক্ষেত্রে আমার খাহেশ থাকে যে, আমিও এই কাজে তার সাথে শরীক হয়ে যাই।

ইনি উম্মুল বানীন এবং এগুলো তাঁর কাজ ও বাণী। এখন মুসলিম সমাজে উম্মুল বানীনের মত মহিয়সী নারী কোথায়?

১. প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের নও, তুমি একজন মুমিন

একজন জার্মান মুসলিম নারীর দরদভরা উপদেশ–

পাশ্চাত্যের দর্শন ও ফ্যাশন দেখে ধোঁকায় পোড়ো না। এগুলো সব প্রতারণার জাল, যা ধীরে ধীরে আমাদেরকে দীন থেকে সরানো এবং আমাদের সম্পদ দখল করার জন্য বিছানো হয়েছে।

ইসলাম ও তার পারিবারিক ব্যবস্থাপনাই এমন, যা নাযুক শ্রেণির জন্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। কেননা, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী নারীর সৃষ্টি দৃঢ়তার সাথে ঘরে অবস্থান করার জন্য। তুমি হয়তো প্রশ্ন করেই বসবে যে, তা কেন?

কেননা, আল্লাহ ﷻ নারীর মোকাবেলায় পুরুষকে দৈহিক শক্তি, বিবেক ও সামর্থ্যের বিচারে বলবান করে সৃষ্টি করেছেন। আর নারীকে সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত নাযুক, সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ করে। পুরুষের কাছে যে দৈহিক শক্তি আছে, তা নারীর কাছে নেই। নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নারী পুরুষের মোকাবেলায় সমপরিমাণ সামর্থ্য রাখে। এজন্য তার প্রকৃত ঠিকানা হচ্ছে ঘর। স্বামী ও সন্তানপ্রেমী নারী অকারণে ঘর ছাড়ে না এবং বেগানা পুরুষদের সাথে ওঠাবসা করে না। শতকরা ৯৯ ভাগ পশ্চিমা নারী অধঃপতনের এই সীমায় পৌঁছে গেছে যে, তারা নিজেদেরকে বিক্রি করে ফেলেছে এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ ﷻ-র ভয় বলতে কিছু নেই।

পাশ্চাত্যে বিরাট সংখ্যায় নারীসমাজ জীবিকার জন্য বাইরে বের হওয়ার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পুরুষরা এখন নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এখন পুরুষরা ঘরে অবস্থান করে থালাবাসন ধোয়, ছেলেমেয়ে দেখাশোনা করে এবং মদপান করে। আমি জানি, ইসলাম পুরুষদেরকে ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক কাজে সহায়তা করতে নিষেধ করেনি; বরং উৎসাহিত করেছে। তবে এই পর্যায়ে নয় যে, উভয় শ্রেণি যার যার দায়িত্ব ভুলে যাবে এবং প্রাকৃতিক নিয়মকে উল্টে ফেলবে।

তুমি নিজেকে খুবসুরত বানাও, তারপর কুলকায়েনাত খুবসুরত দেখাবে।

২. সমস্যা ভুলে কাজে লেগে যাও

যখন তুমি সমস্যা সমাধানের জন্য যাকিছু করার করে ফেলেছ, তখন তুমি কোন প্রিয় ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে যাও। কিতাবের অধ্যায়ন অথবা অন্যকোন কাজে লেগে যাও। মোটকথা, তুমি নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখো। কেননা, ব্যস্ততা পেরেশানীর জায়গা দখল করে ফেলবে। 'আল্লাহ কারও দেহে দুটি হৃদয় রাখেননি।' [৩৩:০৪] জেনে রাখা দরকার যে, পেরেশানী হচ্ছে শিশুর রোগের মত। পিতামাতা উপযুক্ত চিকিৎসা দিয়ে দেন, এরপর অবশিষ্ট সময় কোন জরুরী কাজে লিপ্ত থাকেন।

মানুষের জন্য উত্তম এটাই যে, যখন সে বর্তমানের কোন পেরেশানীতে পড়বে, তখন অতীতের বড় কোন পেরেশানীর কথা স্মরণ করবে। যখন চিন্তা করবে যে, অতীতেও এমন পেরেশানী দেখা দিয়েছিল। বিশেষত বড় কোন সমস্যা, যা বর্তমান সমস্যার চেয়ে বড় ও মারাত্মক ছিল। সে সময় আল্লাহ ﷻ কীভাবে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন? বিগত সমস্যার কথা মনে করলে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠবে এবং অন্তরে স্বস্তি অনুভূত হবে। মানুষ যখন এভাবে অতীতের সমস্যার কথা স্মরণ করে, তখন তার কাছে অনুভূত হয় যে, আজকের সমস্যা বিগত দিনের সমস্যার মতই, যা সে আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছায় সমাধান করে নিয়েছিল। সুতরাং বর্তমান সমস্যাও ইনশা আল্লাহ একইভাবে সমাধান হয়ে যাবে এবং অতিবাহিত হয়ে যাবে।

সমস্যার ইতিবাচক দিক অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। এটা নিশ্চিত বিষয় যে, ইতিবাচক চিন্তার বিপরীতে নেতিবাচক ফিকির অনেক কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনে জাওযী রহমাতুল্লাহি আলাইহ এই প্রসঙ্গো অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যেকেউ যখন কোন বিপদে আক্রান্ত হবে, সে এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতির কথা স্মরণ করবে এবং বিপদের উপর প্রাপ্য সওয়াব ও প্রতিদানের কথা চিন্তা করবে। এরপর এটাও লক্ষ করবে যে, দুনিয়াতে তার চেয়েও বড় বিপদে আক্রান্ত লোকজন আছে, যাদের বিপদের মোকাবেলায় তার বিপদ কিছুই না। এসব ভাবার পর তার কাছে মনে হবে, তার বিপদ একেবারেই সামান্য এবং আল্লাহ ﷻ-র মেহেরবানী যে, তিনি অনেক বড় বিপদ দেননি। এমন ফিকির তাকে পেরেশানীর অনুভূতি থেকে মুক্তি দিবে। মানুষকে যদি এভাবে বিপদ ও পরীক্ষায় না ফেলা হয়, তা হলে সে আরাম-আয়েশ ও স্বস্তির মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করবে না।

> যে কথা বলিনি, সেটা নিয়ে অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। যা বলেছি, তার বেশিরভাগ নিয়ে অনুতপ্ত হতে হয়েছে।

৩. সুখের কিছু সূত্র

উচ্চাশা ও লোভ দুটি মারাত্মক ব্যধি, এগুলোর চিকিৎসা নিম্নরূপ–

০১. জীবনযাপনে মধ্যপন্থা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য। কেননা, যার খরচ সীমা ছাড়িয়ে যায়, সে অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে বাধ্যতামূলকভাবে লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে যায়। জীবনযাপনে মধ্যপন্থাই হচ্ছে অল্পেতুষ্টির মূল চাবি। বলা হয়ে থাকে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হচ্ছে জীবিকার অর্ধেক।

০২. ভবিষ্যৎচিন্তায় অধিক পেরেশান হওয়া নিষ্প্রয়োজন। আশা-আকাঙ্ক্ষার মহলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। বিশ্বাস করো যে, যতটুকু রিযিক তোমার ভাগ্যে আছে, সেটুকু তোমার কাছে অবশ্যই পৌঁছবে।

০৩. আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, তিনি তার জন্য সমস্যা থেকে বের হওয়ার রাস্তা করে দিবেন এবং তিনি এমনভাবে রিযিক দিবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। [৬৫:২-৩]

০৪. একথা চিন্তা করো যে, অল্পেতুষ্টির মধ্যে অমুখাপেক্ষিতার সম্মান রয়েছে; আর উচ্চাশা ও লোভের মধ্যে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। এগুলো থেকে সবক হাসিল করো।

০৫. বেশি বেশি নবী-রসুল ও বুযুর্গদের জীবনের প্রতি লক্ষ করো। তাঁদের মত অল্পেতুষ্টি, বিনয় ও সহজ জীবন অবলম্বনের চেষ্টা করো। দেখো, তাঁরা কীভাবে নেক কাজের আগ্রহ লালন করতেন। তাঁদের আদর্শের প্রতি নজর দাও এবং তাদের জীবনকে আলোকবর্তিকা বানাও।

০৬. দুনিয়ার বিচারে যারা তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের, তাদের দিকে লক্ষ করো।

বিবেকবান মানুষ হেকমতের কথাবার্তা থেকে ফায়দা নিতে চেষ্টা করে, কখনও নিরাশ হয় না এবং কখনও ভাবনা ও চেষ্টা বাদ দেয় না।

৪. আল্লাহ ﷻ-র রশি ধরো, চাই অন্য রশি ছিঁড়ে যাক

ঈমানের সাথে আমলে সালেহ'র প্রতিদান হচ্ছে দুনিয়াতে পরিচ্ছন্ন জীবন। এখানে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক যে, এই জীবনে আসবাবপত্র, অঢেল সম্পদ, আরাম-আয়েশ পরিপূর্ণ থাকবে কি না। কেননা, এগুলো ছাড়াও একটি জীবন সুন্দর হতে পারে।

তবে জীবনে মালদৌলতের প্রাচুর্য ছাড়া আরও অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। সেগুলো যদি না পাওয়া যায়, তা হলে একটি সুন্দর জীবন কল্পনা করা যায় না। সেগুলোর মধ্য থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে এই–

আল্লাহ ﷻ-র সাথে সম্পর্ক, তাঁর উপর নির্ভরশীলতা এবং তাঁর প্রতিপালন ও সন্তুষ্টির উপর স্বস্তি।

সুস্থতা, স্থিরতা, সন্তুষ্টি, বরকত, নিরাপদ ঘর ও আত্মিক স্বস্তি।

নেক আমলের কারণে আনন্দ এবং অন্তর ও জীবনের উপর এর যথার্থ আধিপত্য।

সম্পদ শুধু একটি উপকরণ। এ যদি কমও হয়, তা হলেও যথেষ্ট হতে পারে। কেননা, তা হলে দিল এমনসব বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ

থাকবে, যেগুলো মালের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ ﷻ -র দৃষ্টিতে খালেস ও চিরস্থায়ী।

> একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহান ব্যক্তিবর্গ যার যার মায়ের কাছ থেকে মহত্ত্বের নকশা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন।

৫. ঈমানদারের চেয়ে ভাগ্যবান আর কেউ নেই

আমি অনেক ধনী এবং পদ-পদবীর বিচারে বড় মানুষের জীবনী অধ্যয়ন করেছি, যারা আল্লাহ ﷻ-র উপর ঈমান রাখত না। আমি দেখেছি, তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে দুর্ভাগ্যের সাথে। তাদের ভবিষ্যৎ অভিশপ্ত এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন তারা কোথায়? এখন তাদের ভাণ্ডার আর সম্পদের স্তুপ কোথায়, যেগুলো তারা সঞ্চয় করত? তাদের প্রাসাদ আর গগণচুম্বি ভবন কোথায়, যেগুলো তারা নির্মাণ করেছিল? সবকিছু খতম হয়ে গেছে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছে। কেউ কেউ বন্দী হয়েছিল এবং অনেককে গ্রেফতার করে আদালতে হাযির করা হয়েছিল, যেখানে তাদের অন্যায়ের বিপরীতে শাস্তির আদেশ শোনানো হয়েছে। তারা সমকালীন যামানায় একেবারে হতভাগা সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তারা ভেবেছিল, সম্পদ দিয়েই তারা প্রকৃত মহব্বত, সুস্থতা ও যৌবনসহ সবকিছু হাসিল করে ফেলবে। কিন্তু শেষে তারা এই পরিণতিতে পৌঁছে যে, দৌলতের সাহায্যে প্রকৃত মহব্বত হাসিল করা যায় না; প্রকৃত সুখও হাসিল করা যায় না; প্রকৃত সুস্থতাও হাসিল করা যায় না এবং যৌবনও ফিরিয়ে আনা যায় না। দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়েও একটি হৃদয় খরিদ করা যায় না; অন্তরে মহব্বতও জাগানো যায় না এবং সুখও পয়দা করা যায় না।

আল্লাহ ﷻ-র উপর ঈমান আনায়নকারীদের চেয়ে অধিক খোশনসিব আর কেউ নেই। কেননা, ঈমানদারগণ রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের নুর লাভ করে এবং তারা নিজের সঙ্গো হিসাবনিকাশ করে। তারা সেইসব কাজই করে, যেগুলো আল্লাহ ﷻ করতে হুকুম করেছেন এবং সেইসব কাজ থেকে বিরত থাকে, যেগুলো আল্লাহ ﷻ হারাম করেছেন। শোনো, কুরআন মাজীদ তাদের ব্যাপারে কী বয়ান করেছে–

> যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী, শর্ত হচ্ছে সে মুমিন, আমি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করাব, এবং (আখেরাতে) তাদেরকে তাদের উত্তম আমল মোতাবেক বিনিময় দান করব। [১৬:৯৭]

৬. আয়েশ ও অপচয়মুক্ত জীবন

নেককার ও ঈমানদার নারী প্রয়োজন মাফিকই খানা তৈয়ার করে। এতটুকু খাবার বেঁচে থাকে না যে, অপচয় বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﵂-র আদর্শ খুব অনুসরণ করার মত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ-র দস্তরখানে জবের রুটিও সামান্য বা বেশি বেঁচে থাকত না।

অন্য বর্ণনায় আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ-র সামনে থেকে যখন দস্তরখান ওঠানো হত, তখন সেখানে সামান্য জবও অতিরিক্ত থাকত না।

ইসলাম যেসব অপচয় ও আরাম-আয়েশ নিষেধ করেছে, সেগুলোর মধ্যে সোনা ও রূপার বাসনের ব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উম্মে সালামা বলেন যে, রসুলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি রূপার বাসনে খানা খায় অথবা পানি পান করে, সে নিজের দেহের জন্য জাহান্নামের আগুন সেবন করে।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি রূপা বা সোনার পাত্রে খাবার খায় অথবা পানি পান করে, সে তার পেটের জন্য জাহান্নামের অঙ্গার গিলতে থাকে।

বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম যে এসব বস্তু হারাম করেছে, এর মধ্যে বড় হেকমত রয়েছে। কেননা, এগুলো অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং আমীরদের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেদের আমীরী প্রকাশ

করে থাকে। ইসলাম চায় যে, তার অনুসারীরা যেন সবসময় বিনয় অবলম্বন করে এবং ধনদৌলত প্রকাশ না করে। এজন্যই রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুআয ইবনে জাবালকে ইয়ামান প্রেরণ করছিলেন, তখন তাঁকে বলে ছিলেন, খবরদার! আরাম-আয়েশের জীবন থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ মানুষের আরাম-আয়েশের জীবন পছন্দ করেন না।

যদি তুমি নিজের বদনসিব হওয়ার কথা চিন্তা করতে থাক, তা হলে খোশনসিব হতে পারবে না।

৭. নেক আমল সীনা প্রশস্ত করে

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ﵂ বলেন, এক মিসকীন মহিলা দুটি বাচ্চা মেয়ে নিয়ে আমার কাছে এল। আমি তাদের তিনজনকে একটি করে খেজুর দিলাম। যখন মহিলা খেজুর খাওয়ার জন্য নিজের মুখের কাছে নিল তখন মেয়ে দুটি সেটাও চেয়ে বসল। মহিলা সেই খেজুরটিও দুই টুকরা করে তাদের দু' জনের মধ্যে ভাগ করে দিল। মহিলার এই কাজটি আমার কাছে খুব ভালো লাগল।

আমি বিষয়টি রসুলুল্লাহ ﷺ-র সাথে আলোচনা করলাম। নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ ﷻ মহিলার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

নবীপত্নী উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র অবস্থা দেখুন। তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাস করলেন, আচ্ছা আমি যে আবু সালামার ছেলেদের জন্য খরচ করি, এজন্য কি প্রতিদান পাব? আমি তো তাদেরকে পরিত্যাগ করিনি। তারা তো আমারও ছেলে।

উম্মে সালামা রসুলুল্লাহ ﷺ-র জওয়াব দেওয়ার আগেই তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের পন্থা অবলম্বন করে রেখেছিলেন। ইতিবাচক উত্তর পাওয়ার আগেই তাঁর সুস্থ রুচি সঠিক উত্তর দিয়েছিল।

ইসলাম নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। কুটুম্বিতার হক আদায়, নম্রতা ও মেহেরবানীর উপর জোর দেয়। পুরো সমাজে রহমত ও মহব্বতের বীজ বোপন করে, যাতে আগামী প্রজন্মের লালন-

৮. আল্লাহ ﷻ-ই রক্ষা করেন সমস্ত বিপদ থেকে

বিমান জমীন ও আসমানের মাঝে বেশ উপরে ভাসমান ছিল। উড়োজাহাজের রিপোর্টকারী যন্ত্র বলছিল, বিমানের কোন যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে। পাইলট, কর্মচারী ও যাত্রীরা সব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেল। কান্না শুরু করল লোকজন। নারীদের চিৎকার আরম্ভ হল। শিশুরা ঘাবড়ে গেল। ভয়ভীতির কারণে লোকজনের অবস্থা হয়ে গেল সংকটাপন্ন। এর মধ্যে তারা আল্লাহ ﷻ-কে কেঁদে কেঁদে ডাকতে শুরু করল, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!! হে আল্লাহ!!! আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হল। নাযিল হল তাঁর রহমত ও মেহেরবানী। বিপদ সরে গেল। লোকজন আশ্বস্ত হল। স্থির হয়ে গেল তাদের অন্তর এবং নিরাপদে জমীনে অবতরণ করল বিমান।

সময়টা ছিল বাচ্চা জন্মের। মহিলা তীব্র ব্যথায় কাতর হচ্ছিল। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিল সে। প্রাণ চলে যাওয়ারই আশঙ্কা ছিল। এর মধ্যে সে আল্লাহ ﷻ-র দিকে রুজু করল। আল্লাহ ﷻ-ই তো সমস্ত পেরেশানী দূর করেন, পুরো করেন সমস্ত জরুরত। মহিলা ডাকতে লাগল, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!! হে আল্লাহ!!! আচানক তার বিপদ সরে গেল এবং সহিসালামতে বাচ্চা দুনিয়ায় আগমন করল।

এক আলেম একটি মাসআলা নিয়ে পেরেশানীতে পড়ে গেলেন। সঠিক সমাধান তিনি বের করতে পারছিলেন না। বহু প্রকারে চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু কাজ হচ্ছিল না। তিনি তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডেকে উঠলেন, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ!! হে আল্লাহ!!! হে

শিক্ষাদানকারী! তুমি ইবরাহীমকে শিখিয়েছ। হে বুঝ-বুদ্ধির মালিক! তুমি সুলাইমানকে বুঝবুদ্ধি দিয়েছিলে। হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব! হে জমীন ও আসমানের মালিক!! হে আলেমুল গায়ব ওয়াশ-শাহাদাহ! তুমি তোমার বান্দা-বান্দীর মাঝে সঠিক ফায়সালা দিয়ে থাক, যখন তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। মেহেরবানী করে তুমি আমাকে নির্দেশনা দান করো। নিশ্চয় তুমি যাকে চাও, তাকে সিরাতে মুস্তাকীমের নির্দেশনা দান করে থাক।

এরপর আল্লাহর মেহেরবানীতে তার মাসআলার সমাধান হয়ে গেল। তাঁর সত্তা কত পবিত্র এবং তিনি কত দয়ালু।

যে ব্যক্তি যত বেশি মানুষকে খুশি করবে, সে তত বেশি খোশনসিব।

৯. অলস হয়ো না

অলসতা থেকে বিরত থাকো। অলসতা কী? আল্লাহ ﷻ-র যিকির থেকে গাফেল থাকা, সালাত ছেড়ে দেওয়া, কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা, দীনী ওয়াজমাহফিলে অংশগ্রহণের বেলায় গড়িমসি করা। এগুলো অলসতার বিভিন্ন রূপ। এরপর দিল শক্ত হয়ে যায়; দিলে মহর পড়ে যায়। নেক ও বদ যাচাই করার ক্ষমতা হারিয়ে যায় এবং আল্লাহ ﷻ-র দীনের বুঝ থেকে মানুষ মাহরূম হয়ে পড়ে। এমন মানুষ পাষণ্ড, পেরেশান, মানসিক বিক্ষিপ্ততার শিকার ও ব্যর্থ হয়ে থাকে। এ হল অলসতার দুনিয়াবী ফল; আখেরাতে কী হবে?

এজন্য গাফলতের এসব উপকরণ (যেগুলো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে তোমার বিরত থাকা আবশ্যক। তাকওয়া অবলম্বন করো। নিজের যবানকে আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে তরতাজা রাখো। সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়তে থাকো। তাসবীহ, তাহলীল, তওবা ও এস্তেগফার জারী রাখো এবং প্রিয় নবীর উপর দরুদ ও সালাম পড়তে থাকো। সবসময়, প্রতিটি মুহূর্তে– দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শুয়ে পাশ ফেরাতে ফেরাতেও। এতে তোমার দিল সুখ ও স্বস্তিতে ভরে যাবে। আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের ফল এমনই।

> মনে রেখো, আল্লাহ যিকির হচ্ছে সেই বস্তু, যদ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। [১৩:২৮]

ভেবো না যে, সুখ পেলে হাসবে; বরং হাসো, হাসতে থাকো, যাতে সুখ পাও।

১০. ছড়িয়ে দাও মুচকি হাসির ঝিলিক

পেরেশানীর সময়ও যখন তুমি মুচকি মুচকি হাস, তখন বিপদের অনুভূতি কমে যায় এবং পেরেশানী থেকে মুক্তির দরজা অবমুক্ত হয়। মুচকি হাসির ক্ষেত্রে ইতস্তত করতে নেই। কেননা, তোমার মধ্যে বিশেষ এক শক্তি আছে, যার উৎস মুচকি হাসি। মুচকি হাসি রোধ করতে চেষ্টা কোরো না। কেননা, মুচকি হাসি চাপা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তুমি নিজেকে দুঃখকষ্ট, শোক ও সংকটের মধ্যে মেরে ফেলতে এবং ঘট ঘট করে মরে যেতে চাও। মুচকি হাসি তোমার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে পারে না। এমন কি তখনও নয়, যখন তুমি অন্যদের সঙ্গে গভীর মনোযোগের সাথে গুরুগম্ভীর কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে থাক। হাঁ, সেই সময়টা কতই না চমৎকার, যখন আমরা ঠোঁটের উপর মুচকি হাসির ঝিলিক নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হই।

এক পশ্চিমা পণ্ডিত স্টেফেইন জজাল বলেছেন, মুচকি হাসি হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ব।

তাঁর এই কথা সঠিক। কেননা, যদি তুমি সমাজে ওঠাবসা বহাল রাখতে চাও, তা হলে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও সদ্ব্যবহারের সাথে ওঠাবসা আবশ্যক। তোমাকে জানতে হবে যে, সামাজিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য এক বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে তোমার দক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর মানবিক গুণের একটি পর্ব হচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মেলামেশা। এটা সম্মিলিত যোগ্যতার একাংশ এবং প্রত্যেক সমাজে এর প্রয়োজন সমান।

যখন তুমি মুচকি মুচকি হাসবে, তখন তুমি জীবনের সৌন্দর্য দ্বিগুণ করে দিবে এবং মানুষের অন্তরে প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালাবে। তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হবে, তাদেরকে প্রাণসঞ্চারক অভিবাদন জ্ঞাপন করা হবে এবং জীবন থেকে তাদের প্রত্যাশা পূরণের একীন প্রদান করা হবে। কিন্তু যে চেহারায় অনুগ্রহের কোন লক্ষণ নেই, তুমি যদি সেই চেহারা নিয়ে মানুষের সাথে মেশ, তা হলে এই দৃশ্য তাদেরকে পীড়া দিবে এবং তাদের রুচি নষ্ট করে দিবে। চিন্তা করো এবং সিদ্ধান্ত নাও যে, তোমার সত্তা অন্যদের জীবনে হতাশা ও ব্যর্থতা সৃষ্টির কারণ হলে তুমি কি মেনে নিতে পারবে?

সম্মান শুধু তারাই লাভ করে,
যারা এর স্বপ্ন দেখতে থাকে।

পরিশিষ্ট

আর এখন, যখন তুমি কিতাব পড়ে ফেলেছ, হতাশা, বিরক্তি ও পেরেশানীকে আলবেদা বলে দাও। দুঃখকষ্টের দুনিয়া থেকে হিজরত করো। কষ্ট ও মসিবতের স্থান থেকে পৃথক হয়ে যাও। হতাশা ও নিরাশা'র তাঁবু থেকে রওয়ানা দাও। ঈমান ও একীনের মেহরাবের নীচে এসে পড়ো এবং আল্লাহ ﷻ-র ভালাবোসার কাবা প্রাঙ্গণ ও রেজা বিলকাযা'র দিকে ফিরে আসো এবং খুশিতে ভরপুর জীবনের সূচনা করো। একটি নতুন যুগ শুরু করো, যা অত্যন্ত সুন্দর। একটি নতুন জীবন, যা সন্দেহ, পেরেশানী, অস্থিরতা থেকে মুক্ত। যা দুঃখ, বেদনা, হতাশা, পেরেশানী, অস্থিরতা ও বাজে চিন্তা থেকে পবিত্র। আসো, এদিকে আসো। কেননা, ঈমানের আহ্বায়ক তোমাকে ডাকছেন আশা-প্রত্যাশার বুলন্দ চূড়া থেকে সন্তুষ্টির উপত্যকায়। তোমাকে বুলন্দ আওয়াজে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে–

তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী।

ড. আয়েয আল করনী ১৩৭৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৯ ইং সনে দক্ষিণ সৌদী আরবের কর্‌ন জেলার আশ-শুরাইহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনের হিফজ সম্পন্ন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন রিয়াদে। উচ্চতর পড়াশুনা করেন প্রাদেশিক শহর আবহায়। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পরিধি সুবিস্তৃত ও অতুলনীয়।

ড. আয়েয আল করনী এ পর্যন্ত বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে আত-তাফসীরুল মুয়াস্‌সার, আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার, আশিক, লা তাহযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীর্ঘ সাত বছর তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীসের উপর অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে দাওয়াত ইলাল্লাহই তাঁর প্রধানতম কাজ।

ড. করনী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও গ্রন্থরচনার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার, গুগ্‌লপ্লাস ও ইউটিউব ইত্যাদিতেও সমানভাবে সক্রিয়। তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেটের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

এক বছরে ১০ লাখের অধিক সংখ্যায় মুদ্রিত
আরবী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

প্রিয় বোন! হতাশ হয়ো না

এটা ডক্টর আয়েয আল করনীর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আস্‌আদুম্‌রাআতিন ফিল আলাম'র বাংলা অনুবাদ। এই গ্রন্থ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীকে হতাশা ভুলে দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী হওয়ার গুণাবলি শিক্ষা দেয়। ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কে এমন পথের নির্দেশনা দান করে, যে পথে চলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ ও নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করতে পারে।

এই গ্রন্থে লেখক নারীসমাজকে সম্বোধন করেছেন এবং বাতলে দিয়েছেন যে, কীভাবে ইসলামের শিক্ষাদীক্ষার উপর আমল করে একজন নারী সুখী হতে পারে এবং সুখী হতে পারে তার পরিবারের লোকজনও। নারী কীভাবে নেতিবাচক চেতনা পরিহার করে ইতিবাচক চেতনা সুদৃঢ় করতে পারে, বাতানো হয়েছে সেই পথও। সুতরাং এই গ্রন্থ ওই নারীর জন্য আবশ্যক, যে নেতিবাচক চেতনা দলিতমোথিত করে ইতিবাচক ও অনুকূল পরিবেশ অনুসন্ধান করে।

মানুষের চিন্তা ও আবেগের বিকৃতি বালামসিবত ও পেরেশানীকে নিমন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীর চিন্তাচেতনা সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার আবেগের জন্য একটি সঠিক মাইলফলক দেখানো হয়েছে। যেসব নারী কামিয়াব আখেরাতের আশাবাদী, তাদের জন্য এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা জরুরী।